বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

# মানবিক বাংলাদেশ

ঢাকা বৃহস্পতিবার ॥ বর্ষ-৩ সংখ্যা-০৯ ॥ ২৪ এপ্রিল ২০২৫ ॥ ১১ বৈশাখ ১৪৩২ বাংলা ॥ ২৫ শাওয়াল ১৪৪৬ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

## সমালোচনা থেকে শেখার চেষ্টা করছি: বাণিজ্য উপদেষ্টা

**স্টাফ রিপোর্টার :** বিভিন্ন পক্ষের সমালোচনা থেকে শেখার চেষ্টা করছেন বলে জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন। বুধবার (২৩ এপ্রিল) রাজধানীর আর্মি গলফ ক্লাবে 'ট্রেড উইথ টিসিবি' শীর্ষক আলোচনা সভায় এ কথা জানান তিনি। এ সময় সরকার প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টির চেষ্টা করছে উল্লেখ করে বাণিজ্য উপদেষ্টা বলেন, সরকার সিন্ডিকেটকে সাপোর্ট করে না।

## হাসিনার নির্দেশেই তার দোসররা মানবেন্দ্র ঘোষের বাড়ি পুড়িয়েছে: রিজভী

**মানিকগঞ্জ প্রতিনিধি :** হাসিনার নির্দেশেই তার দোসররা মানবেন্দ্র ঘোষের বাড়ি পুড়িয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী। বুধবার (২৩ এপ্রিল) দুপুরে মানিকগঞ্জের সদর উপজেলার চান্দহর এলাকায় চারুশিল্পী মানবেন্দ্র ঘোষের আগুনে পুড়ে যাওয়া পৈত্রিক বসতবাড়ি পরিদর্শন শেষ এ কথা বলেন তিনি।

## শব্দদূষণ রোধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে: উপদেষ্টা রিজওয়ানা

**স্টাফ রিপোর্টার :** অন্তর্বর্তী সরকারের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেছেন, শব্দদূষণ রোধে আমাদের 'লাউড কালচারের' বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে, যেমনটি অন্যান্য সামাজিক অপরাধের বিরুদ্ধে গড়ে উঠেছে।

## ৩.৩ শতাংশে নেমে আসবে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি: বিশ্বব্যাংক

**স্টাফ রিপোর্টার :** বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি আরও নিচের নামবে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে বিশ্বব্যাংক। সংস্থাটির মতে, চলতি অর্থবছর (২০২৪-২৫) শেষে মাত্র ৩.৩ শতাংশে নেমে আসবে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি। বুধবার (২৩ এপ্রিল) প্রকাশিত 'সাউথ এশিয়া ডেভেলপমেন্ট আপডেট: ট্যাক্সিং টাইমস' শীর্ষক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রাজনৈতিক সহিংসতা, কারফিউ ও ইন্টারনেট সংযোগ বন্ধের ফলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছে। প্রথম তিন প্রান্তিকে বেসরকারি ও সরকারি বিনিয়োগে প্রবল ধস দেখা গেছে, পুরো অর্থবছরেই পড়বে যার প্রভাব। বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি ছিল মাত্র ৭ দশমিক ৩ শতাংশ, যা গত ৩০ বছরে সর্বনিম্ন। এতে স্পষ্ট যে বেসরকারি খাতের বিনিয়োগপ্রবণতা অত্যন্ত দুর্বল এই মুহূর্তে। সরকারি বিনিয়োগেও ধীরগতি দেখা যাচ্ছে, কারণ মূলধনী ব্যয় হ্রাস পাচ্ছে। তবে কিছুটা স্বস্তির খবর হলো, বৈদেশিক খাতে চাপ কিছুটা কমেছে এবং চলতি হিসাব ঘাটতি সংকুচিত হয়েছে। বিশ্বব্যাংকের দক্ষিণ এশিয়া

২-এর পাতায় দেখুন

প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস কাতারের দোহায় আর্থনা সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে 'Social and Environment Challenges Around Forcibly Displaced Populations-The Case of the Rohingya' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে বক্তৃতা করেন। এসময় কাতারের আমিরের বোন Sheikha Hind bint Hamad Al Thani উপস্থিত ছিলেন। -পিআইডি

# রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে কাতারের জোরালো ভূমিকা চাইলেন প্রধান উপদেষ্টা

**স্টাফ রিপোর্টার :** যুক্তরাষ্ট্র তার বিদেশি সহায়তা হ্রাস করায় বিদ্যমান রোহিঙ্গা সংকট আরও জটিল হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস। পরিস্থিতি মোকাবিলায় অর্থায়ন নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ কাজ করছে বলে জানিয়েছেন তিনি। একইসঙ্গে টেকসই প্রত্যাবাসনের মাধ্যমে এ সংকট স্থায়ীভাবে সমাধানের তাগিদও দিয়েছেন তিনি। বুধবার (২৩ এপ্রিল) দোহায় কাতার ফাউন্ডেশন আয়োজিত রোহিঙ্গা সংকট ও বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠী বিষয়ে গোলটেবিল আলোচনায় বক্তব্যকালে এসব বিষয় উপস্থাপন করেন প্রধান উপদেষ্টা। লিখিত বক্তব্যে ড. ইউনূস বলেন, রোহিঙ্গা সংকট কেবল একটি মানবিক সমস্যা নয়; এটি একটি বহুমাত্রিক

২-এর পাতায় দেখুন

# এখনো নাগালের বাইরে কারাগার থেকে পালানো বিপুলসংখ্যক বন্দি

**স্টাফ রিপোর্টার :** এখনো নাগালের বাইরে দেশে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনকালে কারাগার থেকে পালানো বিপুলসংখ্যক বন্দি। ওই সময় কয়েক হাজার মানুষ মিছিল নিয়ে নরসিংদী কারাগারে হামলা ও অগ্নিসংযোগ করলে কারাগার থেকে ৮২৬ বন্দি পালিয়ে যায়। তাদের মধ্য অতিঝুঁকিপূর্ণ ৯ জন আসামি রয়েছে। ওই সময় অস্ত্র, গোলাবারুদ ও খাদ্যপণ্য লুট এবং ব্যাপক ভাংচুরের ঘটনা ঘটে। প্রাথমিকভাবে কারা কর্তৃপক্ষ ও রক্ষীরা প্রতিহত করার চেষ্টা করলেও অবস্থা বেগতিক দেখে শেষ পর্যন্ত তারা পিছু হটতে বাধ্য হন এবং একপর্যায়ে জীবন বাঁচাতে কয়েদিদের সঙ্গে মিশে যান। তারপর সারা দেশে আরো ১৬টি কারাগারে বন্দি বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা ঘটে। তখন বিভিন্ন কারাগার থেকে ২ হাজার ২৩২ জন বন্দি পালিয়ে যায়। ১৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ১৭টি কারাগারের সংস্কার কাজ শেষে সেগুলো স্বাভাবিক কার্যক্রমে ফিরে এসেছে। কিন্তু ঝুঁকিপূর্ণ ৭০ জনসহ পালিয়ে যাওয়া এক-তৃতীয়াংশ বন্দিকে এখনো ফেরানো যায়নি। ফেরারি ওসব বন্দি বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হয়ে পড়ার শঙ্কা রয়েছে। যদিও পলাতক বন্দিদের বিষয়ে কারা অধিদপ্তর আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে ব্যবস্থা নিতে বলেছে। কারা অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য জানা যায়। সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, দেশের ১৭টি কারাগারে গত ৫ আগস্ট উদ্ভূত পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে বন্দিরা বিশৃঙ্খলা-বিদ্রোহ করে। পালিয়ে যায় নরসিংদী, শেরপুর ও সাতক্ষীরা কারাগারের সব বন্দি। নরসিংদী কারাগার থেকে ৮২৬ জন, শেরপুর থেকে ৫শ' জন, সাতক্ষীরা থেকে ৬শ', কুষ্টিয়া কারাগার থেকে ১০৫ ও কাশিমপুর হাই সিকিউরিটি কারাগার থেকে ঝুঁকিপূর্ণ ২শ' বন্দি পালিয়ে যায়। তার বাইরে জামালপুর কারাগারে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হলেও সেখাসে ঘটেনি বন্দি পালিয়ে যাওয়ার কোনো ঘটনা। সব মিলিয়ে দেশের কারাগার থেকে ওই সময় ২ হাজার ২৩২ জন বন্দি পালিয়ে যায়। পরে তাদের মধ্যে ফিরেও আসে ১ হাজার ৪৫০ জন বন্দি। ফিরে আসা বন্দিদের মধ্যে সাজার মেয়াদ শেষ হওয়া এবং জামিনে মুক্তি মিলিয়ে ১ হাজার ১০০ জন এরই মধ্যে ছাড়া পেয়েছে এবং বাকি ৩৫০ জন এখনো কারাগারে রয়েছে। সূত্র জানায়, কাশিমপুর হাই সিকিউরিটি কারাগারকে দেশের কারাগারগুলোর মধ্যে সর্বাধুনিক নিরাপত্তা প্রস্তুতিসংবলিত কারাগার হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সাধারণত ওই কারাগারে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত, একাধিক গুরুতর অপরাধে জড়িত, জঙ্গিবাদ বা সন্ত্রাসবাদে জড়িত দুর্ধষ বন্দিদের রাখা হয়। কিন্তু বিগত সরকারের পতনের পর কাশিমপুর হাই

২-এর পাতায় দেখুন

## একই বৃত্তে ১৪ দল, নেতা-কর্মীরা এখনও সন্ত্রস্ত

**স্টাফ রিপোর্টার :** দীর্ঘ আট মাসেও বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে পারেনি ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ১৪ দলীয় জোটের শরিক দলগুলো। ঝুঁকি নিয়েই চলতে হচ্ছে এ দলগুলোর নেতা-কর্মীদের। অনেকে এখনো আত্মগোপনেই আছেন। তবে প্রতিকূলতার মধ্যেই অস্তিত্ব রক্ষায় ঘরোয়াভাবে কিছু কর্মসূচি পালনের চেষ্টা করছে জোটের দু-একটি দল। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে গত বছরের ৫ আগস্ট ক্ষমতাচ্যুত হয় আওয়ামী লীগ সরকার। জনরোষের ভয়ে প্রধানমন্ত্রীর পদ ছেড়ে ভারতে পালিয়ে যান দলটির প্রধান শেখ হাসিনা। তার আগে-পরে পালান আওয়ামী লীগের মন্ত্রী-এমপিসহ অনেক নেতা-কর্মী। ৮ আগস্ট নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হওয়ার পর

২-এর পাতায় দেখুন

# চুয়াডাঙ্গায় গরমে জনজীবনে হাঁসফাঁস তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি ছুঁই ছুঁই

**চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি :** চুয়াডাঙ্গায় তাপপ্রবাহ অব্যাহত রয়েছে। বুধবার (২৩ এপ্রিল) বিকেল ৩টায় জেলায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৩৯.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এসময় বাতাসের আর্দ্রতা ছিল মাত্র ২৮ শতাংশ, যা গরমের তীব্রতা আরও বাড়িয়ে তুলেছে। এরআগে দুপুর ১২টায় তাপমাত্রা ছিল ৩৬.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৪৬ শতাংশ। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাপমাত্রা আরও বেড়ে যায় এবং বাতাসের আর্দ্রতা কমে যায়। ফলে আরও অসহনীয় হয়ে ওঠে রোদের তাপ। গরম পড়ায় চুয়াডাঙ্গা জেলা শহরের রাস্তাঘাট অনেকটাই ফাঁকা দেখা গেছে। প্রচণ্ড রোদের কারণে মানুষজন জরুরি প্রয়োজন ছাড়া ঘরের বাইরে বের হচ্ছেন না। বিশেষ করে খোলা আকাশের নিচে কাজ করা শ্রমজীবী মানুষেরা পড়েছেন চরম দুর্ভোগে। স্থানীয় কৃষকরাও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। টানা গরমে ফসলের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা করছেন তারা। বৃষ্টির দেখা না মেলায় মাটি ফেটে যাচ্ছে। এতে প্রভাব পড়ছে শাকসবজি চাষে। চুয়াডাঙ্গার মোমিনপুরের কৃষক জমির বলেন, 'এই রোদে মাঠে নামা যায় না। বৃষ্টি না হলে অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে। আমরা খুব দুশ্চিন্তায় আছি।' চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের শিক্ষার্থী সাকিব। বাইরে বের হয়েছিলেন পারিবারিক কাজে। তিনি বলেন, 'রাস্তায় বের হলেই মনে হয় শরীর পুড়ে যাচ্ছে।'আবহাওয়া অফিস সূত্রে জানা গেছে, আগামী কয়েকদিন এই তাপপ্রবাহ অব্যাহত থাকতে পারে

২-এর পাতায় দেখুন

## ড. ইউনূসের নামে দুদকের মামলা বাতিল

**স্টাফ রিপোর্টার :** নোবেলজয়ী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নামে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের মামলা বাতিল করে রায় দিয়েছেন আপিল বিভাগ। ড. মুহাম্মদ ইউনূসের আপিল মঞ্জুর করে বুধবার (২৩ এপ্রিল) এ সিদ্ধান্ত দেন প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদের নেতৃত্বে আপিল বিভাগ। দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আইনজীবী আসিফ হাসান জানান, ড. মুহাম্মদ ইউনূসের আপিল মঞ্জুর করেছেন আদালত। ফলে মামলাটি বাতিল হয়ে গেল। অর্থাৎ মামলাটি আর থাকলো না। তিনি আরও জানান, এখানে টাকা আত্মসাৎ হয়নি। টাকা পুরোটাই দিয়ে দিয়েছেন। সেখানে কে কম পেয়েছে বা বেশি পেয়েছে। তার সামন্য অংশ নিয়ে ডিসপিউট। সেটা সিভিল কোর্টে হয়। ফৌজদারি কোর্টে নয়। তাই এ মামলা চলতে

২-এর পাতায় দেখুন

## সুপারিশ বাস্তবায়নে কমিটি গঠন করা হবে: শ্রম উপদেষ্টা

**স্টাফ রিপোর্টার :** শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য ইন্টারনাল কমিটি গঠন করা হবে বলে জানিয়েছেন শ্রম কর্মসংস্থান ও নৌপরিবহন উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব) ড. এম সাখাওয়াত হোসেন। বুধবার (২৩ এপ্রিল) বিকেলে সচিবালয়ে নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন হস্তান্তর ও শ্রমিক অসন্তোষ নিয়ে এক প্রেস ব্রিফিং তিনি এসব কথা বলেন। উপদেষ্টা বলেন, শ্রম মন্ত্রণালয়ে আমরা একটা ইন্টারনাল কমিটি করব। এই কমিটি সবকিছু বিবেচনা করে কাজ করবে। আমাদের আর্থ সামাজিক ব্যবস্থার ওপর ভিত্তি করে যতটুকু বাস্তবায়ন করা যায় তার সবই করা হবে। প্রধান উপদেষ্টা কি বললেন তার জন্য অপেক্ষা না করে আমরা পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন

২-এর পাতায় দেখুন

## গাজায় পোলিও টিকা সরবরাহ বন্ধ, ঝুঁকিতে ৬ লাখ শিশু

**আন্তর্জাতিক ডেস্ক :** দিন যতই গড়াচ্ছে ইসরায়েলি বাহিনীর হামলা তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে ফিলিস্তিনের গাজায়। নিরাপদ বলে আর কোনও স্থান বাকি নেই অবরুদ্ধ উপত্যকাটিতে। একদিকে চলছে নির্বিচার অভিযান, অন্যদিকে আটকে দেওয়া হয়েছে সব রকমের ত্রাণ সহায়তা। বুলেট-গোলার আঘাতে ফিলিস্তিনিদের প্রাণহানি তো নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছেই; খাদ্য-পানি-ওষুধ আর চিকিৎসার অভাবেও দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে মৃত্যুর মিছিল। ইসরায়েলের আরোপিত অবরোধে ত্রাণ প্রবেশ করতে না পারায় তীব্র খাদ্য ও ওষুধ সংকটে ভুগছে গাজাবাসী। শঙ্কা বাড়ছে রোগ-বালাই ও মহামারির। সরবরাহ বন্ধ থাকায় অবরুদ্ধ উপত্যকাটিতে স্থগিত হয়ে গেছে পোলিও টিকাদান কর্মসূচিও। এমন পরিস্থিতিতে বড় বিপর্যয়ের শঙ্কা বিরাজ করছে গাজা জুড়ে; শারীরিক অক্ষমতার ঝুঁকিতে

২-এর পাতায় দেখুন

## ঢাকাসহ ৬ বিভাগে বজ্রসহ বৃষ্টির আভাস

**স্টাফ রিপোর্টার :** দেশের ছয় বিভাগে বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এ ছাড়া বিস্তার হতে পারে তাপপ্রবাহও। গতকাল বুধবার এমন পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া অফিস। সহকারী আবহাওয়াবিদ আফরোজা সুলতানা জানিয়েছেন, লঘুচাপের বর্ধিতাংশ বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল হয়ে পশ্চিমবঙ্গ থেকে উত্তর বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত দেওয়া পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, সিলেট বিভাগের কিছু কিছু জায়গায়, রংপুর, ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগ এবং কুমিল্লা ও নোয়াখালী অঞ্চলের দু/এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ বিদ্যুৎ চমকানো/বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এ ছাড়া দেশের অন্যত্র অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক

২-এর পাতায় দেখুন

তীব্র গরমে অতিষ্ঠ হয়ে দুরন্তপনায় শিশুরা। ছবিটি বুধবার চট্টগ্রামের চাকতাই কর্ণফুলী নদী থেকে তোলা।

## পৃথক সার্ভিস কমিশন গঠনের উদ্যোগ ইসির

**স্টাফ রিপোর্টার :** বাংলাদেশ ইলেকশন সার্ভিস কমিশন গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। এ সংক্রান্ত কমিটি গঠন করেছে সংস্থাটি। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ইসির অতিরিক্ত সচিব একেএম আলী নেওয়াজ। তিনি বলেন, পৃথক সার্ভিস কমিশন গঠনের জন্য একটি কমিটি গঠন হয়েছে। সেই কমিটি কাজ শুরু করেছে। নির্বাচনি সংস্কার কমিশনসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নির্বাচনে প্রশাসনের প্রভাব কমাতে নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তা নিয়োগে পৃথক সার্ভিস কমিশন গঠনের প্রস্তাব দিয়েছে। সে সকল প্রস্তাবের আলোকেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন ইসি কর্মকর্তারা। ইসির অতিরিক্ত

২-এর পাতায় দেখুন

# গণতান্ত্রিক অধিকার পুনরুদ্ধারে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে: মির্জা ফখরুল

**স্টাফ রিপোর্টার :** দেশের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার পুনরুদ্ধারে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে বলে জানিয়েছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি দলের চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার দ্রুত সুস্থতা এবং ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দীর্ঘায়ু কামনা করেন। বুধবার (২৩ এপ্রিল) দুপুরে গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে এক মতবিনিময় সভায় তিনি এ কথা বলেন। সভায় রংপুর মেডিকেল কলেজ (রমেক) হাসপাতালের সাবেক ও বর্তমান ছাত্রদলপন্থি চিকিৎসকদের ২০ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল অংশ নেয়। প্রতিনিধিদলে ছিলেন- ডা. তোজাম্মেল হক বকুল, অধ্যাপক ডা. খন্দকার জিয়াউল ইসলাম জিয়া, অধ্যাপক ডা. মাহামুদুল হক সরকার, অধ্যাপক ডা. শরিফুল ইসলাম মন্ডল, ডা. জিয়াউল হক, ডা. আবু মো. আহসান ফিরোজ, ডা. আশরাফুল ইসলাম ও ডা. মিজানুর রহমান শামীম প্রমুখ। সভায় বিএনপি মহাসচিব বলেন, ড্যাব (ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ) একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গসংগঠন। দেশের সব মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ড্যাবকে আরও শক্তিশালী, সুশৃঙ্খল ও জনকল্যাণকর করে গড়ে তুলতে হবে। এসময় উপস্থিত চিকিৎসক নেতারা বিএনপির চলমান রাজনৈতিক কর্মসূচির প্রতি তাদের দৃঢ় সমর্থন এবং ভবিষ্যতেও দলের যে কোনো নির্দেশনায় সক্রিয়ভাবে অংশ নেওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

## ৫ আগস্ট গভীর রাত পর্যন্ত সংসদ ভবনে লুকিয়ে ছিলেন শিরীন, পলকসহ ১২ জন

**স্টাফ রিপোর্টার :** আওয়ামী লীগ সরকার পতনের দিন গত বছরের ৫ আগস্ট সকাল থেকে রাত আড়াইটা পর্যন্ত স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী ও সাবেক আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলকসহ ১২ জন জাতীয় সংসদ ভবনের একটা কক্ষে লুকিয়ে ছিলেন। পরে সেনাবাহিনী তাদের উদ্ধার করে নিয়ে যান। গতকাল বুধবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে শুনানি চলাকালে এসব কথা বলেন পলক। শুনানিতে পলক দাবি করেন, তার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনা হয়েছে। বলেন, "আমাকে জেলগেটে জিজ্ঞাসাবাদ করা হোক।"শুনানি শেষে আদালত ভাটারা থানার হত্যা মামলায় তার দুই দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

# এখন আমদানিতে ঝুঁকবেন ব্যবসায়ীরা পেঁয়াজের দাম যৌক্তিক নাকি বেশি

**স্টাফ রিপোর্টার :** ঢাকার খুচরা বাজারে এখন প্রতি কেজি পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে ৫৫ থেকে ৬০ টাকায়। এক সপ্তাহের ব্যবধানে কেজিতে পেঁয়াজের দাম বেড়েছে ২০ টাকা পর্যন্ত। এর পরপরই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময় পেঁয়াজের দাম অস্বাভাবিক হারে বাড়ছে- এমন আলোচনাও হচ্ছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকার টানা সাড়ে ১৫ বছরের শাসনামলে বেশিরভাগ সময় পেঁয়াজের দাম নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। গত বছরও ভরা মৌসুমের এই সময় পেঁয়াজের দাম আরও ১৬ শতাংশ বেশি ছিল বলে তথ্য দিচ্ছে সরকারি সংস্থা ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি)। এছাড়া ক্ষমতা ছাড়ার আগে গত জুন-জুলাইয়ে পেঁয়াজের দাম ১২০ টাকায় ঠেকেছিল, যা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সরকার নিয়ন্ত্রণ করেছে। এছাড়া গত কয়েক বছরে দেশে বেশ কিছুবার পেঁয়াজের দাম অস্বাভাবিক হারে বেড়েছে। ২০১৯ সালে ঘাটতি দেখা দিলে কার্গো বিমানে জরুরিভিত্তিতে পেঁয়াজ আমদানি করতে হয়েছে। তবে ওই সময়ও সেসব পদক্ষেপে খুব বেশি সুফল আসেনি। ২৫০ টাকা কেজি দরে পেঁয়াজ কিনে খেতে হয়েছে মানুষকে। পেঁয়াজের

২-এর পাতায় দেখুন

## ঢাকা, সিটি ও আইডিয়াল কলেজ: কেন এত ঘনঘন সংঘর্ষ

**স্টাফ রিপোর্টার :** রাজধানীর অন্যতম ব্যস্ত ব্যবসায়িক এলাকায় দেড় কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থিত তিনটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান- ঢাকা, সিটি ও আইডিয়াল কলেজ। তিন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী ২০ থেকে ২৫ হাজার। কিন্তু এই তিনটি কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বছড়জুড়ে সংঘর্ষ-মারামারি যেন লেগেই থাকে। গত ৬ মাসে এ তিন কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ১২০ বার মারামারি-সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ বলছে, প্রতি মাসে ঢাকা কলেজ ৭ থেকে ৮টি, সিটি কলেজ ৬ থেকে ৭টি আর আইডিয়াল কলেজ ৫ থেকে ৬টি মারামারি ও সংঘর্ষে জড়াচ্ছে।

২-এর পাতায় দেখুন

# কুয়েটের ৩৭ শিক্ষার্থীর বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার

**খুলনা প্রতিনিধি :** খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুয়েট) ৩৭ শিক্ষার্থীর সাময়িক বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করা হয়েছে। বুধবার (২৩ এপ্রিল) বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।গত ১৮ ফেব্রুয়ারি কুয়েট ক্যাম্পাসে একটি দল বহিরাগত সন্ত্রাসীদের নিয়ে সাধারণ শিক্ষার্থীদের ওপর পরিকল্পিত ও বর্বর হামলা চালিয়ে ক্যাম্পাস রক্তাক্ত করে। শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে হামলার ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তথ্য ও দোষীদের পরিচয় থাকার পরও তারা সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত অপরাধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে পক্ষপাতমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ফলস্বরূপ প্রকৃত অপরাধীদের একটি বড় অংশ শাস্তির আওতার বাইরে থেকে যায় আর অনেক নির্দোষ শিক্ষার্থী অন্যায়ভাবে শাস্তির সম্মুখীন হন। এ দিকে খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুয়েট) শিক্ষার্থীদের দাবির বিষয়টি কয়েকদিনের মধ্যে সমাধান করা হবে বলে জানিয়েছেন শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. চৌধুরী রফিকুল আবরার। একইসঙ্গে তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা অপরাধ সংঘটিত করেছেন তাদের আইনের আওতায় আনা হবে। উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. চৌধুরী রফিকুল আবরার আরও বলেন, আইনের ঊর্ধ্বে কেউ নয়। আইন মেনেই

২-এর পাতায় দেখুন

## কারাগারে পাঠানো আওয়ামীপন্থি ৬১ আইনজীবীর হাইকোর্টে জামিন

**স্টাফ রিপোর্টার :** সরকারবিরোধী আন্দোলনের সময় আইনজীবীদের মারধর ও হত্যাচেষ্টার মামলায় আওয়ামীপন্থি ৬১ জন আইনজীবীকে জামিন দিয়েছেন হাইকোর্ট। গত মঙ্গলবার বিচারপতি আবু তাহের মোহাম্মদ সাইফুর রহমান ও বিচারপতি কাজী এবাদত হোসেনের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ এ জামিন আদেশ দেন। আদালতে রাষ্ট্রপক্ষে অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল আব্দুল জব্বার ভূইয়া ও আসামি পক্ষে আইনজীবী আজহারুল হক শুনানি করেন। পরে অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল আব্দুল জব্বার ভূইয়া বলেন, সুনির্দিষ্ট অভিযোগ না থাকায় ৬০-৬৫ জনকে

২-এর পাতায় দেখুন

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

# মানবিক বাংলাদেশ

ঢাকা বৃহস্পতিবার ॥ ২৪ এপ্রিল ২০২৫ ॥ ১১ বৈশাখ ১৪৩২ বাংলা

# গাজায় ইসরায়েলি হত্যাযজ্ঞ চলছেই প্রাণহানি ছাড়াল ৫১ হাজার ২৬০

**আন্তর্জাতিক ডেস্ক :** ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজায় ইসরায়েলের নির্বিচার হত্যাযজ্ঞ চলছেই। প্রতিদিনই দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে লাশের মিছিল। সবশেষ ২৪ ঘণ্টার আপডেট অনুযায়ী, আরও ৩২ নিরপরাধ ফিলিস্তিনির প্রাণ ঝরে গেছে দখলদার বাহিনীর হামলায়। এ নিয়ে অবরুদ্ধ উপত্যকাটিতে প্রাণহানির সংখ্যা ছাড়িয়ে গেছে ৫১ হাজার ২৬০। বুধবার (২৩ এপ্রিল) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে আল জাজিরা। সংবাদমাধ্যমটির প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইসরায়েলের সবশেষ ২৪ ঘণ্টার হামলায় আহত হয়েছেন আরও অর্ধশতাধিক ফিলিস্তিনি। এছাড়া, গত ১৮ মার্চ গাজায় নতুন করে ইসরায়েলি হামলা শুরু হওয়ার পর থেকে নিহত হয়েছেন কমপক্ষে ১৯০০ ফিলিস্তিনি। সংবাদমাধ্যমটি বলছে, ইসরায়েলি বাহিনী গাজায় বোমাবর্ষণ অব্যাহত রেখেছে এবং গাজা শহরের আল ডোরা পেডিয়াট্রিক হাসপাতালে আক্রমণ করেছে। এছাড়া মঙ্গলবার উপত্যকা জুড়ে কমপক্ষে ৩২ জন ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে ইসরায়েল। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বলছে, ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে ইসরায়েলের গণহত্যামূলক আগ্রাসনে ভূখণ্ডটিতে নিহতের সংখ্যা বেড়ে ৫১ হাজার ২৬৬ জনে পৌঁছেছে, যাদের বেশিরভাগই নারী ও শিশু। মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ইসরায়েলি আক্রমণে আহত হওয়া আরও ৬০ জনেরও বেশি মানুষকে গাজার বিভিন্ন হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। এর ফলে সংঘাতের শুরু থেকে আহতের সংখ্যা বেড়ে ১ লাখ ১৬ হাজার ৯৯১ জনে পৌঁছেছে। দীর্ঘ ১৫ মাস সামরিক আগ্রাসন জারি রাখার পর যুক্তরাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের চাপে গত ১৯ জানুয়ারি গাজায় যুদ্ধবিরতি টানতে সম্মত হয় ইসরায়েল। তারপর প্রায় দু'মাস গাজায় কম-বেশি শান্তি বজায় ছিল; কিন্তু গাজা থেকে সেনা প্রত্যাহারের প্রশ্নে হামাসের মতানৈক্যকে কেন্দ্র করে মার্চ মাসের তৃতীয় গত সপ্তাহ থেকে গাজায় ফের হামলা শুরু করে ইসরায়েল। ভূখণ্ডটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুসারে, গত ১৮ মার্চ থেকে গাজায় নতুন করে শুরু হওয়া ইসরায়েলি হামলায় এখন পর্যন্ত প্রায় ১ হাজার ৯০০ ফিলিস্তিনি নিহত এবং আরও ৪ হাজার ৯৫০ জন আহত হয়েছেন। চলতি বছরের জানুয়ারিতে কার্যকর হওয়া যুদ্ধবিরতি চুক্তি ভেঙে দিয়েছে ইসরায়েলের বর্বর এই হামলা।

## ঢাকায় আসছেন ইতালির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

**স্টাফ রিপোর্টার :** ইতালির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মাত্তেও পিয়ান্তেদোসি আগামী ৫-৬ মে দুই দিনের সফরে ঢাকা আসছেন। ঢাকা সফরে ইতালিতে নিয়মিত ও বৈধ অভিবাসন নিয়ে আলোচনা প্রাধান্য পাবে। ইতালির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ঢাকা সফরকালে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, পররাষ্ট্র উপদেষ্টা এম তৌহিদ হোসেনের সঙ্গে বৈঠক করবেন। এছাড়া তিনি প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বৈঠক করবেন বলেও আশা করা হচ্ছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে অবৈধভাবে দীর্ঘ দিন ধরে ইতালিতে পাড়ি দিচ্ছেন অনেক বাংলাদেশি নাগরিকরা। ইতালি যাওয়ার পথে ভূমধ্যসাগরে নৌকাডুবিতে অনেক বাংলাদেশি মারাও যাচ্ছেন। সে কারণে বাংলাদেশ থেকে বৈধপথে ইতালি যাওয়ার জন্য দেশটির পক্ষ থেকে তাগিদ দেওয়া হচ্ছে। ইতালির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সফরে নিয়মিত ও বৈধ অভিবাসন প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা হবে। এছাড়া ইতালিতে যাওয়ার জন্য বাংলাদেশের অনেক কর্মী ভিসা পেতে অপেক্ষায় রয়েছেন। তবে দীর্ঘদিন অপেক্ষা করার পরেও ভিসা পাচ্ছেন না। ইতালির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অনেক বাংলাদেশি ইতালি যাওয়ার জন্য যে ভিসা আবেদন করেছেন, সেখানে তারা ভুয়া নথিপত্র জমা দিয়েছেন। সে কারণে অধিকতর যাচাই বাছাই করার জন্য ভিসা দিতে দেরি হচ্ছে। তবে ইতালির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সফরে ভিসা ইস্যু নিয়ে আলোচনা উঠবে বলে আশা করা হচ্ছে। এর আগে ইতালির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ভাইস মিনিস্টার মারিয়া ত্রিপদী গত ১৮-

৭-এর পাতায় দেখুন

# দেশের সীমান্ত পুরো রক্ষিত আছে : স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

**চট্টগ্রাম প্রতিনিধি :** স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেছেন, আরাকান আর্মি ফাইট করছে অনেকদিন ধরে। এদের অনেকে এপারে বিয়ে করেছে, এটা অস্বীকার করার কিছু নেই। কিন্তু যে হারে ভিডিওতে আসছে বিষয়টা তা নয়। টিকটক ভিডিও অনেকভাবে করা যায়। সবটা যে সত্য তা না, আবার সবটা যে মিথ্যা তাও না। এটার ক্ষেত্রে আপনাকে ব্যালেন্স করতে হবে। বুধবার (২৩ এপ্রিল) চট্টগ্রামের সার্কিট হাউসে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে অনুষ্ঠিত ক্লোজডোর মিটিং শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্ট এসব কথা বলেন। এ সময় তিনি আরও বলেন, 'আরাকান ওই বর্ডারটা ডিফিকাল্ট বর্ডার। আমরা তো মিয়ানমারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখি। কিন্তু বর্ডারটা দখল করে আছে আরাকান আর্মি। এখন মিয়ানমার থেকে কিছু আমদানি-রপ্তানি করতে হলে মিয়ানমার সরকারকে ট্যাক্স দিতে হয়, আবার আরাকান আর্মিতে যারা আছে তারাও পয়সা নিচ্ছে। এখানে একটা সমস্যা আছে আপনাকে বুঝতে হবে। এটার সমাধানে চেষ্টা চলছে। আর আমাদের সীমান্ত পুরোপুরি রক্ষিত আছে।'

সম্প্রতি চট্টগ্রামের রাউজানে বেড়ে যাওয়া হত্যাকাণ্ড নিয়ে উপদেষ্টা বলেন, 'ফটিকছড়ি, রাউজান, পটিয়া ও সাতকানিয়া এলাকা হলো পাহাড় ও সমতল সংমিশ্রণ। এখানকার সমস্যা অন্যান্য এলাকার চেয়ে ডিফারেন্ট। আমরা এই ব্যাপারে আলাপ করছি, এখানে সন্ত্রাসীরা অপকর্ম করে পাহাড়ের দিকে চলে যায়। প্রকাশ্যে কেউ যদি করে থাকে আমি আপনাদের সামনে বলে গেলাম আইনানুযায়ী তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'যৌথবাহিনীর অভিযান নিয়ে প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'যৌথবাহিনীর অভিযান কোনো অবস্থায় কমেনি। বরং আপনাদের সাহায্য সহযোগিতার জন্য আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নতি হয়েছে।'

## তিউনিসিয়ায় আটকে পড়েছেন ৩২ বাংলাদেশি

**স্টাফ রিপোর্টার :** তিউনিসিয়ার বিভিন্ন শহরে ৩২ জন বাংলাদেশি আটকে পড়েছেন। এদেরকে দ্রুত দেশে ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগ নিয়েছে ত্রিপলীর বাংলাদেশ দূতাবাস। গত মঙ্গলবার ত্রিপলির বাংলাদেশ জানিয়েছে, দূতাবাস থেকে তিউনিসিয়ার বিভিন্ন শহরে আটকে পড়া ৩২ জন বাংলাদেশির পরিচয় নিশ্চিত করে তাদের নামে ট্রাভেল পারমিট ইস্যু করা করা হয়েছে। তাদের আউটপাসগুলো আইওএম তিউনিসিয়ার কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। ইতোমধ্যে দূতাবাসের প্রতিনিধি তাদের সাথে সাক্ষাৎ করে গতকাল বুধবার ২১ জনকে প্রাথমিকভাবে দেশে পাঠানোর বিষয়ে আশ্বস্ত করেছে। অবশিষ্টদের দ্রুত সময়ের মধ্যে দেশে ফেরত পাঠানোর সব প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এ ছাড়া দূতাবাস থেকে জানবুদা শহরে আটক দুইজন বাংলাদেশিকে ২২ এপ্রিল স্থানীয় আদালতে প্রয়োজনীয় আইনি সহায়তা দেওয়া হয়েছে এবং আশা করা হচ্ছে, তারা অচিরেই মুক্তি পাবেন।

# অর্থপাচারকারী ৭০ ভিআইপিকে শনাক্ত করেছে দুদক

**স্টাফ রিপোর্টার :** বাংলাদেশ থেকে অর্থপাচার করে গোল্ডেন ভিসায় দুবাইয়ে সম্পদের পাহাড় গড়েছেন ৪৫৯ বাংলাদেশি। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক প্রতিষ্ঠান 'সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড ডিফেন্স স্টাডিজ' এবং ইউরোপীয় সংগঠন 'ইইউ ট্যাক্স অবজারভেটরি'র তথ্য অনুযায়ী, ২০২০ সাল পর্যন্ত এই ৪৫৯ জন বাংলাদেশির নামে দুবাইয়ে ক্রয় করা ৯৭২টি প্রপার্টির কাগজে-কলমে মূল্য ৩১ কোটি ৩০ লাখ ডলার। চাঞ্চল্যকর এই তথ্যের ভিত্তিতে অনুসন্ধানে নেমে এরইমধ্যে ৭০ জন প্রভাবশালী ব্যক্তিকে চিহ্নিত করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। আওয়ামী লীগ সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী ও রাজনৈতিক ব্যক্তিদের নামও রয়েছে এ তালিকায়। ইতোমধ্যে তাদের কর শনাক্তকরণ নম্বরসহ সংশ্লিষ্ট নথিপত্র চেয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) কাছে চিঠি পাঠিয়েছে দুদক। চিঠিতে এনবিআর চেয়ারম্যানকে তালিকাভুক্ত ব্যক্তিদের ই-টিআইএন, আয়কর রিটার্নসহ সব প্রাসঙ্গিক তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে।সম্প্রতি দুদকের উপপরিচালক ও প্রধান তদন্ত কর্মকর্তা রাম প্রসাদ মন্ডল স্বাক্ষরিত চিঠির সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে। এ বিষয়ে দুদক মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন গণমাধ্যমকে বলেন, দুদকের অনুসন্ধান প্রক্রিয়ায় অনুসন্ধান কর্মকর্তা তার প্রয়োজনে যেকোনো নথিপত্র তলব করতে পারেন। সেটা সম্পূর্ণ তার এখতিয়ার। দালিলিক প্রমাণের ভিত্তিতেই পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ নেবে কমিশন। চিঠিতে সুইস ব্যাংকসহ বিভিন্ন বিদেশি ব্যাংকের মাধ্যমে পাচার করা অর্থের মাধ্যমে দুবাইয়ে সম্পত্তিগুলো কেনা হয়েছে বলে তথ্য যোগ করা হয়েছে। সন্দেহভাজন ৭০ বাংলাদেশির মধ্যে রয়েছেন আহসানুল করীম, আনজুমান আরা শহীদ, হেফজুল বারী মোহাম্মদ ইকবাল, হুমায়রা সেলিম, জুরান চন্দ্র ভৌমিক, মো. রাব্বী খান, মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা, মোহাম্মদ অলিউর রহমান, এস এ খান ইখতেখারুজ্জামান, সাইফুজ্জামান চৌধুরী, সৈয়দ ফাহিম আহমেদ, সৈয়দ হাসনাইন, সৈয়দ মাহমুদুল হক, সৈয়দ রুহুল হক, গোলাম মোহাম্মদ ভূঁইয়া, হাজী মোস্তফা ভূঁইয়া, মনজ কান্তি পাল, মো. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী, মো. মাহবুবুল হক সরকার, মো. সেলিম রেজা, মোহাম্মদ ইলিয়াস বজলুর রহমান,

৭-এর পাতায় দেখুন

## কাঠগড়ায় কাঁদলেন ব্যারিস্টার তুরিন আফরোজ দেখালেন নির্যাতনের চিহ্ন

**স্টাফ রিপোর্টার :** আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে কাঁদলেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের সাবেক প্রসিকিউটর ব্যারিস্টার তুরিন আফরোজ। গতকাল বুধবার সকালে রাজধানীর উত্তরা পশ্চিম থানার সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় তাকে গ্রেপ্তার দেখানোর শুনানিকালে তাকে কাঁদতে দেখা যায়। সিএমএম আদালতের হাজতখানা থেকে এজলাসে নেওয়ার সময় হাস্যোজ্জ্বল দেখা যায় তুরিন আফরোজকে। তবে এজলাসে প্রবেশ করে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে তিনি কাঁদতে থাকেন। এ সময় সাবেক তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনুসহ কয়েকজন তাকে সান্ত্বনা দেন। শুনানিকালে আসামিপক্ষের আইনজীবী বলেন, তুরিন আফরোজকে নির্যাতন করা হয়েছে। তিনি কিছু কথা বলবেন। বিচারক অনুমতি দিলে তুরিন আফরোজ বলেন, আমি আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। আমি ন্যায়বিচার চাই।

৭-এর পাতায় দেখুন

## নির্বাচন দ্রুত দেওয়ার লক্ষণ দেখি না: মির্জা আব্বাস

**স্টাফ রিপোর্টার :** বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস বলেছেন, জনগণের প্রত্যাশা অনুযায়ী এই নির্বাচন কমিশন নির্বাচন দেবে। ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, নির্বাচন ডিসেম্বর না হলেও জুনের মধ্যে হবে। এই কথাটাই আমাদের, বিব্রতকর অবস্থায় ফেলেছে। একবার বললেন ডিসেম্বর, আবার বললেন জুনের কথা। ভোট ডিসেম্বরে প্রধান উপদেষ্টা এটা বলার পরপরই, আরেকজন বললেন ভোট জুনে হবে। সম্ভবত নির্বাচন খুব তাড়াতাড়ি তারা করবেন না। নির্বাচন দ্রুত দেওয়ার কোনও লক্ষণ আমি দেখি না। বুধবার (২৩ এপ্রিল) জাতীয় প্রেসক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে গণতন্ত্র ফোরামের উদ্যোগে আয়োজিত 'বর্তমান প্রেক্ষাপটে গণতন্ত্র, সংস্কার ও বাস্তবতা' শীর্ষক আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন। মির্জা আব্বাস বলেন, কয়েকটা দল বলা শুরু করেছে, এটা না হলে নির্বাচন হবে না, ওইটা না হলে নির্বাচন হবে না। যদি এগুলো বলতে থাকে, তাহলে নির্বাচন কেমনে হবে! কেউ কেউ আবার বলেই ফেলেছেন, আমরা নির্বাচনে যাবো না। কয়েকদিন আগে হলে, আপনারা নির্বাচনে গেলেই

৭-এর পাতায় দেখুন

## বাংলাদেশকে ১০০ মিলিয়ন ডলার বাজেট সহায়তা দেবে ওপেক ফান্ড

**স্টাফ রিপোর্টার :** বাংলাদেশ সরকারকে ১০০ মিলিয়ন ডলার বাজেট সহায়তা দিচ্ছে ওপেক ফান্ড ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ওএফআইডি)। 'স্ট্রেংথেনিং ইকোনমিক ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড গভর্নেন্স প্রোগ্রাম'-এর আওতায় এই ঋণচুক্তি সই হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে অনুষ্ঠিত এই চুক্তিতে বাংলাদেশের পক্ষে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি)-এর সচিব মো. শহরিয়ার কাদের সিদ্দিকী এবং ওএফআইডি-এর প্রেসিডেন্ট আব্দুল হামিদ আলখালিফা সই করেন। ইআরডির এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, এই ঋণ বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক খাত সংস্কারে সহায়ক হবে। ঋণটির সুদের হার বছরে ছয় মাস মেয়াদি ইউরিবর (উটজওইঞ্জ) প্লাস ১ দশমিক ২০ শতাংশ। এছাড়াও, উত্তোলন না করা অর্থের

৭-এর পাতায় দেখুন

## ভারতীয় দূতাবাস অভিমুখে খেলাফত মজলিসের গণমিছিল

**স্টাফ রিপোর্টার :** ভারতের সংসদে পাস হওয়া বিতর্কিত ওয়াকফ বিল বাতিল ও মুসলিম নিধন বন্ধের দাবিতে ভারতীয় দূতাবাস অভিমুখে গণমিছিল নিয়ে রওনা হয়েছে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস। বুধবার (২৩ এপ্রিল) দুপুর ২টা ২৩ মিনিটে জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের উত্তর পাদদেশ থেকে এ মিছিল শুরু হয়। মিছিলটির নেতৃত্বে আছেন খেলাফত মজলিসের আমির মাওলানা মামুনুল হক। সেখানে উপস্থিত আছেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের সিনিয়র নায়েবে আমির, নায়েবে আমির, মহাসচিবসহ অন্যান্য নেতারা। এছাড়া, দলটির হাজারো সমর্থক অংশ নিয়েছেন এতে। এর আগে, গণমিছিলের ডাক দিয়ে বিতরণ করা লিফলেটে খেলাফত মজলিস জানিয়েছে, আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে প্রায় ২৫ কোটি মুসলমানের বসবাস।

৭-এর পাতায় দেখুন

বুধবার বায়তুল মোকাররম মসজিদের উত্তর গেটে বিক্ষোভ সমাবেশে খেলাফত মজলিসের নেতা-কর্মীরা।

## রাজনৈতিক দল নিবন্ধনে সময় বাড়লো

**স্টাফ রিপোর্টার :** রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের আবেদন জমা দেওয়ার সময়সীমা বাড়িয়েছে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন (ইসি)। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, নিবন্ধনের আবেদনপত্র জমা দেওয়ার সর্বশেষ সময়সীমা ২২ জুন পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে। গতকাল বুধবার এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের পক্ষ থেকে একটি গণবিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। এতে বলা হয়েছে, নিবন্ধনের জন্য আবেদন করতে আগ্রহী রাজনৈতিক দলগুলোকে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর অনুচ্ছেদ ৯০ক এবং রাজনৈতিক দল নিবন্ধন বিধিমালা, ২০০৮ এর শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে নির্ধারিত ফরম-১ পূরণ করে আবেদন করতে হবে। তবে কমিশনের পক্ষ থেকে স্পষ্ট করা হয়েছে, আগের গণবিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত সব শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে। ইসি সূত্রে জানা গেছে, ১০ মার্চ প্রকাশিত গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নিবন্ধনের জন্য

৭-এর পাতায় দেখুন

# জুলাই-আগস্ট আন্দোলনের মামলার আসামি গ্রেপ্তারে ডিএমপির পূর্বানুমতি সংক্রান্ত সার্কুলার স্থগিত

**স্টাফ রিপোর্টার :** জুলাই-আগস্টের আন্দোলনকে কেন্দ্র করে দায়ের করা মামলায় আসামিদের গ্রেপ্তারে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি নিতে হবে বলে ডিএমপি কমিশনারের পক্ষে স্বাক্ষরিত অফিস আদেশের কার্যকারিতা তিন মাসের জন্য স্থগিত করেছেন হাইকোর্ট। একইসঙ্গে ঢাকা মহানগর পুলিশের ওই নির্দেশনা কেন 'বেআইনি' ঘোষণা করা হবে না, তা জানতে চেয়ে আদালত রুল জারি করেছেন। এ সংক্রান্ত রিটের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে গতকাল বুধবার বিচারপতি ফাতেমা নজীব এবং বিচারপতি শিকদার মাহমুদুর রাজীর সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দেন। রিটকারীর পক্ষে আদালতে শুনানি করেন ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজল। শুনানি শেষে সংবাদমাধ্যমে তিনি এসব তথ্য জানান। জুলাই-আগস্ট আন্দোলনের মামলার আসামি গ্রেপ্তারে ডিএমপির পূর্বানুমতি সংক্রান্ত সার্কুলার স্থগিত ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজল বলেন, 'দেশ ও জাতির স্বার্থে এই মামলায় বিনা পয়সায় লড়েছি। মূলত পূর্বানুমতি ছাড়া পুলিশ এজাহারনামীয় আসামি, এমনকি তদন্তে প্রাপ্ত আসামিও গ্রেপ্তার করতে পারবেন না বলে যে আদেশ, এটি 'সর্ষের ভেতরে ভূত রয়েছে' বলে আমরা মনে করি।

এক্ষেত্রে যেকোনো নাগরিকের হয়রানি হওয়ার সুযোগ রয়েছে।' কোনো বিশেষ পক্ষকে সুবিধা দিতে এ আদেশ জারি করা হয়েছিল কিনা- সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, 'খোলা চোখে মনে করলে মনে হয় কিছু নিরপেক্ষ মানুষকে রক্ষা করতে এই আদেশ। তবে আমি মনে করি তা নয়। কারণ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিতে যে বাধ্য-বাধকতা, এর মাধ্যমে বরং নিরপরাধ নাগরিকদের প্রকারন্তরে ওই উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কাছে ঠেলে দেওয়ার একটা প্রবণতা হতে পারে।' এই আইনজীবী বলেন, 'দেশে প্রচলিত যে বিচারিক প্রক্রিয়া, যেমন- পেনাল কোড, সিআরপিসি, সংবিধান এবং পুলিশ রেগুলেশন্স অব বেঙ্গলে

৭-এর পাতায় দেখুন

### দ্য ইকোনমিস্টের প্রতিবেদন

## কাশ্মীরে হামলা: ভারত-পাকিস্তান ফের সংঘাতের আশঙ্কা

**আন্তর্জাতিক ডেস্ক :** কাশ্মীরের পাহাড়ঘেরা উপত্যকা পহেলগাম দীর্ঘদিন ধরেই পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় স্থান। 'মিনি-সুইজারল্যান্ড' খ্যাত এই এলাকা সম্প্রতি আরও জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। কারণ ভারত সরকার দাবি করেছিল, ওই অঞ্চলে সন্ত্রাসী সহিংসতা কমে এসেছে। কিন্তু ২২ এপ্রিল সেখানে এক মর্মান্তিক হামলায় অন্তত ২০ জন নিহত এবং আরও বহু মানুষ আহত হয়েছেন। অজ্ঞাত বন্দুকধারীরা পর্যটকদের ওপর গুলি চালায় বলে জানা গেছে। এটি ২০১৯ সালের পর কাশ্মীরে সবচেয়ে প্রাণঘাতী সন্ত্রাসী হামলা। হামলার দায় স্বীকার করেছে 'রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট' নামে একটি গোষ্ঠী। তারা দাবি করেছে, অঞ্চলটিতে ৮৫ হাজার বহিরাগত বসতির প্রতিবাদে এই হামলা চালানো হয়েছে। তবে ভারতের পুলিশ বলছে, ভারতীয় শাসনের বিরোধী সন্ত্রাসীরা এই হামলার পেছনে রয়েছে। ভারতের সাবেক সামরিক ও গোয়েন্দা কর্মকর্তারা অভিযোগ করেছেন, পাকিস্তানের সেনাবাহিনী এই হামলার নেপথ্যে রয়েছে এবং এর বিরুদ্ধে দৃঢ় ও দ্রুত জবাব চেয়েছেন তারা। উল্লেখ্য, ২০১৯ সালে সন্ত্রাসী হামলায় ৪০ জন ভারতীয় আধাসামরিক বাহিনীর সদস্য নিহত হওয়ার পর ভারত পাকিস্তানে বিমান হামলা চালিয়েছিল। এর জবাবে পাকিস্তানও পাল্টা আক্রমণ করেছিল। তখন ভারতীয় একটি যুদ্ধবিমান পাকিস্তানে বিধ্বস্ত হয় এবং পাইলটকে পরে ভারতের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। ভারত-পাকিস্তান দ্বন্দ্ব কাশ্মীরের পরিস্থিতি স্থিতিশীল বলে ভারত সরকার যে দাবি করে আসছিল, এই হামলা সেটিকে বড় ধরনের ধাক্কা দিলো। ১৯৮৯ সাল থেকে শুরু হওয়া ভারতবিরোধী সশস্ত্র বিদ্রোহে এ পর্যন্ত কয়েক হাজার মানুষ নিহত হয়েছেন। ২০১৯ সালে কাশ্মীরের স্বায়ত্তশাসন বাতিল করার পর কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত হয় জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখ। এই সিদ্ধান্তের ফলে বহিরাগতরা এলাকায় জমি কেনা ও চাকরি পাওয়ার সুযোগ পেয়েছে, পর্যটনও বেড়েছে; তবে পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্কে চরম অবনতি ঘটে। সম্প্রতি এক ভাষণে

৭-এর পাতায় দেখুন

## ভারতে জম্মু-কাশ্মীরে বন্দুক হামলা, ২৬ পর্যটক নিহত

**আন্তর্জাতিক ডেস্ক :** ভরতের জম্মু-কাশ্মীরের পেহেলগামে বন্দুক হামলায় ২৬ জন পর্যটক নিহত হয়েছেন। এতে আহত হয়েছেন আরও অনেকে। মঙ্গলবার (২২ এপ্রিল) সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, যেখানে হামলা হয়েছে সেটি একটি বিস্তৃত তৃণভূমি। ওই স্থানটিতে শুধু ঘোড়া অথবা হেঁটে যাওয়া যায়। মঙ্গলবার সকালে সেখানে পর্যটকদের একটি দল গিয়েছিল। ওই সময় তাদের ওপর হামলা হয়। এ বিষয়ে জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহ জানিয়েছেন, নিহতের সংখ্যা এখনও নিরূপণ করা হচ্ছে। বেসামরিকদের ওপর এখন পর্যন্ত আমরা যেসব হামলা দেখেছি সেগুলোর তুলনায় এটি অনেক বড়। এ ঘটনার পর ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে ফোনে কথা বলেন এবং তাকে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন। এরপর ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের রাজধানী

৭-এর পাতায় দেখুন

## কুয়েট ভিসির পদত্যাগ দাবিতে বিভিন্ন ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ-অনশন

**স্টাফ রিপোর্টার :** খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুয়েট) শিক্ষার্থীদের চলমান আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানিয়ে উপাচার্য মুহাম্মদ মাছুদের পদত্যাগ দাবিতে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অনশন ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করছেন শিক্ষার্থীরা। বুধবার (২৩ এপ্রিল) সকাল থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এসব কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে। খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়: কুয়েটে অনশনরত শিক্ষার্থীদের তদন্ত কমিটির ওপর আস্থা রেখে অনশন কর্মসূচি থেকে সরে আসার অনুরোধ করেন শিক্ষা উপদেষ্টা সি আর আবরার। তবে উপাচার্যের পদত্যাগ ছাড়া আমরণ অনশন কর্মসূচি থেকে শিক্ষার্থীরা সরে আসবেন না বলে জানিয়েছেন। আজ সকাল পৌনে ১০টার দিকে শিক্ষা উপদেষ্টা কুয়েট ক্যাম্পাসে যান। তিনি অনশনরত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনা করেন এবং অনশন ভাঙতে অনুরোধ করেন। তবে ভিসির পদত্যাগ না হওয়া পর্যন্ত অনশন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন শিক্ষার্থীরা। শিক্ষা উপদেষ্টার সঙ্গে আলোচনার পরপরই আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল বের করেন। সেখানে তাঁরা উপাচার্যের পদত্যাগের এক দফা দাবিতে স্লোগান দিতে থাকেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: কুয়েট শিক্ষার্থীদের প্রতি সংহতি প্রকাশ করে এবং উপাচার্যের পদত্যাগের দাবিতে ২০ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে অনশন পালন করছেন বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) শাখার নেতাকর্মীরা। অনশনের একপর্যায়ে প্রচণ্ড রোদে অসুস্থ হয়ে পড়েন সংগঠনটির কেন্দ্রীয় যুগ্ম আহ্বায়ক মোফাজ্জল হোসেন সাদাত। হিট স্ট্রোক করলে তাকে দ্রুত ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদের ঢাবি শাখার মুখ্য সংগঠক হাসিব আল ইসলাম বলেন, "কুয়েটের উপাচার্যের পদত্যাগ নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত আমরা রাজপথ ছাড়ব না।"জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়: কুয়েট উপাচার্য মুহাম্মদ মাছুদের অপসারণের দাবিতে আমরণ অনশনে বসেছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) শিক্ষার্থীরা। এসময় বিভিন্ন

৭-এর পাতায় দেখুন

## শাজাহান খান, আতিক ও সৈকত আবারও রিমান্ডে

**স্টাফ রিপোর্টার :** বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সময় রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে মাদ্রাসাছাত্র মো. আরিফ হত্যার মামলায় সাবেক নৌপরিবহনমন্ত্রী শাজাহান খানকে একদিন, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র আতিকুল ইসলাম ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক তানভীর হাসান সৈকতের দুই দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। গতকাল বুধবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা যাত্রাবাড়ী থানার সাব-ইন্সপেক্টর মাহমুদুল হাসান তাদের আদালতে হাজির করে প্রত্যেকের সাতদিনের রিমান্ড চেয়ে আবেদন করেন। অন্যদিকে আসামিদের রিমান্ড বাতিল ও জামিন চেয়ে আবেদন করেন আসামিপক্ষের আইনজীবীরা। উভয়পক্ষের শুনানি শেষে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. মাহবুবুর রহমান শাজাহান খানের একদিন এবং আতিকুল ও সৈকতের দুই দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। মামলার অভিযোগ থেকে জানা যায়,

৭-এর পাতায় দেখুন

## টানা ৮ কার্যদিবস পুঁজিবাজারে সূচকের পতন

**স্টাফ রিপোর্টার :** সপ্তাহের চতুর্থ কার্যদিবস গতকাল বুধবারও (২৩ এপ্রিল) পুঁজিবাজারে সূচকের পতনের মধ্যে দিয়ে লেনদেন শেষ হয়েছে। এদিন দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) ও অপর বাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) লেনদেন কমেছে। এনিয়ে গত ১৩ এপ্রিল থেকে টানা আট কার্যদিবস পুঁজিবাজারে সূচকের দরপতন হলো। ডিএসই ও সিএসই সূত্রে এতথ্য জানা গেছে। বাজার বিশ্লেষণে দেখা যায়, বুধবার

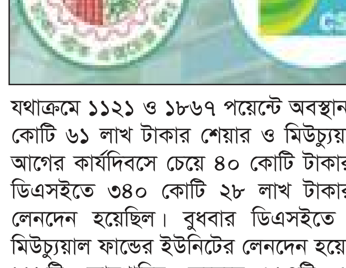

ডিএসই প্রধান মূল্যসূচক ডিএসইএক্স ৪ পয়েন্ট কমে ৫ হাজার ২২ পয়েন্টে অবস্থান করছে। অন্য দুই সূচকের মধ্যে শরিয়াহ সূচক ১ পয়েন্ট কমে এবং ডিএসই-৩০ সূচক ৭ পয়েন্ট বেড়ে যথাক্রমে ১১২১ ও ১৮৬৭ পয়েন্টে অবস্থান করছে। এদিন ডিএসইতে ৩০০ কোটি ৬১ লাখ টাকার শেয়ার ও মিউচ্যুয়াল ফান্ডের লেনদেন হয়েছে। যা আগের কার্যদিবসে চেয়ে ৪০ কোটি টাকার লেনদেন কমেছে। আগের দিন ডিএসইতে ৩৪০ কোটি ২৮ লাখ টাকার শেয়ার ও মিউচ্যুয়াল ফান্ডের লেনদেন হয়েছিল। বুধবার ডিএসইতে ৩৯৫টি কোম্পানির শেয়ার ও মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিটের লেনদেন হয়েছে। এগুলোর মধ্যে দাম বেড়েছে ১১৯টি কোম্পানির, কমেছে ২১৪টি এবং অপরিবর্তিত রয়েছে ৬২টি কোম্পানির শেয়ার ও মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিটের দর। এদিন লেনদেনের শীর্ষে থাকা ১০ প্রতিষ্ঠান হলোঃ শাহজিবাজার পাওয়ার, বিএসসি, মিডল্যান্ড ব্যাংক, শাইনপুকুর সিরামিক, আলিফ ইন্ডাস্ট্রি,

৭-এর পাতায় দেখুন

**সম্পাদক ও প্রকাশক :** মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
**ফোন :** ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, **ই-মেইল :** news.manabikbangladesh@gmail.com, **ওয়েবসাইট :** www.manabikbangladesh.com.

## ঢাকা, সিটি ও আইডিয়াল কলেজ:

শিক্ষার্থীদের মধ্যে হাতাহাতি-মারামারি থেকে মাঝে মাঝেই রণক্ষেত্রে রূপ নিচ্ছে মিরপুর সড়কের নিউমার্কেট মোড় থেকে সায়েন্সল্যাব মোড় পর্যন্ত। কখনও কখনও ছড়িয়ে পড়ছে সড়কের দুই পাশের গলিতেও। কোনোভাবেই এ থেকে তাদের নিবৃত্ত করা যাচ্ছে না। মানুষের কৌতূহল, কী নিয়ে তাদের মধ্যে এত ঘনঘন সংঘর্ষের ঘটনা ঘটছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ইগো ও হিরোইজম থেকে এসব সংঘাতের সূত্রপাত। শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা বলেন, গুটিকয়েক উচ্ছৃঙ্খল ছাত্রের জন্য সুনাম ক্ষুণ্ণ হচ্ছে তিন কলেজেরই। একাধিক সংঘর্ষ পর্যালোচনা করে দেখা গেছে এসব এলকায় বিভিন্ন কোচিং সেন্টারে পড়ালেখা করে এই তিন কলেজের শিক্ষার্থীরা। সেখানে কথাকাটি, চায়ের দোকানে বসা নিয়ে দ্বন্দ্ব, প্রেমঘটিত বিষয় ও সামাজিকমাধ্যমে মন্তব্যের মতো বিষয়গুলো সংঘাতের নেপথ্যের কারণ। এসব ঘটনায় নিরাপত্তাহীনতায় তিন কলেজ এলাকার বাসিন্দারাও। ক্ষতির মুখে ব্যবসায়ীরা। কলেজ কর্তৃপক্ষ বলছে, জড়িতদের টিসি দেওয়ার পাশাপাশি এ তিন কলেজে যাতে ভর্তি না হতে পারে সে-ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। আর পুলিশ বলছে, সংঘর্ষ হলেই এখন থেকে মামলা করা হবে। সংঘর্ষ থামাতে সরকারকে উদ্যোগী হওয়ার পরামর্শ দিয়ে বিশেষজ্ঞরা জানান, দায়বদ্ধতা আছে অভিভাবকদেরও। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক মো. মজিবুর রহমান বলেন, এই তিন কলেজের বিষয়টি এখন তিক্ততার পর্যায়ে চলে গেছে। প্রধান দায়টা হলো সরকারের। যারা এখন ক্ষমতায় আছে, যাদের কাজ এখন আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ করা, সাধারণ জনগণকে নিরাপত্তা দেয়ার। কলেজ কর্তৃপক্ষ বলছে, শিক্ষার্থীদের মারামারি বন্ধে তিন কলেজ মিলে কমিটি গঠন করে নিয়মিত টহল দেওয়া হচ্ছে। তদন্তে দোষী হলে নেওয়া হচ্ছে কঠোর ব্যবস্থাও। ঢাকা কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক পারভীন সুলতানা হায়দার বলেন, প্রতিটি ক্লাশে ক্লাশে গিয়ে তাদের বোঝানো হয়েছে। তাদের বোঝানো হয়েছে যে, তোমরা মারামারি-বিবাদ এসবের মধ্যে জড়িও না। তোমরা তোমাদের নিরাপদ রাখো এবং নিজেদের ভবিষ্যৎ গড়ার চেষ্টা করো, বাবা-মাকে স্বস্তিতে রাখো এবং দেশবাসীকেও। আইডিয়াল কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ অধ্যাপক মুহাম্মদ রেযওয়ানুল হক বলেন, সংঘর্ষে জড়িত প্রমাণ হলেই শিক্ষার্থীকে আমরা সরাসরি টিসি দিয়ে দিচ্ছি। একটা সমস্যা হলো ধরুন সিটি কলেজ থেকে কাউকে টিসি দেয়া হলো, সে গিয়ে আইডিয়ালে ভর্তি হচ্ছে, আবার আইডিয়াল থেকে টিসি দেয়া হচ্ছে সে গিয়ে অন্য কলেজে ভর্তি হচ্ছে। এ শিক্ষার্থীরা কিন্তু এ এলাকার মধ্যে থাকছে। এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা বসতে যাচ্ছি। এ ৫ কলেজের মধ্যে কোনো ছাত্রকে টিসি দেয়া হয়, তাহলে তাকে কেউ এ ৫ কলেজের মধ্যে তাকে ভর্তি নেবে না। সিটি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ অধ্যাপক এফএম মোবারক হোসেন বলেন, ঢাকা ও আইডিয়াল কলেজের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। যৌথভাবে মহড়া দেয়া হচ্ছে এবং একটি টিমও গঠন করা হয়েছে। তারাও দায়িত্ব পালন করছে।

## কারাগারে পাঠানো আওয়ামীপন্থি ৬১

হাইকোর্ট জামিন দিয়েছেন। তাদের জামিনের বিরুদ্ধে চেম্বারে আদালতে যাওয়া হবে কি না পরে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এর আগে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সময় ঢাকা আইনজীবী সমিতির সদস্যদের ওপর হামলা, আইনজীবীদের চেম্বার ভাঙচুর ও হত্যাচেষ্টার অভিযোগে আওয়ামী লীগপন্থি ১৪৪ আইনজীবীর বিরুদ্ধে মামলা করা হয়। পরে ১১৫ আইনজীবী উচ্চ আদালত থেকে ৮ সপ্তাহের জামিন নেন। জামিনের মেয়াদ শেষ হলে গত ৬ এপ্রিল ৮৩ জন ঢাকা মহানগর আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিনের আবেদন করেন। আদালত ঢাকা আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি আবু সাঈদ সাগর ও ১৮ নারী আইনজীবীর জামিন মঞ্জুর করেন। তিন জন পালিয়ে যাওয়ায় ৬১ জনকে কারাগারে পাঠানো হয়।

## কুয়েটের ৩৭ শিক্ষার্থীর

সবকিছু করার চেষ্টা করা হবে। শিক্ষার্থীদের স্বাভাবিক পরিবেশে ফিরে আসতে হবে। ছাত্রদের বহিষ্কার আদেশ ও মামলা তুলে নেওয়ার আশ্বাস দিয়ে তিনি বলেন, শিক্ষার্থীদের দাবির বিষয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। প্রতিবেদন পাওয়ার পর তা অচিরেই বাস্তবায়িত হবে। এ সময় খুলনার বিভাগীয় কমিশনার মো. ফিরোজ সরকার, জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন। গত ১৮ ফেব্রুয়ারি ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধের দাবি নিয়ে দ্বন্দ্বের জেরে কুয়েটে শিক্ষার্থীদের মধ্য সংঘর্ষ হয়। এতে অনেকে আহত হন। এ ঘটনায় ২৫ ফেব্রুয়ারি সিন্ডিকেট সভায় অনির্দিষ্টকালের জন্য একাডেমিক কার্যক্রম ও হল বন্ধ ঘোষণা করা হয়। তবে, কর্তৃপক্ষের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে ১৩ এপ্রিল বন্ধ থাকা কুয়েট ক্যাম্পাসে প্রবেশ করেন শিক্ষার্থীরা। এ অবস্থার মধ্যে ১৪ এপ্রিল রাতে জরুরি সিন্ডিকেট সভা করে সহিংসতার ঘটনায় ৩৭ শিক্ষার্থীকে সাময়িক বহিষ্কার করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এছাড়া বন্ধ থাকা শিক্ষা কার্যক্রম ৪ মে ও আবাসিক হলগুলো ২ মে খোলার ঘোষণা দেওয়া হয়। এ সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করে রাতেই প্রশাসনিক ভবনের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন শিক্ষার্থীরা। পরদিন দুপুরে একের পর এক হলের তালা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করেন তারা। সেই সঙ্গে উপাচার্যকে অপসারণের এক দফা দাবিতে আন্দোলন শুরু করেন। ২১ এপ্রিল থেকে আমরণ অনশন শুরু করেন আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা।

## ড. ইউনূসের নামে দুদকের মামলা

পারে না। এর আগে অভিযোগ গঠনের বৈধতা এবং মামলার কার্যধারা বাতিল চেয়ে আবেদন খারিজ করে হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আপিলের ওপর শুনানি শেষে গত ১৯ মার্চ আপিল বিভাগ রায়ের জন্য ২৩ এপ্রিল দিন ঠিক করেছিলেন। আদালতে আবেদনের পক্ষে ছিলেন আইনজীবী ব্যারিস্টার আব্দুল্লাহ আল মামুন। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন অ্যাটর্নি জেনারেলে মো. আসাদুজ্জামান। দুদকের পক্ষে ছিলেন আইনজীবী আসিফ হাসান। এর আগে ২০২৪ সালের ২১ অক্টোবর আপিলের অনুমতি দিয়েছিলেন আপিল বিভাগ। দুদকের উপ-পরিচালক গুলশান আনোয়ার প্রধান বাদী হয়ে ২০২৩ সালের ৩০ মে মামলাটি দায়ের করেন। তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়, আসামিরা ২৫ কোটি ২২ লাখ টাকা আত্মসাৎ করেছেন। অবৈধভাবে অর্থ হস্তান্তর করা হয়েছে, যা মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে অপরাধ। গত বছরের ১২ জুন ওই মামলায় অধ্যাপক ইউনূসসহ ১৪ জনের নামে অভিযোগ গঠন করে ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৪ এর বিচারক সৈয়দ আরাফাত হোসেন। এ অবস্থায় অভিযোগ গঠনের বৈধতা নিয়ে মামলার কার্যক্রম বাতিল চেয়ে অধ্যাপক ইউনূসসহ সাতজন হাইকোর্টে আবেদন করেন। আবেদনের ওপর গত বছরের ১১ জুলাই শুনানি শেষ হয়। পরে গত ২৪ জুলাই বিচারপতি মো. নজরুল ইসলাম তালুকদার ও বিচারপতি কাজী ইবাদত হোসেনের হাইকোর্ট বেঞ্চ আবেদন খারিজ করে আদেশ দেন। এরপর আপিল বিভাগে আবেদন করেন অধ্যাপক ইউনূস। আইনজীবী ব্যারিস্টার আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, অভিযোগ গঠনের বিরুদ্ধে আমরা হাইকোর্টে গেলাম। হাইকোর্ট বাতিল আবেদন খারিজ করে দিলেন। পরে আপিল বিভাগে গেলাম। আপিল বিভাগ বললেন, এ মামলা চলে না। কারণ মামলাটি প্রত্যাহার (১১ আগস্ট দুদক মামলা প্রত্যাহারে আবেদন দেন) করা হয়েছে। আমরা বলেছি, না, মামলা প্রত্যাহার হয়নি। কারণ এটি অবৈধ। তিনি (অধ্যাপক ইউনূস) ৮ আগস্ট ক্ষমতায় আসেন। ১১ আগস্ট কোনো নোটিশ ছাড়া, তিনি মামলা বাদ দিলেন। তিনি বলেন, এটি বাদ দেওয়ার কোনো ক্ষমতা নেই, আমরা তা আদালতকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছি। পরে আদেশের শুনানিতে বলেছিলাম, অধ্যাপক ইউনূসের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই। শ্রমিকের টাকা শ্রমিককে ব্যাংকিংয়ে বিতরণ হয়েছে। এটি তো কোম্পানির টাকা নয়। এখানে তাকে মিথ্যাভাবে হয়রানির জন্য, অপমান করার জন্য মামলাটা করা হয়েছে। 'আর অধ্যাপক ইউনূস বলেছেন- প্রধান উপদেষ্টা হওয়ার পরপরই মামলাটা প্রত্যাহার হয়ে গেছে! আমরা তো আইনজীবীও জানি, না, প্রতিষ্ঠানও জানে না। আমি আইনিভাবে মোকাবিলা করব। যদি দোষী প্রমাণিত হই, তাহলে সাজা মেনে নেব। আইনের মাধ্যমে সমাধান করব'- উল্লেখ করেন আইনজীবী আব্দুল্লাহ আল মামুন।

## এখন আমদানিতে ঝুঁকবেন ব্যবসায়ীরা

দামের চাপে পিষ্ট হয়েছে বেশিরভাগ মানুষ। অনেকে পেঁয়াজ খাওয়া প্রায় বন্ধও করেছিলেন তখন। মৌসুমের শুরুতে লোকসান গুনেছেন চাষিরা বর্তমান বাজারে যখন পেঁয়াজের দাম অস্বাভাবিক কম ছিল, তখন পেঁয়াজ চাষিদের বড় লোকসান হয়েছে। এ বছর প্রতি কেজি পেঁয়াজ উৎপাদনে কৃষকের খরচ হয়েছে ৩৮ থেকে ৪০ টাকা। কয়েকদিন আগে দেশের বিভিন্ন খুচরা বাজারেই পেঁয়াজ বিক্রি হয়েছে ৪০ টাকা। ফলে চাষিদের বিক্রি করতে হয়েছে আরও প্রায় ১০ টাকা কমে। কিছুদিন আগে পেঁয়াজের দামে চাষিদের খরচ উঠছে না জানিয়ে পাবনার চাষি ইউনুস আলী মোল্লা বলেন, 'প্রতি বিঘা পেঁয়াজ চাষে ৫০ থেকে ৭০ হাজার টাকা খরচ। এবার ফলন কম। গড়ে ৩৫ থেকে ৪০ মণ করে ফলন হয়েছে। সর্বোচ্চ হয়েছে ৫০ মণ। ঋণ পরিশোধের জন্য জমি থেকে তুলে দফায় দফায় অর্ধেক পেঁয়াজ বিক্রি করেছি। সেসময় হাজার টাকা মণ দর ছিল।' শুরুতে কম দামে পেঁয়াজ বিক্রি করায় এখন দাম বাড়লেও তার খুব বেশি উঠবে না বলে জানান তিনি। এখন পেঁয়াজের দাম কি অস্বাভাবিক পর্যায়ে? এ প্রশ্নে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের উপপরিচালক মো. জাহাঙ্গীর আলম প্রামাণিক বলেন, পেঁয়াজের দাম ৫০ থেকে ৬০ টাকা পর্যন্ত স্বাভাবিক ও সহনশীল। এরচেয়ে বেশি হলে সেটা অস্বাভাবিক পর্যায়ে চলে যায়, কমে গেলে কৃষকরা লোকসানে পড়েন। কৃষি অর্থনীতিবিদ ড. জাহাঙ্গীর আলম বলেন, 'এখন যে দাম এটা মোটেও বেশি নয়। এটাই পেঁয়াজের স্বাভাবিক দাম। বরং কিছুদিন দাম অস্বাভাবিক কম ছিল, যে কারণে চাষিদের লোকসান হয়েছে।' তিনি বলেন, প্রতি কেজি পেঁয়াজে উৎপাদন খরচ ৪০ টাকা হলে কৃষকের ন্যূনতম ৫ টাকা লাভ করা দরকার। গ্রাম থেকে শহর পর্যন্ত পাইকারি-খুচরা পর্যায়ে মুনাফা ও পরিবহন এবং যে পরিমাণ সংগ্রহোত্তর অপচয় হয় সবকিছু হিসাবে নিয়ে এ দাম নিঃসন্দেহ স্বাভাবিক। এ অর্থনীতিবিদ বলেন, এখন ভারত থেকে পেঁয়াজ আমদানি করলেও দাম ৫০ থেকে ৬০ টাকার মধ্যে হবে। তবে ওই দেশের পেঁয়াজের চেয়ে আমাদের পেঁয়াজের মান ভালো, মানুষ বেশি পছন্দ করে। কিন্তু তারপরেও কেউ ভালো জিনিস ভালো দামে খেতে রাজি নয়। ড. জাহাঙ্গীর আলম বলেন, দেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে হলে কৃষকের লাভ নিশ্চিত করতে হবে। পেঁয়াজের দাম নিয়ে কী বলেছেন কৃষকরা? পেঁয়াজ উৎপাদন এলাকা পাবনা, ফরিদপুর, রাজবাড়ীসহ অন্যান্য জেলায় পেঁয়াজের দাম বাড়ায় এখন কৃষকরা খুশি। তারা বলছেন, শুরুতে লোকসান হলেও এখন কিছুটা লাভ পাচ্ছেন। এখন ওইসব উৎপাদনস্থলেই প্রতি কেজি পেঁয়াজ (পাইকারি) ৪৬ থেকে ৪৮ টাকা দাম পাচ্ছেন কৃষক। এই পেঁয়াজ ঢাকার খুচরা বাজারে আসতে আসতে দাম বেড়ে ৫৫ থেকে ৬০ টাকায় ঠেকেছে। ফরিদপুরের সালথা উপজেলার কৃষক এনামুল বলেন, 'অনাবৃষ্টির কারণে এবার তিন দফা সেচ দিতে হয়েছে। ফলে পেঁয়াজের উৎপাদন খরচ বেড়েছে। এখন দাম বাড়ায় উৎপাদন খরচ উঠছে। আরও কিছুটা বাড়লে আমরা ভালো লাভজনক অবস্থায় যেতে পারব।' আরেক কৃষক হারুন শেখ বলেন, 'এরকম দাম হলে কিছু চাষি অন্তত ঋণটা শোধ করতে পারতেন। তারপরেও এ দাম বাড়ায় কিছু মানুষের গায়ে জ্বালা ধরেছে। তারা কৃষকের কথা ভাবেন না।'কৃষকরা আরও জানিয়েছেন, তারা অনেকে ঘরে বাছাই করা পেঁয়াজ মজুত করেছেন, যা লম্বা সময় ধরে সংরক্ষণ করা যাবে। ফলে পরে বাজার পরিস্থিতি দেখে পেঁয়াজ বিক্রির সিদ্ধান্ত নেবেন তারা। ব্যবসায়ীরা যা বলছেন এখন পেঁয়াজের দাম বাড়ার কারণ হিসেবে ব্যবসায়ী, আড়তদার ও পেঁয়াজের আমদানিকারকরা প্রায় একই রকম তথ্য দিয়েছেন। তারা জানান, মৌসুমের শেষে জমিতে এখন আর খুব বেশি পেঁয়াজ নেই। ভারত থেকেও পেঁয়াজ আমদানি হচ্ছে না। ফলে বেশির ভাগই কৃষক নিজেরা ও মজুতদাররা পেঁয়াজ সংরক্ষণ করছেন। এসব কারণে পেঁয়াজের মৌসুম হওয়া সত্ত্বেও বাজারে পণ্যটির দাম বেড়ে গেছে। দেশে সারা বছর সংরক্ষণ করা যায়, ওই ধরনের পেঁয়াজ ওঠেই এ সময়, যা প্রায় পরের মৌসুম পর্যন্ত সারা বছরের চাহিদা মেটায়। ফলে কৃষক পর্যায়ে পেঁয়াজের সংরক্ষণ অস্বাভাবিক নয়। তবে সেই সুযোগে মজুতদাররাও বেশি বেশি পেঁয়াজ মজুত করছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। ঢাকার সবচেয়ে বড় বাজার শ্যামবাজারের পেঁয়াজ আমদানিকারক আব্দুল মাজেদ বলেন, ভারত থেকে বেশি পেঁয়াজ আসছে না। যে কারণে এক শ্রেণির মজুতদার ভবিষ্যতে দাম বাড়ার আশায় বেশি বেশি পেঁয়াজ কিনে রাখছেন। যে কারণে এবার পেঁয়াজের দাম হুট করে বেড়েছে। ওসমান গণি ও আবদুর রবড় দুজনই পেঁয়াজ ব্যবসায়ী। তারা জানান, গত তিন মাসে মেহেরপুরের পেঁয়াজের একটা বাজার ছিল। ওই পেঁয়াজটা এখন নেই। তাছাড়া এখন কিছু মানুষ মজুত করছেন। আবার আমদানিও বন্ধ, সরকার পেঁয়াজ আমদানির অনুমতি দিচ্ছে না। সে কারণে দাম বাড়বে বলে ধারণা বেশিরভাগ ব্যবসায়ীর। পেঁয়াজের উৎপাদন ও চাহিদা নিয়ে ধোঁয়াশা কৃষি বিভাগের ভাষ্যমতে, দেশে বছরে ৩৬ লাখ টন পেঁয়াজ উৎপাদন হয়। তবে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য বলছে, উৎপাদন ২৫ লাখ টনের বেশি নয়। দেশে পেঁয়াজের চাহিদা ২৬ লাখ টন। প্রতি বছর উত্তোলন ও সংরক্ষণের সময়ই নষ্ট হচ্ছে প্রায় ১০ লাখ টন। ফলে চাহিদা মেটাতে ৯ থেকে ১১ লাখ টন পেঁয়াজ আমদানি করতে হচ্ছে প্রতি বছর। আমদানির বড় অংশই আসে ভারত থেকে। বলা চলে, পেঁয়াজ আমদানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ভারতের ওপর অনেকটা নির্ভরশীল। আর এ সুযোগে কয়েক বছর ধরেই বাংলাদেশের পেঁয়াজের মৌসুম শেষ হলে ভারত পেঁয়াজ আমদানিতে চড়া শুল্ক আরোপ করেছে। আবার ভরা মৌসুমে দাম কমিয়েছে, যা দাম বাড়া ও ভরা মৌসুমে কমার একটি বড় কারণ ছিল। এ বছরও গত মার্চে ভরা মৌসুমে পেঁয়াজ রপ্তানিতে ২০ শতাংশ শুল্ক তুলে নিয়েছে ভারত। দেশটির রপ্তানিকারকরা ১ এপ্রিল থেকে বিনা শুল্কে পেঁয়াজ রপ্তানি করতে পারছেন। তবে দেশে পেঁয়াজের দাম খুব কম থাকায় সেভাবে আমদানি হয়নি। এখন আমদানিতে ঝুঁকবেন ব্যবসায়ীরা পেঁয়াজের দাম কিছুটা বাড়ায় আমদানির সুযোগ তৈরি হয়েছে। অনেকে আমদানিতে ঝুঁকবেন বলে জানিয়ে আমদানিকারক আব্দুল মাজেদ বলেন, আগে দেশে দাম কম ছিল, আমদানি করেও মুনাফা হতো না। এখন দেশে যে দাম সেজন্য ভারত থেকে আমদানি করে লাভ হবে। আবার সামনে ঈদুল আজহায় পেঁয়াজের চাহিদা প্রচুর বাড়বে। সেটা মাথায় রেখে সবাই আমদানি করবে। আরেক আমদানিকারক রনি হোসেন বলেন, ভারতেও এখন ভরা মৌসুম চলছে। স্বাভাবিকভাবেই দাম কম। ফলে সবাই আমদানির দিকে নজর দিচ্ছে, যা বেশ কয়েক মাস প্রয়োজন হয়নি।

## পৃথক সার্ভিস কমিশন গঠনের উদ্যোগ

সচিবের নেতৃত্বে গঠিত সাত সদস্যের কমিটিকে এরই মধ্যে আইন কানুন পর্যালোচনা করে সুপারিশ জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে ইসি। এক্ষেত্রে আগামী ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছে কমিটিকে। বর্তমানে জনবল পূরণে পিএসসির (পাবলিক সার্ভিস কমিশন) সহায়তা নিয়ে থাকে। এক্ষেত্রে ইসি কর্মকর্তারা পদোন্নতি পেয়ে অতিরিক্ত সচিব হতে পারলেও সচিব আসে সরকার থেকে। এছাড়া অতিরিক্ত সচিব, যুগ্ম সচিবের ফাঁকা পদগুলোও সরকার থেকে নিয়োগ দেওয়া হয়। আবার আইন শাখার কর্মকর্তাদের প্রেষণে আনা হয় জুডিশিয়াল সার্ভিস থেকে। নির্বাচনের সময় রিটার্নিং কর্মকর্তাসহ ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে সরকারের কর্মকর্তারাই। ইসি কর্মকর্তারা কেবল সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকেন। ফলে তাদের দ্বারা ভোটে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ থেকে যায়।

## ৫ আগস্ট গভীর রাত পর্যন্ত সংসদ

গত বছরের ১৫ আগস্ট পলককে গ্রেপ্তার করা হয়। এরপর তাকে বিভিন্ন সময় হত্যা, হত্যাচেষ্টা মামলায় রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। পরে গত ৬ ফেব্রুয়ারি তাকে এ মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়।

## ঢাকাসহ ৬ বিভাগে বজ্রসহ বৃষ্টির

থাকতে পারে। এদিকে রাজশাহী, পাবনা, যশোর ও চুয়াডাঙ্গা জেলাগুলোর ওপর দিয়ে মৃদু তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে এবং তা বিস্তার লাভ করতে পারে। সারা দেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, সিলেট বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং ঢাকা, ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রাম বিভাগের দু/এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ বিদ্যুৎ চমকানো/বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এ ছাড়া দেশের অন্যত্র অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। সারা দেশে দিনের এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। শুক্রবার সকাল থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, সিলেট বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং রংপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রাম বিভাগের দু'এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ বিদ্যুৎ চমকানো/বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এ ছাড়া দেশের অন্যত্র অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। সারা দেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। শনিবার সকাল থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং রংপুর, রাজশাহী, ঢাকা, খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের দু'এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ বিদ্যুৎ চমকানো/বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সারা দেশে দিনের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। রোববার সকাল থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, ঢাকা, ময়মনসিংহ, খুলনা ও সিলেট বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং রংপুর, রাজশাহী, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের দু'এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ বিদ্যুৎ চমকানো/বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সারা দেশে দিনের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। বর্ধিত পাঁচ দিনের আবহাওয়ায় তাপমাত্রা কমতে পারে।

## গাজায় পোলিও টিকা সরবরাহ বন্ধ

আছে প্রায় ৬ লাখ শিশু। বার্তাসংস্থা রয়টার্সকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এমনটাই দাবি করেছেন গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র খলিল দেকরান। বুধবার (২৩ এপ্রিল) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে আল জাজিরা।
খলিল দেকরান বলেছেন, অবিলম্বে পোলিও ভ্যাকসিন না পৌঁছালে আমরা একটি সত্যিকারের বিপর্যয়ের সাক্ষী হবো বলে মনে হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, শিশু ও রোগীদের রাজনৈতিক ব্ল্যাকমেইলের কার্ড হিসাবে ব্যবহার করা উচিত নয়। গত ২ মার্চ ইসরায়েলের আরোপিত অবরোধের কারণে গাজায় ভ্যাকসিনসহ সব ধরনের চিকিৎসা সরঞ্জাম প্রবেশ আটকে গেছে এবং প্রায় ৬ লাখ ২ হাজার শিশু স্থায়ী পক্ষাঘাত এবং দীর্ঘস্থায়ী অক্ষমতার ঝুঁকিতে পড়ে গেছে। প্রসঙ্গত, বিগত দুই দশকেরও বেশি সময়ের মধ্যে প্রথমবারের মতো গাজায় পুনরায় আবির্ভূত ঘটেছে পোলিওর। তারপর থেকে গত বছরের সেপ্টেম্বর, অক্টোবর এবং চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে তিন দফা টিকাদান কার্যক্রম পরিচালনা করেছে জাতিসংঘ, ফিলিস্তিনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য দাতব্য সংস্থাগুলো।

## সুপারিশ বাস্তবায়নে কমিটি গঠন

নিয়ে কাজ করবো। ডিসেম্বরের মধ্যে কি কি সংস্কার করে ফেলা যাবে এমন প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, আমরা তো বসে থাকব না। আগামীকাল থেকেই কাজ শুরু করব। আমরা যদি ডিসেম্বরকে ধরে আগাই তাহলে তো নভেম্বর থেকে শুরু করা হবে। ফলে যেসব সুপারিশ বাস্তবায়ন করা যায় সেগুলো দ্রুত বাস্তবায়ন করা হবে। উপদেষ্টা আরও বলেন, শ্রমিকদের মজুরি বোর্ডের প্রয়োজন আছে। আমি শুনেছি ট্যানারি মালিকরা অনেকের বেতন বাড়িয়েছেন। আবার অনেকের বেতন বাড়াননি। পুরো বিষয়টা নিয়ে আমরা কাজ করব। শ্রম সংস্কার কমিশনের চেয়ারম্যান সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ বলেন, গণমাধ্যমের ভূমিকা ছাড়া এই প্রতিবেদন তৈরি করা সম্ভব ছিল না। বিভিন্ন পেশার মানুষ মিলে আমরা কাজটি করেছি। আমরা চেষ্টা করেছি রিপোর্টটি এমনভাবে সাজাতে যাতে সংক্ষেপে সবাই বুঝতে পারেন। তিনি বলেন, আমরা ফাইলবন্দি কোনো প্রতিবেদন করতে চাই না। এটা বাস্তবায়নের জন্য একত্রে কাজ করতে চাই। ছাত্র-জনতার আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন করতে হলে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আমরা চাই শ্রমিক হিসেবে তাদের স্বীকৃতি থাকবে। একজন মানুষের মানসম্মত জীবনযাপনের জন্য যে বেতন প্রয়োজন সেটার জন্য একটা আলাদা মজুরি বোর্ড থাকা জরুরি।

## একই বৃত্তে ১৪ দল, নেতা-কর্মীরা

অভ্যুত্থানে হত্যাকাণ্ডের বিচারের প্রক্রিয়া শুরু হয়। এর ধারাবাহিকতায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল পুনর্গঠন হয়, যেখানে শেখ হাসিনাসহ তার সরকার, দল ও জোটের অনেক সহযোগীর বিরুদ্ধে জুলাই-আগস্টে গণহত্যার অভিযোগ আনা হয়েছে। এছাড়া দেশের অন্যান্য প্রান্তেও শেখ হাসিনার নামে হত্যা মামলা হয়েছে, যেখানে আসামি হয়েছেন আওয়ামী লীগের পাশাপাশি ১৪ দলের অনেক নেতা-কর্মীও। ফলে আওয়ামী লীগ ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর তাদের নেতৃত্বাধীন ১৪ দলীয় জোটের শরিক দলগুলোও বিপর্যয়ে পড়ে অভ্যুত্থানের পরপরই আওয়ামী লীগের লোকদের মত এ দলগুলোর নেতা-কর্মীরাও আত্মগোপনে চলে যান। নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে হাইকমান্ড। কেন্দ্র থেকে তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা পড়ে যান মারাত্মক রাজনৈতিক সংকটে। জানা যায়, শেখ হাসিনার সরকার যখন অভ্যুত্থান দমনে অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ করছিল, তখন তাদের আরও কঠোর হওয়ার পরামর্শ দিয়ে পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছিল ১৪ দল। এমনকি আগস্টের প্রথম থেকে তারা কর্মসূচি নিয়ে মাঠে নামারও পরিকল্পনা নেয়। যদিও ৫ আগস্ট সরকারের পতন ঘটে যায়। মূলত হাসিনার সরকারের দমননীতির পক্ষে এমনভাবে অবস্থান নেওয়ার ফলেই তাদের ওপর ক্ষুব্ধ অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়া বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনসহ ফ্যাসিবাদবিরোধীরা। ফলে ১৪ দলীয় জোটের শরিক দলের নেতাদেরও পড়তে হয় জনরোষে। তারাও গা ঢাকা দেন। মামলা-গ্রেপ্তার নাম '১৪ দল' হলেও এ জোটে মোট দল আছে ১২টি। আওয়ামী লীগ ছাড়া অন্য দলগুলো হলো বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি-ন্যাপ, গণতন্ত্রী পার্টি, জাতীয় পার্টি (জেপি), সাম্যবাদী দল, তরিকত ফেডারেশন, কমিউনিস্ট কেন্দ্র, গণআজাদী লীগ, গণতান্ত্রিক মজদুর পার্টি, বাসদ (রেজাউর রশিদ)। এর মধ্যে ওয়ার্কার্স পার্টি ও জাসদই ছিল রাজনীতির মাঠে বেশি সক্রিয়, দৃশ্যমান ও হাসিনার সরকারের সুবিধাভোগী আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের কয়েকদিন পরই শেখ হাসিনার সরকারের দুই সাবেক মন্ত্রী ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন এবং জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদের সভাপতি হাসানুল হক ইনু গ্রেপ্তার হন। তারপর থেকে তারা কারাগারে আছেন তাদের বিরুদ্ধে অনেক মামলা রয়েছে এর মধ্যে হত্যা মামলাও আছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালেও মামলা রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক এমপি ফজলে হোসেন বাদশা দেশের বাইরে চলে যান। তার নামেও একাধিক মামলা হয়েছে এবং তিনি ভারতে আছেন বলে জানা গেছে। এছাড়া মামলা হয়েছে জাতীয় পার্টির (জেপি) সভাপতি ও সাবেক মন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, সাম্যবাদী দলের সাধারণ সম্পাদক দিলীপ বড়ুয়া, তরিকত ফেডারেশনের চেয়ারম্যান নজিবুল বশর মাইজভাণ্ডারীর মতো নেতাদের বিরুদ্ধেও। ১৪ দলীয় জোটের শরিক দলগুলোর কয়েকজন নেতা-কর্মীর সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, এখনো তারা সংকটের মধ্যেই রয়েছেন। গত আট মাসের বেশি সময় পার হলেও ১৪ দলীয় জোটের শরিক দলগুলো এ সংকট এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেননি এই জোটের দলগুলো এখনো প্রকাশ্য কোনো ধরনের রাজনৈতিক কর্মসূচি নিতে পারছে না দলগুলোর অধিকাংশ নেতা-কর্মীই এখনো গা-ঢাকা দিয়ে বা আত্মগোপনে থাকতে বাধ্য হচ্ছেন। কেউ কেউ প্রকাশ্যে এলেও সতর্কভাবে চলাফেরা করতে হচ্ছে। কেন্দ্র থেকে শুরু করে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে পর্যন্ত একই অবস্থা। এ দলগুলোর রাজনৈতিক ইতিহাসে নেতা-কর্মীরা এর আগে কখনো এত বড় বিপর্যয়ে পড়েননি বা মুখোমুখিও হননি, যা এখনো কাটেনি। বিবৃতি-দিবসভিত্তিক কর্মসূচিতে সক্রিয় হওয়ার চেষ্টা প্রথম পাঁচ-ছয় মাস অনেক ঝড়ঝাপ্টায় গেলেও এখন কৌশলে এবং ঝুঁকি নিয়ে হলেও রাজনৈতিক অস্তিত্ব ফিরিয়ে আনতে সক্রিয় হওয়ার চেষ্টা চলছে জোটের দলগুলোর মধ্যে। এর জন্য কিছু কিছু কর্মসূচি নেওয়ার চেষ্টা করছে এ জোটের কোন কোন দল, বিশেষ করে ওয়ার্কার্স পার্টি ও জাসদ। এগুলোর মধ্যে রয়েছে গণমাধ্যমে বিবৃতি, কার্যালয়ে বসা, দিবসভিত্তিক দুই-একটি কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ, কার্যালয়ের ভেতরে ঘরোয়াভাবে সংক্ষিপ্ত কর্মসূচি পালন। এ জোটের অন্যতম শরিক ওয়ার্কার্স পার্টি গত ৮ এপ্রিল ফিলিস্তিন ইস্যুতে গণমাধ্যমে প্রেস বিজ্ঞপ্তি পাঠায় এর শিরোনাম ছিল 'ফিলিস্তিনি গণহত্যার বিচার চাই' তার আগে গত ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ওয়ার্কার্স পার্টির উদ্যোগে সকাল সাড়ে ৯টায় বীর শহীদদের স্মরণে সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করে লাল সালাম জানানো হয়। পার্টির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মাহমুদুল হাসান মানিকের নেতৃত্বে এ কর্মসূচিতে অংশ নেন পার্টির কেন্দ্রীয় ও ঢাকা মহানগর নেতারা রবীন্দ্রসংগীতশিল্পী, গবেষক, লেখক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক, ছায়ানটের সভাপতি ড.সনজীদা খাতুনের মৃত্যুতে ২৬ মার্চ দলটি গণমাধ্যমে শোক এক বিবৃতি পাঠায় ওয়ার্কার্স পার্টির পলিট ব্যুরোর এক সদস্য নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, ঢাকা ও ঢাকার বাইরের নেতা-কর্মীদের এখনো সতর্কভাবে চলাফেরা করতে হচ্ছে। কেউ কেউ এখনও আত্মগোপনে। আমাদের পার্টি অফিসে একাধিকবার হামলা হয়েছে, কয়েকদিন আগেও হামলা হলো। চুয়াডাঙ্গা পার্টি অফিস দখল করে নিয়েছে। কয়েকটি জেলায় পার্টি অফিসে হামলা হয়েছে। নেতা-কর্মীরা এখনো নিরাপদ নন। এ অবস্থার মধ্যে আমরা আছি। তবে এ অবস্থায়ই ঘরোয়াভাবে কেন্দ্রীয় অফিসের মধ্যে কিছু ছোটখাট কর্মসূচি পালন করছি, কমিটি মিটিং করছি। নেতা-কর্মীরাও কেউ কেউ মাঝেমধ্যে পার্টি অফিসে আসছে। পার্টির পলিট ব্যুরোর সভা করা হয়েছে। জাসদের একাধিক নেতার সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, ঝুঁকি নিয়ে হলেও নেতা-কর্মীরা কেন্দ্রীয় কার্যালয় যাচ্ছেন এবং বসছেন। কয়েকটি জেলার নেতা-কর্মীরাও কাজ করার চেষ্টা করছেন। মুজিবনগর দিবস উপলক্ষে গত ১৭ এপ্রিল জাসদের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে জাসদের কেন্দ্রীয় ও সহযোগী সংগঠনের নেতারা উপস্থিত ছিলেন এবং বক্তব্য রাখেন বলে দলটির প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।
তারও আগে গত ১৪ এপ্রিল পহেলা বৈশাখ বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে জাসদের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের কর্ণের তাহের মিলনায়তনে বৈশাখী মঙ্গল মিলনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। জাসদের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মীরা এই অনুষ্ঠানে অংশ নেন। তারা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, গল্প, আড্ডা, প্রীতিভোজ ও আলোচনায় অংশ নেন বলে জাসদের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়। জাসদের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন কেন্দ্রীয় নেতা বলেন, রুটিন কিছু কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের মধ্যে। কয়েকটি জেলায় এভাবে কাজ হচ্ছে। জাসদের ৮-৯টি জেলা কার্যালয় আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, হামলা করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় অফিসে একাধিকবার হামলা হয়েছে। কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, বগুড়া অফিস দখল করে নিয়েছে। কোনো কোনো জেলায় নেতাদের ব্যক্তিগত অফিস, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানেও হামলা ও ভাঙচুর হয়েছে। সংকট এখনো কাটেনি, তারপরও ঝুঁকি নিয়েই কিছু কিছু কাজ হচ্ছে। বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে পহেলা বৈশাখ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের কর্মসূচিতে অনেক নেতা-কর্মী উপস্থিত ছিলেন, ভালো অনুষ্ঠান হয়েছে।

## চুয়াডাঙ্গায় গরমে জনজীবনে হাঁসফাঁস

। দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত রোদে না বের হওয়ার পরামর্শ দিয়েছে স্বাস্থ্য বিভাগ। চুয়াডাঙ্গা প্রথম শ্রেণির আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারের পর্যবেক্ষক রকিবুল হাসান বলেন, এখন দিনে দিনে তাপমাত্রা আরও বাড়বে।

## এখনো নাগালের বাইরে কারাগার

সিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগারের ভেতরে থাকা বন্দিরা বিদ্রোহ করে। ওই সময় তারা কারাগার ভেঙে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। কারারক্ষীরা নিবৃত্ত করার চেষ্টা করলে বন্দিরা তাদের ওপর চড়াও হয়। বন্দিদের কেউ দেয়াল ভেঙে, কেউ টপকে, আবার কেউ দেয়ালের সঙ্গে বিদ্যুতের পাইপ লাগিয়ে কারারক্ষীদের মারধর করে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। একপর্যায়ে সেনাবাহিনী অভিযান চালিয়ে বিদ্রোহ দমন করে। তবে বন্দিদের মধ্যে ২০৯ জন দেয়াল টপকে পালিয়ে যায়। যদিও পালানোর সময় নিরাপত্তাকর্মীদের গুলিতে ৬ জনের মৃত্যু হয়। তার পর বিশৃঙ্খলা জামালপুর কারাগারে ছড়িয়ে পড়ে। ওই কারাগারের কিছু কয়েদি দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে মারামারি শুরু করেন এবং পরে ১৩ কারারক্ষীকে জিম্মি ও মারধর করে কারাগারের ভেতরের ফটক ভেঙে পালানোর চেষ্টা করে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কারারক্ষীরা গুলি ছুঁড়লে ৬ জন নিহত হয়। প্রায় ২ ঘণ্টার গোলাগুলিতে কারা কর্মকর্তা ও বন্দিসহ আহত ১৯ জন হয়। তবে শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসায় জামালপুর কারাগার থেকে পালিয়ে যেতে পারেননি কোনো বন্দি। তাছাড়া কয়েকশ লোক সাতক্ষীরা কারাগারের প্রাচীর টপকে ভেতরে ঢুকে পড়ে। তারা প্রধান ফটকসহ কারাগারের সব সেলের তালা ভেঙে ৫৯৬ জন বন্দিকে বের করে নিয়ে যায়। পরে সাতক্ষীরা কারাগারের বিভিন্ন শ্রেণীর অনেক বন্দি ফিরে এলেও এখনো দুই নারীসহ ৬৭ জন পলাতক। তাছাড়া শেরপুর জেলা কারাগারের প্রধান ফটক ভেঙে ভেতরে ঢুকে ভাংচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। ওই সুযোগে কারাগারটি থেকে ৫১৮ বন্দি পালিয়ে যায়। সূত্র আরো জানায়, কারাগারগুলো থেকে পলাতক বন্দিদের বিরুদ্ধে ডাকাতি, হত্যা, অস্ত্র, মাদক, ধর্ষণ, নারী নির্যাতনসহ বিভিন্ন অভিযোগে ও সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা রয়েছে। বন্দিদের মধ্যে দুর্ধর্ষ ব্যক্তিরা আবার নানা ধরনের অপরাধ সংঘটিত করে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি করতে পারে। কারাগার ভেঙে পালিয়ে যাওয়া বন্দিরা দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য হুমকি। তারা বিভিন্ন রকম মামলার আসামি ছিলেন। এর ওপর যখন তারা জেল ভেঙে পালিয়েছে, তখন তারা আরো বেশি দাগি অপরাধী হয়ে উঠেছে। দেশের চলমান খুন, ডাকাতি, ছিনতাইয়ের মতো অপরাধগুলোর পেছনে পালিয়ে যাওয়া অপরাধীদের সংশ্লিষ্টতা থাকতে পারে। দ্রুততম সময়ের মধ্যে জেল পালানো ওসব বন্দিকে আইনের আওতায় আনা প্রয়োজন। এদিকে কারা অধিদপ্তর দেশের সব কারাগারকে সংশোধনাগার হিসেবে গড়ে তুলতে কাজ করছে। ওই লক্ষ্যে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর দেশের প্রশাসনিক কাঠামো সংস্কারের উদ্যোগের ধারাবাহিকতায় কারা প্রশাসনেও বেশকিছু সংস্কার ও পরিবর্তনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। কারা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের শৃঙ্খলা ও বন্দিদের সব ধরনের প্রাপ্যতা বিধিবিধান নিশ্চিতেও ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। কারাবন্দি ও কর্মচারীদের সুচিকিৎসা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় কারা হাসপাতাল নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। কারাবন্দি ব্যবস্থাপনার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে কারাগার ব্যবস্থাপনাসংক্রান্ত সফটওয়্যারসহ, আরএফ আইডি এবং জিপিএস ব্যবহারের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আর সেবাপ্রত্যাশীদের সহায়তার জন্য নেয়া হয়েছে ২৪ ঘণ্টা হটলাইন চালুর উদ্যোগ। কারাগারকে সংশোধনাগার হিসেবে রূপান্তর করতে বন্দিদের প্রশিক্ষণসহ তাদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে নানামুখী পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। সেজন্য বিজিএমইএর সহায়তায় একটি পূর্ণাঙ্গ গার্মেন্ট ম্যানুফ্যাকচারিং লাইন স্থাপনের কাজ চলছে। অন্যদিকে বন্দি পালিয়ে যাওয়া বিষয়ে সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (উন্নয়ন) মো. জান্নাত-উল ফরহাদ জানান, ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মধ্যে দেশের ১৭টি কারাগার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তার মধ্যে ৬টি কারাগার বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বর্তমানে ক্ষতিগ্রস্ত কারাগারগুলো সংস্কার করে স্বাভাবিক কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। আর পালিয়ে যাওয়া বন্দিদের মধ্যে ১ হাজার ৪৫০ জন কারাগারে ফিরেছেন। তাদের মধ্যে অনেকেই সাজার মেয়াদ শেষ হওয়ায় মুক্তি পেয়েছে, অনেকে জামিনেও মুক্তি পেয়েছে। তবে পালিয়ে যাওয়া বন্দিদের মধ্যে এখনো ফেরারি প্রায় ৭শ' বন্দি। তাদের বিষয়ে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে জানানো হয়েছে। তারা ব্যবস্থা নেবে।

## রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে কাতারের

সংকট, যার সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও পরিবেশগত প্রভাব রয়েছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশ প্রায় ১৩ লাখ জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিককে (রোহিঙ্গা) আশ্রয় দিয়েছে। প্রতি বছর প্রায় ৩২ হাজার নবজাতক যুক্ত হচ্ছে। নানা চ্যালেঞ্জ ও সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও শুধু মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশ এই বিশাল জনগোষ্ঠীকে আশ্রয় দিচ্ছে। বাংলাদেশ মনে করে, এ সংকটের একমাত্র সমাধান হচ্ছে টেকসই প্রত্যাবাসন। প্রধান উপদেষ্টা বলেন, রাখাইনের পরিস্থিতি নাটকীয়ভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। আরাকান আর্মি (এএ) বর্তমানে বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তের ২৭১ কিমি এবং রাখাইনের ১৭টির মধ্যে ১৪টি টাউনশিপ নিয়ন্ত্রণ করছে। ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারির তথ্যানুযায়ী, রাখাইনে মোট অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুত মানুষের সংখ্যা ৫ লাখ ৩৮ হাজার ৮৭৬ জন। এর মধ্যে ১ লাখ ৫২ হাজার ৭১ জন রাষ্ট্রহীন রোহিঙ্গা দীর্ঘমেয়াদে ২১টি ক্যাম্প ও তিনটি গ্রামে বসবাস করছে। নতুন করে বাস্তুচ্যুত ৩ লাখ ৮৬ হাজার ৮০৫ জন (অধিকাংশ রাখাইন) ১ হাজার ২১৯টি স্থানে ছড়িয়ে রয়েছে। তিনি বলেন, ২০২৩ সালের নভেম্বর থেকে নতুন করে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে ১ লাখেরও বেশি রোহিঙ্গা। ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে আরাকান আর্মির হামলার মুখে ৯০৯ জন মিয়ানমার নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়। এর মধ্যে ৮৭৫ জনকে ফেরত পাঠানো হয়েছে এবং ৩৪ জনকে শিগগির পাঠানো হবে। অর্থায়ন সংকট সমস্যা আরও বাড়িয়ে তুলছে উল্লেখ করে ড. ইউনূস বলেন, দুঃখজনকভাবে, রোহিঙ্গা মানবিক সংকট মোকাবিলায় যৌথ সহায়তা পরিকল্পনার (জেআরপি) অর্থায়ন ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে। ২০২৪ সালে জেআরপি ৮৫২ দশমিক ৪ মিলিয়ন ডলার আহ্বান করা হলেও প্রাপ্ত অর্থ ৬৪ দশমিক ৪ শতাংশ অর্থাৎ ৫৪৮ দশমিক ৯ মিলিয়ন ডলার। ২০২৫-২৬ সালের জেআরপি ২০২৫ সালের ২৪ মার্চ শুরু হয়। এর আওতায় ১৪ দশমিক ৮ মিলিয়ন মানুষ রোহিঙ্গা ও কক্সবাজারের স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সহায়তা দিতে প্রয়োজন ৯৩৪ দশমিক ৫ মিলিয়ন ডলার। যুক্তরাষ্ট্র তার বিদেশি সাহায্য হ্রাস করায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে। প্রধান উপদেষ্টা আরও বলেন, সম্প্রতি বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (ডাব্লিউএফপি) ঘোষণা দিয়েছিল যে তারা ২০২৫ সালের এপ্রিল থেকে খাদ্য সহায়তা বন্ধ করতে পারে। তবে, তাৎক্ষণিক অর্থায়ন জোগাড় করে তা সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা গেছে। কিন্তু, সেপ্টেম্বর থেকে আবার তহবিল সংকটের আশঙ্কা রয়েছে। অর্থায়ন নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে কাজ করছে বাংলাদেশ। আশা করি কাতার এই দিক থেকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

## ৩.৩ শতাংশে নেমে আসবে

অঞ্চলের ভাইস প্রেসিডেন্ট মার্টিন রেইজার বলেন, গত এক দশকের একাধিক ধাক্কা দক্ষিণ এশিয়াকে দুর্বল করে দিয়েছে। এখন সময় এসেছে রাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কার, কৃষিতে উৎপাদনশীলতা বাড়ানো ও জলবায়ু সহনশীলতা গড়ে তোলার জন্য টার্গেটেড রিফর্মের। সবশেষ প্রতিবেদনে বাংলাদেশের প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে ভারতের প্রবৃদ্ধি ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ৬ দশমিক ৩ শতাংশে নামবে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে বিশ্বব্যাংক। অন্যদিকে, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কার সম্ভাব্য প্রবৃদ্ধি ৩ দশমিক ১ শতাংশ। এমন পরিস্থিতিতে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত না করা গেলে সামনে আরও চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে বাংলাদেশের অর্থনীতি।

## নীলফামারীতে স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা গ্রেপ্তার

**স্টাফ রিপোর্টার :** নীলফামারী সৈয়দপুরে স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা ফরহাদ হাসান ফিরোজকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। সৈয়দপুর থানার ওসি ফইম উদ্দিন গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেন। ফিরোজ বাংলাদেশ আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগ সৈয়দপুর পৌর শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক ছিলেন। গত মঙ্গলবার গভীর রাতে নিজ বাসা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ জানায়, সৈয়দপুর রাজনৈতিক জেলা বিএনপির কার্যালয় ভাঙচুরের ঘটনার মামলায় তাকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। ওসি ফইম উদ্দিন জানান, ৫ আগস্ট বিএনপি সৈয়দপুর রাজনৈতিক জেলা কার্যালয় ভাঙচুর ঘটনার মামলায় তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল বুধবার সব আইনি প্রক্রিয়া শেষে সকালে আদালতের মাধ্যমে তাকে জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

## ছাত্রলীগ জেগে উঠবে, আদালত প্রাঙ্গণে সৈকত

**স্টাফ রিপোর্টার :** বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন কেন্দ্রিক রাজধানীর যাত্রাবাড়ী থানার আরিফ হত্যা মামলায় নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ সম্পাদক তানভীর হাসান সৈকতের দুই দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। এদিন আদালত প্রাঙ্গণে সৈকত বলেন, যারা এ দেশের সোনালি অর্জন, তারা ছাত্রলীগের হাত ধরে এসেছে। এ দেশের ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধে ছাত্রলীগের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা জেগে উঠবে। গতকাল বুধবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত থেকে সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় এসব কথা বলেন তিনি। এর আগে, গতকাল বুধবার সকাল ৯টা ৪৫ মিনিটে অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে সৈকতকে আদালতে হাজির করা জন্য হাজত খানা থেকে বের করা হয়। আদালতে ওঠার সময় তাকে বেশ হাস্যজ্জ্বল দেখা যায়। আশেপাশে পরিচিত-অপরিচিত সবার খোঁজ-খবর নেওয়ার চেষ্টা করেন। পরে ৯টা ৫৫ মিনিটে তাকে মো. মাহবুবুর রহমানের আদালতে হাজির করা হয়। পরে সকাল ১০টা ২৫ মিনিটে যাত্রাবাড়ী থানার আরিফ হত্যা মামলায় তার বিরুদ্ধে রিমান্ডের আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা। এ সময় সৈকত বলেন, আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের গর্বিত কর্মী। যাত্রাবাড়ী এলাকায় আমি কখনও যাইনি। এ সময় আইনজীবীরা বলে ওঠেন, নিষিদ্ধ নিষিদ্ধ। তখন তিনি বলেন, ছাত্রলীগ খুনি দল না। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলাম, আছি। আমি ছাত্রলীগে থাকা অবস্থায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটিও হত্যাকাণ্ড হয়নি। আইনজীবীরা তাকে সন্ত্রাসী, খুনি বলে চিৎকার করে থামতে বলেন। তবুও কর্ণপাত করেননি সৈকত। সাবেক মন্ত্রী শাজাহান খান তাকে কথা চালিয়ে যেতে বলেন। এরপর সৈকত বলেন, আমি দৃঢ়ভাবে বলতে চাই, তবে বলতে গেলে আবার হট্টগোল দেখা যায়। তখন তাকে থামতে বলা হয়। এ সময় শাজাহান খান আদালতকে বলেন, একজন বন্দি কথা বলতে গেলে আইনজীবীরা যদি এভাবে থ্রেট করেন, এর বিচার আপনাকে করতে হবে। একজন বন্দি কি কথা বলতে পারবে না এ সময় সৈকত বলেন, আমি আইনের প্রতি বিশ্বাসী। আমি কি কথা বলতে পারবো না পরে পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) ওমর ফারুক ফারুকী বলেন, আপনাদের কথা বলার অনেক সুযোগ দেওয়া হয়। কিন্তু আদালতের পরিবেশ বজায় রাখার জন্য আসামিদেরও দায়িত্ব রয়েছে। এমন কোনো কথা বলবেন না, যেন আদালতের পরিবেশ নষ্ট হয়। এরপর শুনানি শেষে সৈকতের দুই দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত। বেলা ১১টা ৫ মিনিটে শুনানি শেষ হয়। শুনানি শেষে আসামিদের সিএমএম আদালতের দ্বিতীয় তলা থেকে হাঁটিয়ে হাজত খানায় নেওয়ার পথে সৈকত বলেন, বাংলাদেশকে যারা মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন করেছে, তাদের বেশি অপমাণ করা হচ্ছে। সামনে আমাদের দিন ভালো আসবে। আদালতের বক্তব্য সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমি ছাত্রলীগ করি এবং আমি গর্ব করি। যতদিন ছাত্রলীগের রক্ত ও আওয়ামী রক্ত স্বাধীনতার পক্ষে থাকবে, ততদিন ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের বলবো, ছাত্রলীগ কখনও ভয় করে না। শেখ হাসিনা এ দেশের মানুষকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন। শেখ হাসিনাই এ দেশের মানুষের দায়িত্ব নেবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হত্যাকাণ্ড হয়নি বলে আদালতে দাবি করেন সৈকত। এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো হত্যাকাণ্ড হয়নি। এটার এখনও কোনো প্রমাণ দেখাতে পারেনি। বর্তমানে কোনো আইনের শাসন নেই। উল্লেখ্য, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর গত বছরের ১৪ আগস্ট রাতে তানভীর হাসান সৈকত রাজধানীর নিকুঞ্জ এলাকা থেকে গ্রেপ্তার হন।

## কুয়েট শিক্ষার্থীদের প্রতি সংহতি জানিয়ে ঢাকা কলেজ শিক্ষার্থীদের অনশন

**স্টাফ রিপোর্টার :** খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুয়েট) আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের প্রতি সংহতি জানিয়ে প্রতীকী অনশন কর্মসূচি পালন করছেন ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীরা। গতকাল বুধবার ঢাকা কলেজের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সকাল ১০টা থেকে এই অনশন শুরু হয়। অনশনরত ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীরা বলেন, কুয়েটের শিক্ষার্থীদের এক দফা দাবির প্রতি সংহতি জানিয়ে আমরা অনশনে বসেছি। কুয়েটের ভিসিকে অবশ্যই পদত্যাগ করতে হবে। কারণ তিনি সাধারণ শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ। দাবি না মানা পর্যন্ত আমরা অনশন চালিয়ে যাবো। উল্লেখ, কুয়েটে সাধারণ শিক্ষার্থী ও ছাত্রদলের মধ্যে সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে ৩৭ শিক্ষার্থীকে বহিষ্কারের ঘটনায় প্রতিবাদ জানিয়ে আন্দোলন করছে কুয়েট শিক্ষার্থীরা। তাদের প্রতি সংহতি প্রকাশ করে ইতোমধ্যে বিভিন্ন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা প্রতীকী অনশন কর্মসূচি পালন করছেন।

## ছাত্ররা শিক্ষকদের মর্যাদা দেয়নি, দোষ থাকলে ভিসির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হোক: শিক্ষক সমিতি

**স্টাফ রিপোর্টার :** খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কুয়েট ভিসির পদত্যাগের দাবি বিষয়ে গতকাল বুধবার প্রেস ব্রিফিং করেছে শিক্ষক সমিতি। ব্রিফিংয়ে বলা হয়, শিক্ষকদের গায়ে থুথু দেওয়া, অমর্যাদা করা, গায়ে হাত তোলাসহ সব অপমান অপদস্থের সুষ্ঠু বিচার হতে হবে। দোষ থাকলে ভিসির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হোক। আর দোষী না হলে ভিসির মর্যাদা সমুন্নত রাখা হোক। শিক্ষকদের অপমান অপদস্থের সুষ্ঠু বিচার হতে হবে। বিচার না হওয়া পর্যন্ত প্রয়োজনে শিক্ষকরা ক্লাস নেওয়া থেকে বিরত থাকবে। প্রেস ব্রিফিংয়ে কথা বলেন শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ফারুক হোসেন। শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রফেসর ড. শাহিদুল ইসলামসহ শিক্ষকরা উপস্থিত ছিলেন। প্রেস ব্রিফিংয়ে বলা হয়, শিক্ষকদের কথা পৌঁছানো লক্ষ্য। ১৮ ফেব্রুয়ারির ঘটনার জের ধরে এখন পর্যন্ত কুয়েট অশান্ত। উত্তরণের আশানুরূপ দিক নির্দেশনা নেই। শিক্ষা উপদেষ্টা ও ইউজিসির কমিটি তদন্ত করছে। আমরা কষ্ট নিয়ে এ আয়োজন করছি। ওই ঘটনায় শিক্ষকের মাথা থেকে রক্তও ঝরেছে। শিক্ষকরা ছাত্র ও প্রশাসনের সঙ্গে থেকে সুরাহার চেষ্টা করেছে। ছাত্রদের দাবি ছিল পাঁচটি। তার সবগুলোই যথোপযুক্তভাবে পূরণ করার চেষ্টা করেছে। পরে ৫ দফা ৬ দফায় মোড় নেয়। এটা নিয়ে শিক্ষকরা যৌক্তিক অবস্থান নেয় ও কথা বলে। তারা বলেন, সময় যতো গড়ায় তত ভিন্ন দিকে মোড় নেয়। শিক্ষকদের প্রতিটি কাজের ভিন্ন ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। প্রকৃত চিত্র আড়াল করা হয়েছে। কুয়েট প্রশাসনের সঙ্গে কাজ করার কারণে শিক্ষকদের বিরুদ্ধে মিথ্যা রটনা করা হয়েছে।

## শাজাহান খান, আতিক ও সৈকত

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় গত ১৯ জুলাই বিকালে যাত্রাবাড়ীর কুতুবখালী এলাকার বউবাজারের রোডে পুলিশ ও আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের গোলাগুলিতে চোখে গুলি লাগে লর্ড হার্ডিঞ্জ সিনিয়র ফাজিল মাদ্রাসার আলিম প্রথম বর্ষের ছাত্র আরিফের। চিকিৎসার জন্য তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। এ ঘটনায় আরিফের বাবা মো. ইউসুফ যাত্রাবাড়ী থানায় মামলা করেন। গত বছরের ৫ সেপ্টেম্বর দিবাগত মধ্যরাতে ধানমন্ডির বাসা থেকে শাজাহান খানকে গ্রেপ্তার করে গোয়েন্দা পুলিশ। এরপর একাধিক মামলায় তাকে রিমান্ডে নেওয়া হয়। একই বছরের ১৬ অক্টোবর গ্রেপ্তার করা হয় আতিকুল ইসলামকে। আর তানভীর হাসান সৈকত রাজধানীর নিকুঞ্জ এলাকা থেকে গ্রেপ্তার হন গত ১৪ আগস্ট রাতে। আসামিরা প্রত্যেকেই বিভিন্ন মামলায় রিমান্ড ভোগ করেছেন।

## টানা ৮ কার্যদিবস পুঁজিবাজারে

ব্র্যাক ব্যাংক, ফাইন ফুডস, উত্তরা ব্যাংক, বেক্সিমকো ফার্মা ও শাহজালাল ব্যাংক। অপর শেয়ারবাজার সিএসইর সার্বিক সূচক সিএএসপিআই এদিন ৫৪ পয়েন্ট কমে অবস্থান করছে ১৪ হাজার ১১ পয়েন্টে। এদিন সিএসইতে হাত বদল হওয়া ২০৭টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শেয়ার দর বেড়েছে ৭২টির, কমেছে ১১৩টি এবং অপরিবর্তিত রয়েছে ২২টির কোম্পানির শেয়ার দর। বুধবার সিএসইতে ৪ কোটি ৪১ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিটের লেনদেন হয়েছে। যা আগের দিনের চেয়ে প্রায় ২ কোটি টাকার লেনদেন কমেছে। আগের দিন সিএসইতে লেনদেন হয়েছিল ৬ কোটি ৭ লাখ টাকার শেয়ার ও মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিটের লেনদেন হয়েছিল।

## কুয়েট ভিসির পদত্যাগ দাবিতে বিভিন্ন

বিভাগের শিক্ষক তাদের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করেন। আজ বিকেল ৩টার মধ্যে তিনি পদত্যাগ না করলে কেন্দ্র ঘোষিত বাংলাদেশ ব্লকেড কর্মসূচির অংশ হিসেবে ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধ করার হুঁশিয়ারি দেন শিক্ষার্থীরা। দুপুর পৌনে ১২টা থেকে গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদ, জাবি শাখার ব্যানারে তারা এ অনশন শুরু করেন। অনশনরত বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদের কেন্দ্রীয় যুগ্ম সদস্য সচিব জিয়া উদ্দিন আয়ান বলেন, "অনশনরত শিক্ষার্থীরা অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে যাচ্ছে কিন্তু ইন্টেরিমের ঘুম ভাঙছে না। লাশের ওপর দিয়ে ক্ষমতায় আসা ইন্টেরিম শিক্ষার্থীদের সঙ্গে গাদ্দারি করছে। আমরা স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই, যদি বিকাল তিনটার মধ্যে কুয়েট ভিসিকে না সরালে আমরা সারা দেশে ব্লকেড কর্মসূচি দেব এবং ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে অবস্থান নিয়ে আমরণ অনশন কর্মসূচি চালিয়ে যাবো।" বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের জাবি শাখার আহ্বায়ক আরিফুজ্জামান উজ্জ্বল বলেন, "ছাত্রজনতার রক্তের ওপর যে ইন্টেরিম সরকার বসে আছে, সেই সরকার শিক্ষার্থীদের যৌক্তিক দাবিতে কর্ণপাত করছে না।" খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়: কুয়েট শিক্ষার্থীদের চলমান আমরণ অনশন কর্মসূচির প্রতি একাত্মতা প্রকাশ করে ক্লাস বর্জন ও মহাসড়ক অবরোধ কর্মসূচি পালন করছেন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের (খুবি) শিক্ষার্থীরা। সব বর্ষের শিক্ষার্থীরা ক্লাস বর্জনের পাশাপাশি আজ দুপুর ২টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের হাদি চত্বর থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করেন। যা নগরীর জিরো পয়েন্টে গিয়ে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কে 'ব্লকেড' কর্মসূচিতে রূপ নেয়। তবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৪তম ব্যাচের পূর্বনির্ধারিত পরীক্ষা যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। খুবি শিক্ষার্থীরা জানান, কুয়েটের ঘটনাবলী শুধু একটি প্রতিষ্ঠানের বিষয় নয়। এটি দেশের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা, স্বচ্ছতা ও সম্মানজনক পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন। এক শিক্ষার্থী বলেন, "কুয়েট শিক্ষার্থীদের দাবি আমাদেরও দাবি। আমরা চাই শিক্ষাঙ্গনে হয়রানি, দমনপীড়ন ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের অবসান হোক।"যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়: কুয়েটের চলমান আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানিয়ে যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (যবিপ্রবি) শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ মিছিল ও প্রধান সড়ক অবরোধ করেছেন। বুধবার (২৩ এপ্রিল) সকাল ১০টা ৪৫ মিনিটে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটক থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি শুরু হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে যশোর চৌগাছা মহাসড়ক অবরোধ করে সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়। বিক্ষোভ মিছিলে, শিক্ষার্থীরা, "ভিসি মাছুদের বিরুদ্ধে ডাইরেক্ট একশন", "দালাল ভিসির বিরুদ্ধে ডাইরেক্ট একশন", "কুয়েট তোমার ভয় নাই রাজপথ ছাড়ি নাই", "এক, দুই, তিন,চার ভিসি মাছুদ তুই গদি ছাড়", "দিয়েছি তো রক্ত আরো দেবো রক্ত", "স্বৈরাচারের কালো হাত ভেঙে দাও গুড়িয়ে দাও", "এই মুহূর্তে খবর এলো কুয়েট ভিসি পালিয়ে গেল", "স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে ডাইরেক্ট একশন", "আপস না সংগ্রাম? সংগ্রাম- সংগ্রাম " ইত্যাদি স্লোগান দিতে থাকেন। সমাবেশে শিক্ষার্থীরা বলেন, "জুলাই আন্দোলনের পরে আমরা কুয়েটের উপাচার্য মাছুদের মতো একজন স্বৈরাচার চাই না। কুয়েট প্রশাসন আন্দোলনকারী ৩৭ জন শিক্ষার্থীকে অন্যায়ভাবে বহিষ্কার করেছে। যারা এক সময় জুলাই আন্দোলনের সৈনিক ছিল, আজ তারাই অধিকার আদায়ে অনশন করতে বাধ্য হচ্ছে। সেখানে তাদের স্বাস্থ্যের অবনতি হচ্ছে, তারা না খেয়ে দিন পার করছে। কিন্তু তাদের পক্ষে উপাচার্য কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না। এরকম উপাচার্য দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় চলতে পারে না। অবিলম্বে এরকম উপাচার্যকে পদত্যাগ করতে হবে। যদি আপনি আমাদের ভাইদের দাবি মেনে নিয়ে পদত্যাগ না করেন তাহলে আমরা খুব শীঘ্রই কুয়েটে কর্মসূচি গ্রহণ করব।" কুয়েট উপাচার্যকে অপসারণ না করা হলে দেশের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলন আরও তীব্র আকার ধারণ করবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন তারা। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়: কুয়েট শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের সংহতি জানিয়ে অনশনে বসেছেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) শিক্ষার্থীরা। বুধবার (২৩ এপ্রিল) বেলা ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ভবনের সামনে অনশনে বসেন তারা। শিক্ষার্থীরা বলেন "কুয়েটের উপাচার্য তার নির্লজ্জতার সীমা ছাড়িয়ে গেছেন। শিক্ষার্থীদের রক্তের ওপর দিয়ে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হয়েছেন। কিন্তু এখন তিনি শিক্ষার্থীদের ওপরেই নানারকম জুলুম নিপীড়ন শুরু করেছেন। শিক্ষার্থীদের দাবির বিষয়ে তিনি ভ্রুক্ষেপহীন। এদিকে অন্তর্বর্তী সরকারও শিক্ষার্থীদের দাবির বিষয়ে দৃশ্যমান কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না। এই উপাচার্য যতক্ষণ না পদত্যাগ করবেন ততক্ষণ আমাদের কর্মসূচি চলমান থাকবে।" শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়: কুয়েট শিক্ষার্থীদের চলমান আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানিয়ে অনশনে বসেছেন শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শেকৃবি) শিক্ষার্থীরা। বুধবার (২৩ এপ্রিল) সকাল ১০টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের পতাকা স্ট্যান্ডসংলগ্ন আমবাগান এলাকায় শিক্ষার্থীরা অনশনে বসেন। শেকৃবি শিক্ষার্থী জানান, কুয়েট শিক্ষার্থীদের এক দফা দাবির প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে তারা ক্লাস ও পরীক্ষা বর্জন করেছেন। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণাও দেন তারা। শেকৃবির শিক্ষার্থী মো. মফিজ শেখ বলেন, "ভিসি অপসারণের জন্য যে একদফা দাবি করেছে কুয়েট শিক্ষার্থীরা, তাদের সঙ্গে একাত্মতা পোষণ করে আমরা আজকে আমাদের সকল একাডেমিক কার্যক্রম স্থগিত করেছি। আমাদের দাবি, কুয়েটের ভিসি আজকের মধ্যেই পদত্যাগ করতে হবে।"গত ২১ এপ্রিল পূর্বনির্ধারিত ঘোষণা অনুযায়ী কুয়েটে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের মধ্যে থেকে ৩২ জন আমরণ অনশন শুরু করেন। বিকেল ৩টায় দুই শতাধিক শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুডেন্ট ওয়েলফেয়ার সেন্টারের বারান্দার পূর্বদিকে অবস্থান নেন। এরপর সেখানে বিভিন্ন বিভাগের ৩২ জন শিক্ষার্থী আনুষ্ঠানিকভাবে অনশন শুরু করেন। অনশনরত ৩২ শিক্ষার্থীর মধ্যে কেউ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

ছাত্ররাজনীতি বন্ধের দাবিকে কেন্দ্র করে ১৮ ফেব্রুয়ারি ক্যাম্পাসে ছাত্রদল ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমর্থকদের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়। এতে আহত হন অর্ধশতাধিক শিক্ষার্থী। পরদিন প্রশাসনিক ভবনসহ সব একাডেমিক ভবনে তালা ঝুলিয়ে দেন শিক্ষার্থীরা। ওই দিন দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভায় কুয়েটে সব ধরনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সংঘর্ষের ঘটনায় তদন্ত কমিটি করা হয়। রাতে খানজাহান আলী থানায় অজ্ঞাত পরিচয় ৪০০ থেকে ৫০০ জনকে আসামি করে মামলা করে প্রশাসন। গত ২০ ফেব্রুয়ারি ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ সমাবেশ করে সব রাজনৈতিক ছাত্রসংগঠনকে লাল কার্ড দেখান শিক্ষার্থীরা। একই সঙ্গে তারা উপাচার্যের পদত্যাগ দাবি করেন। ২৩ ফেব্রুয়ারি শিক্ষার্থীরা খুলনা থেকে ঢাকায় এসে প্রধান উপদেষ্টার কাছে "স্মারকলিপি দেন। এতে হামলায় জড়িত ব্যক্তিদের বহিষ্কার, উপাচার্যের পদত্যাগসহ ছয় দফা দাবি জানানো হয়। এরপর ২৫ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী ফোরাম সিন্ডিকেটের ৯৯তম (জরুরি) সভায় সব আবাসিক হল অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয়। পরদিন সকাল ১০টার মধ্যে সব শিক্ষার্থীকে হলত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হয়। ১৮ ফেব্রুয়ারির সংঘর্ষের ঘটনায় প্রকৃত দোষী শিক্ষার্থীদের খুঁজে বের করার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের জন্য গঠিত কমিটি তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেয়। এর মধ্যে কুয়েটের ২২ শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে নগরের মহেশ্বরপাশা উত্তর বণিকপাড়া এলাকার হোসেন আলী নামের এক ব্যক্তি মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের আমলি আদালতে মামলা করেন। আবাসিক হলগুলো খুলে দেওয়ার দাবিতে শিক্ষার্থীরা ১৩ এপ্রিল বিকেল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সামনে অবস্থান নিলে, আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে। গত সোমবার রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভায় সংঘর্ষে জড়িত থাকার অভিযোগে ৩৭ শিক্ষার্থীকে সাময়িকভাবে বহিষ্কার করার সিদ্ধান্তের কথা জানায় কর্তৃপক্ষ। সেই সঙ্গে আগামী ২ মে থেকে সব আবাসিক হল শিক্ষার্থীদের জন্য খুলে দেওয়া এবং ৪ মে থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব শিক্ষা কার্যক্রম শুরুর সিদ্ধান্ত হয়। এর মধ্যে গত ১৫ এপ্রিল শিক্ষার্থীরা উপাচার্য মুহাম্মদ মাছুদের পদত্যাগের এক দফা দাবির ঘোষণা দেন। এদিন আন্দোলনকারীরা কুয়েটের ছেলেদের ছয়টি হলের তালা ভেঙে হলগুলোতে অবস্থান নেন।

## রাজনৈতিক দল নিবন্ধনে সময়

২০ এপ্রিল পর্যন্ত সময় নির্ধারণ করা হয়। পরে বিভিন্ন অনিবন্ধিত রাজনৈতিক দল সময় বৃদ্ধির আবেদন করলে কমিশন সেই বিষয়টি বিবেচনা করে সময়সীমা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয়।

## বাংলাদেশকে ১০০ মিলিয়ন ডলার

ওপর বছরে ০ দশমিক ২৫ শতাংশ হারে কমিটমেন্ট ফি প্রযোজ্য হবে। ঋণের মেয়াদ ১৮ বছর, যার মধ্যে তিন বছর গ্রেস পিরিয়ড থাকবে। ওপেক ফান্ড ১৯৭৭-৭৮ অর্থবছর থেকে বাংলাদেশের উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে কাজ করছে। প্রতিষ্ঠানটি মূলত সড়ক যোগাযোগ ও বিদ্যুৎ খাতসহ বিভিন্ন অবকাঠামোগত প্রকল্পে অর্থায়ন করে আসছে। ইআরডি আরও জানায়, এ পর্যন্ত ওএফআইডি বাংলাদেশে ৩২টি সরকারি খাতে মোট ৬৯৩ দশমিক ৬১ মিলিয়ন ডলার এবং বেসরকারি খাতে ৩১০ দশমিক ২১ মিলিয়ন ডলার সহায়তা দিয়েছে।

## ভারতে জম্মু-কাশ্মীরে বন্দুক

শ্রীনগরের উদ্দেশ্যে রওনা দেন অমিত শাহ এবং সেখানে একটি জরুরি বৈঠকে বসবেন তিনি। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, অস্ত্রধারীরা যখন গুলি চালানো শুরু করে, তখন স্থানীয়রা যারা পর্যটকদের কাছে মালামাল বিক্রি করেন, তারা নিরাপদস্থানে সরে যান। এতে করে শুধুমাত্র পর্যটকরা গোলাগুলির মাঝে পড়েন। তখন তাদের ওপর নির্বিচার গুলি ছোড়া হয়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ মোদি এ ঘটনায় নিন্দা জানিয়েছেন। একই সঙ্গে সন্ত্রসবাদ দমনে আরও কঠোর হওয়ার কথা বলেছেন তিনি।

## কাশ্মীরে হামলা: ভারত-পাকিস্তান

পাকিস্তানের সেনাপ্রধান জেনারেল আসিম মুনীর কাশ্মীরকে 'আমাদের শিরার ধমনীর সঙ্গে যুক্ত' বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, আমরা কাশ্মীরের কথা ভুলবো না এবং আমাদের কাশ্মীরি ভাইদের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবো না। ভারতের সাবেক নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা মনে করছেন, মার্কিন ভাইস-প্রেসিডেন্ট জে ডি ভ্যান্স ও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিদেশ সফরের সময় এই হামলা চালানো হয়েছে আন্তর্জাতিক নজর কাড়ার জন্য এবং কাশ্মীরের পর্যটন খাতকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য। সেখানে কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই একটি বড় হিন্দু তীর্থযাত্রা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। ২০২৪ সালের জুনে হিন্দু তীর্থযাত্রীদের বহনকারী একটি বাস পাহাড়ি গিরিখাতে পড়ে গেলে নয়জন নিহত হন। সেই ঘটনাও সন্ত্রাসী হামলার ফল বলে মনে করা হয়। সে সময় ভারত ব্যাপক নিরাপত্তা অভিযান চালায়। এবারের ঘটনার পর আরও কঠোর পদক্ষেপের জন্য জনমত তৈরি হচ্ছে।

## জুলাই-আগস্ট আন্দোলনের মামলার

পুলিশ কিভাবে কাজ করবে, তা উল্লেখ করা আছে। তাই আদেশটি আমাদের সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক, সিআরপিসির সঙ্গে সাংঘর্ষিক, পুলিশ রেগুলেন্স অব বেঙ্গলের সঙ্গেও সাংঘর্ষিক।' তিনি মনে করেন, 'এই অফিস আদেশটি পুলিশকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে। এর ফলে সমাজে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হতে পারে- এমনকি এরকম একটি আদেশ পালন করতে গেলে পুলিশের বিরুদ্ধে অতীতে যেভাবে অভিযোগ দেখেছিলাম, সেই আশঙ্কাও ফের তৈরি হবে। সবচেয়ে বড় কথা, ফৌজদারি অপরাধীরা আইনের আওতায় আসবে, এটাই শ্বাশত নিয়ম।' বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকে কেন্দ্র করে দায়ের করা মামলায় আসামিদের গ্রেপ্তারে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি নিতে হবে বলে ডিএমপি কমিশনারের পক্ষে স্বাক্ষরিত অফিস আদেশের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে রিটের শুনানি গত সোমবার (২১ এপ্রিল) অনুষ্ঠিত হয়। এরপর রায়ের জন্য বুধবার দিন ধার্য করেছিলেন হাইকোর্ট। ওইদিন আদালতে রিট আবেদনটি শুনানির জন্য উপস্থাপন করেন ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজল। এ রিট মামলায় স্বরাষ্ট্র সচিব, পুলিশের আইজি, ডিএমপি কমিশনার, ডিবি প্রধান, সিআইডি প্রধান, এসবি প্রধানকে বিবাদী করা হয়েছে। গত ২০ এপ্রিল বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকে কেন্দ্র করে দায়ের করা মামলায় আসামিদের গ্রেপ্তারে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি নিতে হবে বলে ডিএমপি কমিশনারের পক্ষে স্বাক্ষরিত অফিস আদেশের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে রিটটি করা হয়। সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মো. জসিম উদ্দিন রিটটি করেন। এর আগে গত ৯ এপ্রিল ডিএমপির যুগ্ম কমিশনার (ক্রাইম) মো. ফারুক হোসেন স্বাক্ষরিত এক অফিস আদেশে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের মামলায় তদন্তে উপযুক্ত প্রমাণ ও ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া এজাহারভুক্ত আসামিকে গ্রেপ্তার না করার নির্দেশ দেওয়া হয়। আদেশে বলা হয়, বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন সংক্রান্তে রুজুকৃত মামলায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে এজাহারভুক্ত আসামির সংখ্যা অধিক। এসব মামলার এজাহারনামীয় কিংবা তদন্তে প্রাপ্ত আসামি গ্রেপ্তারের নিমিত্তে উপযুক্ত প্রমাণসহ (ভিকটিম/বাদী/প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী, ঘটনা সংশ্লিষ্ট ভিডিও/অডিও/ স্থির চিত্র ও সিডিআর ইত্যাদি) অবশ্যই ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে গ্রেপ্তার করতে হবে। উপযুক্ত প্রমাণ ও ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের ঘটনার মামলার এজাহারভুক্ত কিংবা তদন্তে প্রাপ্ত কোনো আসামি গ্রেপ্তার না করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।'

## ভারতীয় দূতাবাস অভিমুখে খেলাফত

১৯৪৭-এ দেশভাগের পর থেকেই ভারতে মুসলমানদের বঞ্চনা শুরু। মুসলমানের বিরুদ্ধে নির্যাতন-নিপীড়নের এই উন্মত্ততা ধীরে ধীরে গোটা ভারতে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায়। হিন্দু উগ্রবাদী বিজেপি সরকারের অধীনে এই নির্যাতন বহুমাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে। লিফলেটে উল্লেখ করা হয়েছে, অব্যাহত ধ্বংসযজ্ঞ, দখল, অবৈধ অধিগ্রহণকে আইনি বৈধতা দিতে সম্প্রতি ভারতের সংসদে নিবর্তনমূলক বিতর্কিত 'ওয়াকফ আইন সংশোধনী বিল ২০২৫' পাস হয়েছে। এই আইনের মাধ্যমে মুসলমানদের ধর্মীয় সম্পত্তি (মসজিদ, কবরস্থান, মাদরাসা, খানকা ইত্যাদি) রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের আওতায় চলে যাচ্ছে। এটি একটি সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের অংশ, যাতে মুসলিম সমাজকে ধ্বংস করা যায়। নতুন সংশোধনীতে ওয়াকফ বোর্ডের গঠনতন্ত্র পরিবর্তন, অমুসলিমদের (মূলত হিন্দুদের) সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা, কোনো সম্পত্তি ওয়াকফ বলে বিবেচিত হবে, কোনটা হবে না, সরকারকে তা নির্ধারণের কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছে। অথচ ওয়াকফ সম্পদ পরিচালনা ও ভোগের একমাত্র হকদার মুসলমামরা। এতে আরও লিখা হয়, ভারতে ওয়াকফ সম্পত্তি হিসেবে প্রায় ৯ লাখ স্থাপনা রয়েছে, জমির পরিমাণ প্রায় ১০ লাখ একর। এসব সম্পদের দাম আনুমানিক দেড় হাজার কোটি মার্কিন ডলার। সবমিলিয়ে হিসেব করলে ভারতীয় সেনাবাহিনী ও রেলওয়ের পর তৃতীয় সর্বোচ্চ ভূমির মালিক হচ্ছে মুসলমানদের ওয়াকফ প্রতিষ্ঠান। এছাড়া অন্তর্বর্তী সরকারকে উদ্দেশ করে খেলাফত মজলিস জানায়, ভারত সরকারের অব্যাহত মুসলিম নির্যাতনের বিরুদ্ধে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কোনো ভূমিকা দৃশ্যমান নয়। অথচ, ভারত সরকার ও তার হলুদ-মিডিয়াগুলো অব্যাহতভাবে বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সংখ্যালঘু নির্যাতনের গোয়েবলসীয় প্রোপাগান্ডা চালিয়ে যাচ্ছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ সরকারকে নির্যাতিত ভারতীয় মুসলমানদের পাশে দাঁড়ানো উচিত। ভারতে মুসলমানদের উপর চলমান নিপীড়ন-নিধন, মসজিদ ভাঙ্গা ও নামাজে বাধা, মুসলিমদের উপর দাঙ্গা, হত্যা ও গণপিটুনি, হিজাব নিষিদ্ধকরণ, মিথ্যা মামলায় মুসলিম যুবকদের গ্রেপ্তার, মুসলমানদের ব্যবসা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান টার্গেট করা এবং এই বিতর্কিত ওয়াকফ সংশোধনী বিল-২০২৫ এর ব্যাপারে আমরা বাংলাদেশের মুসলমান হিসেবে কীভাবে চুপ থাকতে পারি

## ঢাকায় আসছেন ইতালির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

২০ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ সফর করেন। সেটি ছিল গত ৮ বছরের মধ্যে ইতালি থেকে বাংলাদেশে মন্ত্রী পর্যায়ের প্রথম সফর। ইতালির ভাইস মিনিস্টারের সফরের ধারাবাহিকতায় এবার দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ঢাকায় আসছেন।

## নির্বাচন দ্রুত দেওয়ার লক্ষণ

কী আর না গেলেই কী! আপনাদের বাংলাদেশে কে চিনতো! এখন ধমক দেন, আপনারা নির্বাচনে যাবেন না। এগুলো করে কোনও লাভ নেই। নির্বাচনটা যথাসময়ে হবে, এটা আমরা আশা করতে পারি। খুব দ্রুত নির্বাচন হওয়ার সম্ভাবনা কম। কিন্তু আমি আশা করছি, নির্বাচনটা হবে। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে নিয়ে মির্জা আব্বাস বলেন, আমরা আজ থেকে ২০ বছর আগে তাকে যেমন দেখেছি, এখন দেখছি অনেক তফাৎ। আজ তারেক রহমান ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করছেন এবং সঠিকভাবে পালন করছেন। যারা এক সময় তাকে পছন্দ করতেন না, তারাও আজ বলতে বাধ্য হচ্ছেন, তারেক রহমানের মধ্যে ম্যাচুরিটি এসেছে। এটা শুনতে ভালো লাগে আমাদের। তিনি বলেন, আজ আমাদের দেশের একটা অবস্থা এসেছে নির্বাচন না সংস্কার। তবে আমি বলতে চাই, নির্বাচনের বিকল্প কেবল নির্বাচনই হতে পারে। অন্য কোনোকিছু হতে পারে না। । এখন আমরা কথা বললেই বলবে, মির্জা আব্বাস সংস্কারের বিরুদ্ধে কথা বলে, সংস্কার চায় না। কিন্তু আমাদের জন্য, নির্বাচনের জন্য, দেশের জন্য, দেশের মানুষের জন্য যে সংস্কারটুকুর প্রয়োজন, আমরা সেটুকু চাই। মির্জা আব্বাস বলেন, আমি একবার বলেছিলাম, আপনারা যে সংস্কারের কথা বলছেন সব মানা যাবে না। সেই কথাটিকে টুইস্ট করে আমাদের বিদেশে অবস্থানরত তথাকথিত সাংবাদিক এমনভাবে বললেন...বিএনপি সংস্কার চায় না, মির্জা আব্বাস সংস্কার চায় না। এমন কী সালমান রহমানের টাকা খেয়ে যার স্বাস্থ্য-চেহারা মোটা হয়েছে তিনি প্রায়ই ফেসবুকে এসে বলেন, কেন মির্জা আব্বাস মানবেন না। বিএনপির এই স্থায়ী কমিটির সদস্য বলেন, আমি এ দেশে মৃত্যুদণ্ড মাথায় নিয়ে জেলে থেকেছি, পালিয়ে যাইনি। আপনারা তো পালিয়ে গিয়ে লম্বা লম্বা কথা বলছেন। আমি বলতে চাই, যারা দেশের বাইরে আছেন...ইউটিউবার যারা আছেন; আমরা রাজনীতি ছেড়ে দেবো আপনারা দেশে আসেন। আপনাদের অনেক জ্ঞান, অনেক বুদ্ধি। আপনাদের জ্ঞান-বুদ্ধি আমাদের অনেক প্রয়োজন। আপনারা দয়া করে দেশে আসেন। বুদ্ধি দেন, কথা বলেন, কাজ করেন, মেনে নেবো। মির্জা আব্বাস বলেন, এনসিপির একজন বলে ফেললেন, এখন নির্বাচন করা সম্ভব না। কারণ প্রশাসনের সব জায়গায় বিএনপির লোক বসা আছে। ১৭ বছর আওয়ামী লীগ দেশ শাসন করলো, আপনি বিএনপির লোক কই পাইলেন আমি বুঝলাম না। বিএনপি আওয়ামী লীগকে পুনর্বাসনের চেষ্টা করছে অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বলেন, ইদানিং একটা গ্রুপ ফেসবুকে বলার চেষ্টা করছে, বিএনপি আওয়ামী লীগকে পুনর্বাসনের চেষ্টা করছে। ১৭ বছর তাদের (আওয়ামী লীগ) যন্ত্রণায় পাগল হয়ে গেছি। পরিবার-পরিজনসহ অশান্তিতে ভুগেছি। বিএনপি অনেকের পরিবার ধ্বংস হয়ে গেছে আওয়ামী লীগের অত্যাচারের কারণে। বরং আমি বলতে চাই, আওয়ামী লীগকে যারা দেশে পুনর্বাসিত করার চেষ্টা করবে, তাদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে। এই দেশে আওয়ামী লীগের অবস্থান থাকতে পারে না। শেখ হাসিনাসহ আওয়ামী লীগের সব নেতাকর্মীসহ প্রশাসনের ব্যক্তি সবার বিচার হতে হবে। তিনি আরও বলেন, যে দলই হোক, বিএনপি-জামায়াত, এনসিপিসহ অন্যান্য সব দলকে জাতীয় স্বার্থে, দেশের স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। বাংলাদেশি জনগণের একটাই শক্তি রয়েছে, সেটা হলো ঐক্য। সেটা আমরা জুলাই-আগস্টে প্রমাণ করেছি। জাতীয় ঐক্যের মাধ্যমে আমরা এ দেশকে থেকে স্বৈরাচারকে বিদায় করতে পেরেছি। আমাদের বিপরীত শক্তি আমাদের বিভক্ত করার চেষ্টা করছে। সেদিকে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। কয়েকজন সোশ্যাল মিডিয়ার একটিভিস্টদের উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, তাদের কাজ হলো দেশের মধ্যে একটা অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরি করে রাখা। তাদের থেকে আমাদের সাবধান থাকতে হবে। জাতির বিবেক এখনও অন্ধ হয়ে যায়নি। দু-একজন লোকের কথায় সব শেষ হয়ে যায়নি। শেষ হয়ে যাবে না। তিনি বলেন, আজ আমাদের যে নির্বাচন ব্যবস্থা এটা কিন্তু ধসে পড়া। এই নির্বাচন ব্যবস্থাকে ড. মুহাম্মদ ইউনূস ঠিক করার চেষ্টা করছেন। কিন্তু নির্বাচন নিয়ে কোনও প্রকার ধোঁয়াশা সৃষ্টি করা যাবে না। প্রধান উপদেষ্টার উদ্দেশে আব্বাস বলেন, কয়েকদিন আগে শফিউর রহমান নামে একজন লোক নিয়োগ হয়েছে। সে তো আওয়ামী লীগের প্রোডাক্ট। আওয়ামী লীগের প্রোডাক্ট কিন্তু আপনার ডানে-বামেও আছে। সচিবালয়ের চার জন সচিব, এর বাইরে আরেকজন সচিব মর্যাদায় রয়েছে, এই মোট পাঁচ জন এবং আপনার উপদেষ্টা পরিষদের কিছু লোক আপনাকে সঠিক রাস্তায় চলতে দেবে না। আপনার সারা জীবনের অর্জন কিন্তু তারা শেষ করে দেবে। আপনি দয়া করে তাদের কাছ থেকে সাবধানে থাকবেন। আপনার সফলতার ওপর নির্ভর করছে আমাদের দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব।

## কাঠগড়ায় কাঁদলেন ব্যারিস্টার তুরিন

কোনোকালে আমার রাজনৈতিক পদ-পদবি ছিল না। আমি শুধু পেশাগত দায়িত্ব পালন করেছি। আমি শারীরিকভাবে অসুস্থ। আমি হাঁটতে পারি না। পরে মহানগর পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) ওমর ফারুক ফারুকী বলেন, সে যা বলছে সত্য না। মিথ্যা কথা বলে এ ঘটনা অন্যদিকে ঘোরানোর চেষ্টা করছেন। আদালতে প্যানিক সৃষ্টি করছেন। তখন তুরিন নিজের পায়ে নির্যাতনের চিহ্ন বিচারককে দেখান। শুনানি শেষে তাকে উত্তরা পশ্চিম থানার সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. মাহবুবুর রহমানের আদালত গ্রেপ্তার দেখান। এরপর পুলিশি পাহারায় তাকে হাজতখানায় নেওয়া হয়। এ সময়ও তাকে হাস্যোজ্জ্বল দেখা যায়। তবে তিনি কোনো কথা বলেননি। ৭ এপ্রিল রাতে উত্তরার একটি বাসায় অভিযান চালিয়ে তুরিন আফরোজকে গ্রেপ্তার করা হয়। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে আব্দুল জব্বার নামে এক শিক্ষার্থীকে হত্যাচেষ্টা মামলায় ৮ এপ্রিল তার চার দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত। রিমান্ড শেষে ১২ এপ্রিল তাকে কারাগারে পাঠানো হয়। সেই থেকে তিনি কারাগারে আটক রয়েছেন।

## অর্থপাচারকারী ৭০ ভিআইপিকে

এস ইউ আহমেদ, শেহতাজ মুন্সী খান, এ কে এম ফজলুর রহমান, আবু ইউসুফ মো. আবদুল্লাহ, চৌধুরী নাফিজ সরাফাত, গুলজার আলম চৌধুরী, হাসান আশিক তাইমুর ইসলাম, হাসান রেজা মহিদুল ইসলাম, খালেদ মাহমুদ, এম সাজ্জাদ আলম, মোহাম্মদ ইয়াসিন আলী, মোস্তফা আমির ফয়সাল, রিফাত আলী ভূঁইয়া, সালিমুল হক ঈসা/হাকিম মোহাম্মদ ঈসা, সৈয়দ এ কে আনোয়ারুজ্জামান/সৈয়দ কামরুজ্জামান, সৈয়দ সালমান মাসুদ, সৈয়দ সাইমুল হক, আবদুল হাই সরকার, আহমেদ সামীর পাশা, ফাহমিদা শবনম চৈতি, মো. আবুল কালাম, ফাতেমা বেগম কামাল, মোহাম্মদ আল রুমান খান, মায়নুল হক সিদ্দিকী, মুনিয়া আওয়ান, সাদিক হোসেন মো. শাকিল, আবদুল্লাহ মামুন মারুফ, মোহাম্মদ আরমান হোসেন, মোহাম্মদ শওকত হোসেন সিদ্দিকী, মোস্তফা জামাল নাসের, আহমেদ ইমরান চৌধুরী, বিল্লাল হোসেন, এম এ হাশেম, মোহাম্মদ মাইন উদ্দিন চৌধুরী, নাতাশা নূর মুমু, সৈয়দ মিজান মোহাম্মদ আবু হানিফ সিদ্দিকী, সায়েদা দুররাক সিনদা জারা, আহমেদ ইফজাল চৌধুরী, ফারহানা মোনেম, ফারজানা আনজুম খান, কে এইচ মশিউর রহমান, এম এ সালাম, মো. আলী হোসেন, মোহাম্মদ ইমদাদুল হক ভরসা, মোহাম্মদ ইমরান, মোহাম্মদ রোহেন কবীর, মনজিলা মোর্শেদ, মোহাম্মদ সানাউল্যাহ চৌধুরী, মোহাম্মদ সরফুল ইসলাম, সৈয়দ রফিকুল আলম ও আনিসুজ্জামান চৌধুরী। এর আগে, ২০২৩ সালের ১৬ এপ্রিল দুবাইয়ে অর্থপাচার এবং এর সঙ্গে জড়িতদের তথ্য-উপাত্ত জানতে বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে চিঠি দিয়েছিল দুদক। ওই বছরের ১০ এপ্রিল এ সংক্রান্ত অভিযোগ অনুসন্ধানে তিন সদস্যের একটি টিম গঠন করে দুদক। পরে গত বছরের ১৬ জানুয়ারি সুপ্রিম কোর্ট থেকে দুবাইয়ে অবস্থানরত ৪৫৯ বাংলাদেশি নাগরিকের সম্পদ কেনার অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত করতে দুদকসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল। অভিযোগের বিষয়ে দুদকসহ বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে প্রকাশ্যে-গোপনে বিপুল পরিমাণ মূলধন স্থানান্তরিত হচ্ছে দুবাইয়ে। এ অর্থ পুনর্বিনিয়োগে ফুলে ফেঁপে উঠছে দুবাইয়ের আর্থিক, ভূসম্পত্তি ও আবাসনসহ (রিয়েল এস্টেট) বিভিন্ন খাত। ২০২০ সাল পর্যন্ত ৪৫৯ জন বাংলাদেশির মালিকানায় সেখানে মোট ৯৭২টি প্রপার্টি কেনার তথ্য রয়েছে। কাগজে-কলমে যার মূল্য সাড়ে ৩১ কোটি ডলার। তবে প্রকৃতপক্ষে এসব সম্পত্তি কিনতে ক্রেতাদের ব্যয়ের পরিমাণ আরও অনেক বেশি হতে পারে। সূত্র বলছে, গত দুই বছরে দুবাইয়ে বাংলাদেশিদের প্রপার্টি কেনার প্রবণতা ব্যাপক মাত্রায় বেড়েছে। এসময়ের মধ্যে বিপুল পরিমাণ সম্পত্তি কিনেছেন বাংলাদেশিরা, যার তথ্য তারা দেশে পুরোপুরি গোপন করেছেন। এমনকি বৈশ্বিক নেতিবাচক অর্থনীতির মধ্যেও দেশটির রিয়েল এস্টেট খাতের বিদেশি প্রপার্টি ক্রেতাদের মধ্যে শীর্ষে বাংলাদেশিরা। এদিক থেকে নেদারল্যান্ডস, সুইজারল্যান্ড, চীন ও জার্মানির মতো দেশগুলোর বাসিন্দাদেরও পেছনে ফেলেছেন তারা।

## নারায়ণগঞ্জে ঝুটের গুদাম ও ছাপা কারখানায় আগুন

**স্টাফ রিপোর্টার :** নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় আগুনে পুড়েছে দুটি প্রতিষ্ঠান। ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট দুই ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে এনেছে। তবে এই ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি। গত মঙ্গলবার দিবাগত রাতে ফতুল্লার সস্তাপুর হযরত শাহের মাজার সংলগ্ন এলাকায় আগুনে প্রতিষ্ঠান দুটির মালামাল ও যন্ত্রপাতি পুড়ে গেছে। ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠান দুটি হলো ওই এলাকার হৃদয় আহমেদের মালিকানাধীন ঝুটের গুদাম এবং এমরান মিয়ার মালিকানাধীন গেঞ্জি কাপড়ের ছাপা কারখানা। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ফতুল্লায় রাত দেড়টায় হঠাৎ হৃদয় আহমেদের ঝুটের গুদামে আগুন লাগে। পরে আগুনের লেলিহান শিখা অনেক উপড়ে উঠে যায়। তখন আশপাশের বাড়িঘরের লোকজন চারপাশ দিয়ে পানি ছিটিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেন। এ সময় আগুনের তীব্রতা বেড়ে গিয়ে ঝুটের গুদামের পাশে এমরান মিয়ার গেঞ্জির ছাপা কারখানায় ছড়িয়ে পড়ে। এরপর স্থানীয়রা নারায়ণগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসে ফোন করেন। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট এসে আগুন নিয়ন্ত্রণ করে। বিষয়টি নিশ্চিত করে নারায়ণগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের সহকারী উপপরিচালক আব্দুল্লাহ আল আরেফিন বলেন, 'খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট দুই ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে এনেছে। এই ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি। তদন্ত করে আগুন লাগার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বলা সম্ভব হবে।

## পল্লী সঞ্চয়ের ২৪ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা কেন নয়, হাইকোর্টের রুল

**স্টাফ রিপোর্টার :** পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের ২৪ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ ও বিভাগীয় কার্যক্রম কেন নেওয়া হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট। একইসঙ্গে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার ও সিস্টেম অ্যানালিস্ট পদে বেআইনি নিয়মিতকরণের প্রক্রিয়ায় সরাসরি যুক্ত ছিলেন, তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ ও বিভাগীয় কার্যক্রম শুরু করতে ব্যর্থ হওয়াকে বেআইনি ঘোষণা করা হবে না, রুলে তাও জানতে চাওয়া হয়েছে। চার সপ্তাহের মধ্যে রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে। গতকাল বুধবার আদেশের বিষয়ে নিশ্চিত করেছেন আইনজীবী মো. মনিরুল ইসলাম মিয়া। বিচারপতি মো. আকরাম হোসেন চৌধুরী ও বিচারপতি দেবাশীষ রায় চৌধুরীর সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ এ রুল দেন। রিটকারী আইনজীবী মো. মনিরুল ইসলাম মিয়া বলেন, ২০২২ সালের ১৮ মে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকে সিস্টেম অ্যানালিস্ট ও সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার পদে নিয়োগের নিমিত্তে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির ভিত্তিতে ২৩ জন সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার ২০২৩ সালের ১০ জুলাই থেকে ২০২৪ সালের ১ এপ্রিলের মধ্যে বিভিন্ন সময় এবং একজন সিস্টেম অ্যানালিস্ট ২০২৩ সালের ১৭ জানুয়ারি যোগদান করেন। ২০২৪ সালের ৭ আগস্ট তাদের শিক্ষানবিশকাল শেষ হওয়ার আগেই, ব্যাংকের তৎকালীন ব্যবস্থাপনা পরিচালককে নিজ অফিস কক্ষে অবরুদ্ধ করে ও পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক (কর্মকর্তা/কর্মচারী) চাকরি প্রবিধানমালা, ২০২২ প্রবিধি ৬ লঙ্ঘন করে ২ বছর হওয়ার আগে/শিক্ষানবিশ শেষ হওয়ার আগে চাকরি স্থায়ী করার চিঠি মঞ্জুর করান। পরে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক পরিস্থিতির উল্লেখ করে সই করা অফিস আদেশটি বাতিল করেন। ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক স্থায়ী করার চিঠি অনুমোদনে বল প্রয়োগ ও আইন লঙ্ঘনের জন্য রমনা মডেল থানায় ২০২৪ সালের ১৩ আগস্ট একটি সাধারণ ডায়েরি করেন; যার নং ৩৫২। ওই বিষয়ে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের কর্মকর্তা সাইদুর রহমান ও রহমত নামে দুই কর্মকর্তা পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টরের কাছে এই সংক্রান্ত অভিযোগ করেন। অভিযোগ নিষ্পত্তি না করায় রিট দায়ের করা হয়।

## আসামি গ্রেপ্তারে পূর্বানুমতি সংক্রান্ত পুলিশের সার্কুলার স্থগিত

**স্টাফ রিপোর্টার :** বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকে কেন্দ্র করে দায়ের করা মামলায় আসামিদের গ্রেপ্তারে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি নিতে হবে বলে ডিএমপি কমিশনারের পক্ষে সই করা অফিস আদেশের কার্যকারিতা তিন মাসের জন্য স্থগিত করেছেন হাইকোর্ট। একইসঙ্গে ওই অফিস আদেশ কেন বেআইনি হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন আদালত। বিবিদীদের এ রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে। এ সংক্রান্ত রিটের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে গতকাল বুধবার বিচারপতি ফাতেমা নজীব এবং বিচারপতি শিকদার মাহমুদুর রাজীর সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দেন। আদালতে রিটের পক্ষে শুনানি করেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজল। তিনি বলেন, দেশ ও জাতির স্বার্থে এই মামলায় বিনা পয়সায় লড়েছি। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকে কেন্দ্র করে দায়ের করা মামলায় আসামিদের গ্রেপ্তারে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি নিতে হবে বলে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি) কমিশনারের পক্ষে সই করা অফিস আদেশের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে গত ২০ এপ্রিল হাইকোর্টে রিট দায়ের করা হয়। হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখায় সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মো. জসিম উদ্দিন রিটটি দায়ের করেন। রিটে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সচিব, পুলিশের মহাপরিচালকসহ সংশ্লিষ্টদের বিবাদী করা হয়েছে। গত ৯ এপ্রিল ডিএমপির এক অফিস আদেশে বলা হয়, বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন সংক্রান্ত মামলায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে এজাহার নামীয় আসামির সংখ্যার বেশি। এসব মামলার এজাহারনামীয় কিংবা তদন্তে আসামি গ্রেপ্তারের জন্য উপযুক্ত প্রমাণসহ অবশ্যই ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে গ্রেপ্তার করতে হবে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া বৈষম্যবিরোধী মামলার এজাহারনামীয় কিংবা তদন্তে পাওয়া কোনো আসামি গ্রেপ্তার না করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

## কুমিল্লায় ট্রেনে কাটা পড়ে নিহত ৩

**স্টাফ রিপোর্টার :** কুমিল্লার বুড়িচংয়ে ট্রেনে কাটা পড়ে তিন জন নিহত হয়েছেন। গতকাল বুধবার ভোর সাড়ে ৪টার দিকে উপজেলার মাধবপুর বাংলো ঘর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। বেলা ১১টা পর্যন্ত নিহতদের পরিচয় জানা যায়নি। কুমিল্লা রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ সোহেল মোল্লা বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, ঢাকা থেকে চট্টগ্রামগামী লাইনে ভোরের যেকোনো সময় এই তিন জন ট্রেনে কাটা পড়েন। তিনি আরও বলেন, পরনের কাপড় ও শরীরের গঠন দেখে তাদের যুবক মনে হচ্ছে। ঘটনাস্থলে আছি। কোন ট্রেনে তারা কাটা পড়েছেন, বিষয়টি জানার চেষ্টা করছি। লাশ উদ্ধার করে ফাঁড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

## হবিগঞ্জে গাড়ি পোড়ানোর মামলায় যুবলীগ নেতা গ্রেপ্তার

**স্টাফ রিপোর্টার :** হবিগঞ্জের নবীগঞ্জ পৌরসভার সাবেক প্রভাবশালী কাউন্সিলর ও যুবলীগ নেতা নানু মিয়াকে (৪৫) গ্রেপ্তার করেছে নবীগঞ্জ থানা পুলিশ। তাকে গ্রেপ্তারের পর তার অনুসারীরা থানার সামনে জড়ো হয়ে বিএনপির দলীয় স্লোগান দেন। গত মঙ্গলবার রাত ১০টার দিকে নবীগঞ্জ শহরের ওসমানী রোডের শারফিন সুপার মার্কেট থেকে নবীগঞ্জ থানা পুলিশ নানু মিয়াকে গ্রেপ্তার করে। তিনি নবীগঞ্জ পৌরসভার ৩নং ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর ও নবীগঞ্জ পৌর যুবলীগের সদস্য এবং উপজেলা তথ্য প্রযুক্তি লীগের সভাপতি। পুলিশ জানায়, গত ১৮ ফেব্রুয়ারি সারা দেশে হরতালের ডাক দেয় আওয়ামী লীগ। ওই দিন সকালে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের নবীগঞ্জ উপজেলার গজনাইপুর এলাকায় একটি প্রাইভেটকারে আগুন দিয়ে নাশকতার চেষ্টা করে দুর্বৃত্তরা। এ ঘটনায় পরদিন ১৯ ফেব্রুয়ারি গোপলার বাজার তদন্ত কেন্দ্রের এসআই স্বাধীন চন্দ্র তালুকদার বাদী হয়ে অজ্ঞাতদের আসামি করে নবীগঞ্জ থানায় বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা করেন। পুলিশের দাবি, নাশকতার ঘটনায় বিশেষ ক্ষমতা আইনের মামলার তদন্তে নানু মিয়ার সম্পৃক্ততা পায় পুলিশ। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রাত ১০টার দিকে নবীগঞ্জ থানার ওসি কামাল হোসেনের নেতৃত্বে একদল পুলিশ নবীগঞ্জ শহরের ওসমানী রোডের শারফিন সুপার মার্কেটে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করে। এদিকে, নানু মিয়াকে গ্রেপ্তারের পরপর নানুর অনুসারী ২৫-৩০ জন যুবক নবীগঞ্জ থানার সামনে জড়ো হয়ে তার মুক্তির দাবি করেন। তারা সেখানে বিএনপির দলীয় বিভিন্ন স্লোগান দেন। নবীগঞ্জ থানার ওসি কামাল হোসেন বলেন, ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে নাশকতার মামলার তদন্তে নানু মিয়ার নাম উঠে আসে। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে নবীগঞ্জ শহরের ওসমানী রোড থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

## সাবেক এমপিকে কটূক্তি করায় দলের সব পদ থেকে বিএনপি নেতাকে বহিষ্কার

**স্টাফ রিপোর্টার :** মৌলভীবাজার-৩ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য এম নাসের রহমানকে কটূক্তি করে বক্তব্য দেওয়ায় বিএনপির এক নেতাকে বহিষ্কার করা হয়েছে। গত মঙ্গলবার রাতে মৌলভীবাজার জেলা বিএনপির আহ্বায়ক ফয়জুল করিম ময়ূন ও সদস্য সচিব আব্দুর রহিম রিপন স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়। বিবৃতিতে জেলা বিএনপির নেতৃবৃন্দ বলেন, গত ১৫ এপ্রিল মৌলভীবাজার সদর উপজেলার একাটুনা ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডের দলীয় কর্মী সভায় সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি নুরুল ইসলাম নানু মিয়া মৌলভীবাজার-৩ আসনের সাবেক এমপি, মৌলভীবাজার জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি, বিএনপি কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য, জেলা আহ্বায়ক কমিটির সদস্য এম নাসের রহমানকে নিয়ে কটূক্তি ও কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি। তার এই ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ দলীয় শৃঙ্খলার পরিপন্থি। দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য তাকে দল থেকে প্রাথমিক সদস্যপদ সহ সব পর্যায়ের পদ পদবী থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো। মৌলভীবাজার জেলা বিএনপির আহ্বায়ক ফয়জুল করিম ময়ূন বলেন, বিএনপির দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের কারণে তার বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সোমবার নুরুল ইসলাম নানু মিয়াকে চিঠি দিয়ে বলা হয়েছে, এরকম কটূক্তি ও কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য প্রদান দলীয় গঠনতন্ত্র পরিপন্থি। এই আচরণ ও দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের কারণে বিএনপির প্রাথমিক সদস্য পদসহ সব পর্যায়ের পদ থেকে তাকে বহিষ্কার করা হয়।

## বিড়ালসহ বিপন্ন বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে সচেতনতামূলক বিশেষ ভ্যান চালু

**স্টাফ রিপোর্টার :** মেছো বিড়ালসহ বিপন্ন বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে সচেতনতা বাড়াতে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে চালু হয়েছে বিশেষ ভ্যান। এই ভ্যান ঘুরবে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ২১টি জেলা। জানাবে বন্যপ্রাণী রক্ষার কথা। সচেতন করবে সব শ্রেণি-পেশার মানুষকে। গত মঙ্গলবার যশোরে এই সচেতনতামূলক ভ্যানের উদ্বোধন করেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। গতকাল বুধবার মন্ত্রণালয়ের পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। অনুষ্ঠানে উপদেষ্টা বলেন, প্রাণীর প্রতি আমাদের সহানুভূতিশীল হতে হবে। মেছো বিড়ালসহ সব বন্যপ্রাণী রক্ষায় সচেতনতা জরুরি। প্রাণীদের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে তাদের বাঁচাতে হবে। তিনি বলেন, অনেকে ভ্রান্ত ধারণা থেকে মেছো বিড়ালকে মেরে ফেলেন। অথচ এরা ক্ষতি করে না। বরং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ভূমিকা রাখে। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, বিশেষ করে গঙ্গা-প্লাবিত এলাকা জীববৈচিত্র্যে ভরপুর। কিন্তু এই এলাকায় প্রাণী সংরক্ষণের উদ্যোগ কম ছিল। এখানে আছে মেছো বিড়াল, ধূসর হনুমান, খেকশিয়াল, মদনটাক, ঈগল, মানিকজোড়সহ নানা বিরল প্রাণী। পদ্মা ও তার শাখা নদীতে দেখা যায় বিপন্ন ঘড়িয়াল ও বিলুপ্তপ্রায় কুমিরও। এক গবেষণায় দেখা গেছে, এই এলাকায় আছে ২৬০ প্রজাতির পাখি আছে। যা দেশের মোট পাখির ৪০ শতাংশের বেশি। কিন্তু যথাযথ সংরক্ষণ না থাকা ও বাসস্থান ধ্বংসের ফলে বন্যপ্রাণী আজ হুমকিতে। মানুষের বসতির কাছে চলে আসায় প্রাণীদের সঙ্গে দ্বন্দ্বও বাড়ছে। এতে প্রাণ হারাচ্ছে অনেক বন্যপ্রাণী। মেছো বিড়াল তার একটি দৃষ্টান্ত। যশোর-ফরিদপুর এলাকায় এর মৃত্যু হতো নিয়মিত। এই বিষয়টি উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসানের নজরে এলে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে শুরু হয়েছে নানা উদ্যোগ। এবছর প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে পালন করা হয়েছে বিশ্ব মেছো বিড়াল দিবস। মেছো বিড়ালসহ সব প্রাণী রক্ষায় এই সচেতনতামূলক ভ্যান কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে।

## লক্ষ্মীপুরে স্বেচ্ছাসেবক দলের কর্মী হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার ১৪

**স্টাফ রিপোর্টার :** লক্ষ্মীপুরের রায়পুরে বিএনপির দুপক্ষের সংঘর্ষে নিহত স্বেচ্ছাসেবক দল কর্মী মো. জসিম হত্যা মামলার এজাহারভুক্ত ১৪ আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)-৩ এর সদস্যরা। গত মঙ্গলবার রাতভর ঢাকার পল্টন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারদের গতকাল বুধবার আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সহকারী পুলিশ সুপার (রায়পুর-সার্কেল) মো. জামিলুল হক। গ্রেপ্তাররা হলোড় উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক ইমাম হোসেন গাজী (৬০), উত্তর চরবংশী ইউনিয়ন কৃষক দলের সদস্য কৃষক দলের সদস্য আবুল খায়ের গাজী (৩৪), ইউনিয়ন যুবদলের সদস্য মো. সিদ্দিক আলী দেওয়ান (৪০), উত্তর চরবংশী ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ড যুবদলের সাবেক সভাপতি মো. সোলায়মান দেওয়ান (৫৮), উত্তর চরবংশী ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সাবেক সভাপতি মো. হানিফ দেওয়ান (৭০), ৮ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মো. হারুন বকসি (৪৮), সাবেক ছাত্রদল নেতা মো. শাহাদাত গাজী (২৮), খালিদ গাজী (৪৮), মো. জাকির হোসেন (৩৫), মো. আব্দুল মন্নান গাজী (৪৮), মো. নেসার উদ্দিন (৪৬), মো. মিজান সরদার (৩৫), মো. খিজির (৫২) ও মো. তসলিম উদ্দিন (৪০)। এরা সবাই রায়পুর উপজেলার উত্তর চরবংশী ইউনিয়নের বাসিন্দা। এজাহার ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত ৭ এপ্রিল বিএনপির দুপক্ষের সংঘর্ষের ঘটনায় কৃষক দল নেতা জিএম শামীম ও মোস্তফা গাজীর লোকজন জসিমকে পিটিয়ে ও কুপিয়ে আহত করে। ১৪ এপ্রিল ঢাকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। জসিমের পুরো শরীরে আঘাতের চিহ্ন ছিল।

## নারায়ণগঞ্জে স্ত্রীকে গলা কেটে হত্যা, স্বামী আটক

**স্টাফ রিপোর্টার :** নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার উপজেলার হাইজাদী ইউনিয়নের নারান্দী পশ্চিমপাড়া গ্রামে স্ত্রী সুলেখাকে (৪০) গলা কেটে হত্যা করার অভিযোগ উঠেছে স্বামী রব মিয়ার বিরুদ্ধে। গতকাল বুধবার এ ঘটনা ঘটেছে। নিহত সুলেখা পাশের নয়পাড়া গ্রামের আব্দুলের মেয়ে এবং ৪ জন কন্যা সন্তানের জননী। অপর দিকে ঘাতক স্বামী রব মিয়া নারান্দী এলাকার মৃত চান্দু মিয়ার ছেলে। স্থানীয় লোকজনের সূত্রে জানা গেছে, বাড়ির লোকজন গতকাল বুধবার সকালে নিহতের ঘরে গিয়ে দেখতে পায় যে, সুলেখার গলাকাটা অবস্থায় বিছানায় পড়ে আছে এবং তার স্বামী রক্তমাখা ধারালো ছুরি এবং পবিত্র কোরআন শরীফ সামনে নিয়ে মরদেহের পাশে বসে আছেন। রব মিয়া দীর্ঘদিন ধরে মানসিক ভারসাম্যহীন বলে এলাকাবাসী জানায়। এ খবর জানাজানি হলে নিহতের বাড়িতে শত শত জনতা ভিড় করে এবং পুলিশকে জানায়। সঙ্গে সঙ্গে থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে স্বামীকে মরদেহের পাশে ওই অবস্থায় দেখতে পায়।

সম্পাদকীয়

## ভরা মৌসুমেও বেড়েছে পেঁয়াজের দাম
# শক্তহাতে সিন্ডিকেট প্রতিহত করতে হবে

দেশে পেঁয়াজের ভরা মৌসুমের মধ্যেই হঠাৎ করে দাম বেড়ে গেছে। আগামী দিনে এ দাম আরো বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছেন ব্যবসায়ীরা। অভিযোগ উঠেছে, ভারত থেকে পেঁয়াজ আমদানির পাঁয়তারা করছেন কিছু আমদানিকারক। তাঁরাই সিন্ডিকেট করে দেশের বাজারে পেঁয়াজের দাম বাড়াচ্ছেন। অন্যদিকে পেঁয়াজের ভরা মৌসুমে দাম বাড়ার কারণে ক্ষোভ প্রকাশ করছে সাধারণ ক্রেতারা। ব্যবসায়ীরা বলছেন, আড়তে পেঁয়াজের সরবরাহ কমে যাওয়ায় হঠাৎ করেই পাইকারিতে দাম বেড়ে গেছে। ঢাকায় সবচেয়ে বেশি পেঁয়াজ আসে ফরিদপুর থেকে। ফরিদপুরে পেঁয়াজের দাম বাড়ায় স্বাভাবিকভাবেই ঢাকার বাজারে তার প্রভাব পড়ছে। খুচরা পেঁয়াজ বিক্রেতারা বলছেন, দাম বাড়ার পেছনে তাদের কোনো হাত নেই। পাইকারি বাজার থেকে যে দামে কেনেন, সে অনুযায়ী বিক্রি করেন তারা।

ঢাকায় সবচেয়ে বেশি পেঁয়াজ আসে ফরিদপুর থেকে। ফরিদপুরে পেঁয়াজের দাম বাড়ায় স্বাভাবিকভাবেই ঢাকার বাজারে তার প্রভাব পড়ছে। খুচরা পেঁয়াজ বিক্রেতারা বলছেন, দাম বাড়ার পেছনে তাদের কোনো হাত নেই। পাইকারি বাজার থেকে যে দামে কেনেন, সে অনুযায়ী বিক্রি করেন তারা।

আড়তদারদের ভাষ্য, এবার মুড়ি কাটা পেঁয়াজে কৃষকরা দাম না পেয়ে লোকসান গুনেছেন। ফলে তাঁরা হালি পেঁয়াজ সব বাজারে না ছেড়ে মজুদের দিকে ঝুঁকছেন। এতে সরবরাহ কমে গেছে, যার প্রভাব পড়েছে আড়ত, পাইকারি ও খুচরা পর্যায়ে। এদিকে পেঁয়াজের উৎপাদন মৌসুমে ন্যায্য দাম পাননি কৃষকরা। এখন তাঁদের হাতে তেমন পেঁয়াজ নেই, মজুদদারদের হাতে চলে গেছে পেঁয়াজ। এই সুযোগে সিন্ডিকেট করে তাঁরা দাম বাড়িয়ে বাজার অস্থির করার চেষ্টা করছেন বলে বাজারসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানিয়েছেন। সংশ্লিষ্টরা বলছে, বিষয়টি ব্যবসায়ীদের নেতিবাচক ব্যবসা চর্চার ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার এবং এই খাতে মধ্যস্বত্বভোগীদের কারসাজির অংশ। আগে ভারত থেকে পেঁয়াজ আসতে বিলম্ব হলেই এখানে দাম বেড়ে যেত। এখন পেঁয়াজের আড়তদার, কমিশন এজেন্ট, দাদন ব্যবসায়ীরা পেঁয়াজ কিনে মজুদ করে রাখছেন। সে কারণে দাম বেড়েছে। অন্যদিকে পেঁয়াজের বাজারে কোনো তদারকি নেই। ভোক্তা অধিদপ্তর বা জেলা প্রশাসন এখানে কোনো তদারকি করে না। বরাবরই দেখা যায়, একদল ব্যক্তি বা কম্পানি সুনির্দিষ্ট কোনো বিষয়ে পরস্পরের স্বার্থ সুরক্ষায় একত্রে কাজ করে সিন্ডিকেট তৈরি করে। ব্যবসায়ীদের অসাধু সিন্ডিকেটের কারণে এ দেশের জনসাধারণ নিত্যপণ্য ক্রয়ে উচ্চমূল্যের শিকার হচ্ছে। বিভিন্ন পণ্যের জন্য ব্যবসায়ীদের রয়েছে আলাদা সিন্ডিকেট। এরফলে নিত্যপণ্য কিনতে গিয়ে জনসাধারণ উচ্চমূল্যের কারণে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে আসছে। অন্যদিকে, পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সরকারের কোনো সংস্থাই তেমন কোনো কার্যকর ভূমিকা পালন করছে না। এ ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা কমিশন ও জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মতো প্রতিষ্ঠানগুলো অনেক ক্ষেত্রেই ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। আমরা মনে করি, পেঁয়াজের দাম নিয়ন্ত্রণে সরকারকে কঠোর হতে হবে এবং সিন্ডিকেট শক্তভাবে মোকাবেলা করা উচিত।

## শিল্প খাতে গ্যাসের দাম বৃদ্ধি–অর্থনীতির গতি রুদ্ধ হওয়ার আশঙ্কা

বাংলাদেশের শিল্পখাত আজ বহুমুখী চ্যালেঞ্জের মুখে। একদিকে বৈশ্বিক মন্দা, অন্যদিকে দেশের ডলার সংকট, মূল্যস্ফীতি এবং চাহিদার ঘাটতি–এর মাঝেই বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের (বিইআরসি) ঘোষিত গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি যেন ঘি ঢালার কাজ করল। ৩৩ শতাংশ হারে এই মূল্যবৃদ্ধি বিনিয়োগকারী ও শিল্প উদ্যোক্তাদের মধ্যে ব্যাপক উদ্বেগ তৈরি করেছে। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, শিল্প বয়লারে ব্যবহৃত গ্যাসের দাম প্রতি ঘনমিটারে ৩০ টাকা থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪০ টাকা এবং ক্যাপটিভ পাওয়ারের জন্য ৩১.৫০ টাকা থেকে বেড়ে ৪২ টাকা। এই বৃদ্ধির পরিণতিতে দেশের উৎপাদন খরচ উল্লেখযোগ্য হারে বাড়বে। বিশেষ করে যারা গ্যাসের উপর নির্ভরশীল, যেমন পোশাক, সিরামিক, ওষুধ এবং প্যাকেজিং শিল্প, তারা তীব্র প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ার আশঙ্কায় রয়েছেন। এখানে বিশেষভাবে উদ্বেগের বিষয় হলো, গ্যাসের দাম বৃদ্ধির যৌক্তিকতা হিসেবে পেট্রোবাংলার যে ১৬ হাজার কোটি টাকার ঘাটতির কথা বলা হয়েছে, তা আসলে কাঠামোগত দুর্বলতা ও ব্যবস্থাপনার ব্যর্থতার পরিচায়ক। উৎপাদনশীল খাতে তার দায় চাপিয়ে দেওয়া বৈষম্যমূলক বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত করবে। ব্যবসায়ী নেতারা একে বৈষম্যমূলক এবং অগ্রহণযোগ্য বলে আখ্যা দিয়েছেন। একই খাতে দুই ধরনের দাম নির্ধারণ কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। গ্যাস একটি প্রাথমিক জ্বালানি, যা শিল্প উন্নয়নের ভিত্তিপ্রস্তর। এই খাতে হঠাৎ করে অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি কেবল বিদ্যুৎ খাতে নয়, পুরো সরবরাহ শৃঙ্খলেই সংকট তৈরি করতে পারে। এর ফলে উৎপাদন ব্যয় বাড়বে, রপ্তানিযোগ্য পণ্যের প্রতিযোগিতা কমবে এবং সর্বোপরি ভোক্তা পর্যায়ে মূল্যস্ফীতির চাপ আরও বাড়বে। উদ্যোক্তাদের বক্তব্য অনুযায়ী, গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি তাদের জন্য একপ্রকার 'ধ্বংসাত্মক অভিঘাত' হয়ে এসেছে। বিইআরসি চেয়ারম্যানের বক্তব্যে, নতুন শিল্পে যারা বিনিয়োগ করবেন, তারা বিকল্প জ্বালানি ভাবতে পারেন–এই মন্তব্য অনভিপ্রেত। বাংলাদেশ এখনও নবায়নযোগ্য বা বিকল্প জ্বালানি ব্যবহারে পর্যাপ্ত সক্ষম নয়। এই বাস্তবতায় গ্যাসের দাম বাড়ানো মানে কার্যত শিল্পকে সংকোচনের দিকে ঠেলে দেওয়া। আমরা মনে করি, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর ঘাটতি পূরণ করতে গিয়ে উৎপাদনমুখী খাতকে টার্গেট করা কোনোভাবেই টেকসই অর্থনীতির পথ নয়। বরং জ্বালানি ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা, দক্ষতা এবং দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন নিশ্চিত করাই হওয়া উচিত মূল লক্ষ্য। একইসঙ্গে প্রণোদনা ভিত্তিক পুনর্মূল্যায়ন নীতিমালা প্রণয়ন করে ক্ষতিগ্রস্ত খাতগুলোকে সময় দেওয়া উচিত অভিযোজনের জন্য। বাংলাদেশ যদি শিল্পোন্নয়নের ধারায় এগিয়ে যেতে চায়, তবে এ ধরনের একতরফা মূল্যবৃদ্ধি পরিহার করে অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনা ও যৌক্তিকতা নির্ভর নীতিনির্ধারণ করাই এখন সময়ের দাবি।

## 'জিরো টলারেন্স' কেবল কথা নয় কার্যকর পদক্ষেপ প্রয়োজন

বাংলাদেশে চলমান রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে উঠেছে। সরকারের পক্ষ থেকে বারবার 'জিরো টলারেন্স' বা শূন্য সহিষ্ণুতার কথা বলা হলেও মাঠপর্যায়ের বাস্তবতা বলছে ভিন্ন কথা। সরকার গঠনের পর অন্তর্বর্তীকালীন সরকার আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় সবচেয়ে বেশি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। জনমনে প্রশ্ন জেগেছে–এই সরকার আদৌ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম কি না? গত আট মাসে দেশের বিভিন্ন এলাকায় চুরি-ডাকাতি, খুন, রাহাজানি, চাঁদাবাজি ও রাজনৈতিক সহিংসতার ঘটনা আশঙ্কাজনকভাবে বেড়েছে। রাজনৈতিক কর্মসূচির নামে রাস্তা অবরোধ, ভাঙচুর, লুটপাট–এসব পরিস্থিতি জনজীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে। শিল্পকারখানার উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে, ব্যবসায়ীরা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন, আর সরকারের ভাবমূর্তি হচ্ছে প্রশ্নবিদ্ধ। আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর পাশাপাশি সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীর যৌথ সাঁড়াশি অভিযান সত্ত্বেও পরিস্থিতি স্বাভাবিক হচ্ছে না। বরং শোনা যাচ্ছে–দলীয় পরিচয়ে অপরাধীদের ছেড়ে দেওয়ার অভিযোগ, যা 'জিরো টলারেন্স' নীতিকে কেবল স্লোগানে পরিণত করে। অপরাধী যেই হোক, তার পরিচয় নয়, বিচার হোক অপরাধের ভিত্তিতে–এটাই হওয়া উচিত আইনশৃঙ্খলা রক্ষার মূল নীতি। বিশেষ করে যখন ঢাকায় আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ সম্মেলন চলছিল, তখন দেশের বিভিন্ন শহরে দুষ্কৃতিকারীরা চালিয়েছে ভাঙচুর ও লুটপাট। গাজায় ইসরায়েলি গণহত্যার প্রতিবাদ করার আড়ালে এসব সহিংসতা শুধু অমানবিকই নয়, বরং আমাদের সহমর্মিতা ও নৈতিক অবস্থানকে কালিমালিপ্ত করেছে। এতে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের সামনে বাংলাদেশের নিরাপত্তা-ব্যবস্থা ও নীতিগত দৃঢ়তা নিয়ে ভুল বার্তা গেছে।

# জলবায়ুর নতুন ছকে বদলে যাচ্ছে কৃষির ভবিষ্যৎ

**শাহরীনা আখতার**

মাটির মমতা আজ জলবায়ুর অনিশ্চয়তায় নড়বড়ে, তবুও আশার আলো দেখাচ্ছে বিজ্ঞান। বাংলাদেশের কৃষি জলবায়ুর ওপর অত্যন্ত নির্ভরশীল। ঋতু অনুযায়ী বৃষ্টিপাত ও তাপমাত্রা এতদিন কৃষির ছন্দ তৈরি করলেও গত দুই দশকে সেই ছন্দপতন স্পষ্ট। বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, ২০০০ সালের পর থেকে গড় তাপমাত্রা প্রায় ০.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়েছে। এই পরিবর্তন ক্ষীণ মনে হলেও এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী, ফসলের সময় কমে গেছে, রোগবালাই ও পোকামাকড়ের প্রকোপ বেড়েছে, সেচের চাহিদাও বেড়েছে। বর্ষা আর আগের মতো ভরসাযোগ্য নয় : প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী, জুন-সেপ্টেম্বর ছিল নির্ধারিত বর্ষাকাল, কিন্তু এখন তা অনেক সময়েই বিলম্বিত বা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ছে। বৃষ্টির মোট পরিমাণ কমেনি, তবে এটি অল্প সময়ের মধ্যে অতিমাত্রায় বর্ষণের প্রবণতা দেখাচ্ছে। ২০২২ সালের জুনে সিলেটে মাত্র তিনদিনে ৪০০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়, যা একটি বিপর্যয় হয়ে দাঁড়ায়। এই অতিবৃষ্টিতে সিলেটের হাওরের এলাকা ডুবে যায়, এবং নষ্ট হয়ে যায় প্রায় ৩০০ কোটি টাকার বোরো ধান। অন্যদিকে সাতক্ষীরা অঞ্চলে দেখা দেয় দীর্ঘ খরার ধকল, যার ফলে আমন চাষে দেরি হয়। এসব সমস্যার কারণে ফসলের উৎপাদনে মারাত্মক প্রভাব পড়েছে, যা কৃষকদের জীবনে অস্থিরতা সৃষ্টি করেছে। ফলনের মাঠে জয়-পরাজয়ের লড়াই : নিঃসন্দেহে, জলবায়ু পরিবর্তন কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে এক নতুন চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করেছে। যেমন, একসময় যেই আমন ধান বর্ষার উপর নির্ভরশীল ছিল, তা এখন আর সেই নির্ভরতা বজায় রাখতে পারছে না। তেমনি, বোরো ধানও উচ্চ তাপমাত্রার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এই পরিবর্তনের কারণে সেচের খরচ অনেক বেড়ে গেছে। তবে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) ইতোমধ্যে ব্রি ধান ৫৬, ৭৫ ও ৯২ নামক জলবায়ু সহনশীল জাত উদ্ভাবন করেছে, যা আবহাওয়ার পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলা করতে কিছুটা হলেও কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। গমের উৎপাদন এখন ঠান্ডা অঞ্চলে স্থানান্তরিত হচ্ছে, কারণ তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে এর ফলন মারাত্মকভাবে কমে যাচ্ছে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)'র গবেষণার তথ্যমতে, মাত্র ২ক্ক তাপমাত্রা বৃদ্ধি হলে গমের উৎপাদন প্রায় ৩০% কমে যেতে পারে। গমের প্রভাব টমেটো ও বেগুনের ওপরও পড়ছে, যা দ্রুত পেকে গেলেও মানের হ্রাস ঘটছে। তদুপরি, ডাল, সরিষা এবং সূর্যমুখীর মতো রবি ফসলও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে। তবে ভুট্টা নিয়ে কিছুটা আশার খবর রয়েছে, এর তাপ সহনশীলতা ও বাজারে চাহিদার বৃদ্ধির ফলে এটি এখন কৃষকদের মধ্যে একটি জনপ্রিয় রবি ফসল হয়ে উঠেছে। এ ধরনের উদ্ভাবন এবং চ্যালেঞ্জের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলার কৌশলই কৃষির ভবিষ্যত রক্ষায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। পাল্টে যাচ্ছে কৃষির মৌসুমি ছন্দ। এক সময়ের নির্ধারিত কৃষি ক্যালেন্ডার আজকাল অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছে। ২০০০ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর প্রায় ১০ মিটার পর্যন্ত নেমে গেছে, যা কৃষির জন্য অত্যন্ত উদ্বেগজনক একটি পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। এর ফলে, এই অঞ্চলে পানির অভাব এবং সেচের চাহিদা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা কৃষি উৎপাদনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। একই সঙ্গে, এই অঞ্চলে নানা ধরনের নতুন রোগব্যাধি ছড়িয়ে পড়ছে, যা পূর্বে এ অঞ্চলে ছিল না। যেমন, রাইস ব্লাস্ট এবং ব্রাউন প্ল্যান্ট হপার, এই ধরনের রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমণ নতুন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ছে, যা কৃষকদের জন্য আরও একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এছাড়া, ভূগর্ভস্থ পানির স্তরের এই দুরবস্থা কৃষির পাশাপাশি আঞ্চলিক পরিবেশের ওপরও গভীর প্রভাব ফেলছে, যা সামগ্রিকভাবে কৃষি ব্যবস্থাকে আরও ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিয়েছে। আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিত : বিশ্বব্যাপী ২০২৩ সালে কার্বন ডাই অক্সাইড নিঃসরণ রেকর্ড পরিমাণ ৩৬.৮ বিলিয়ন টনে পৌঁছেছে, যা জলবায়ু পরিবর্তনের আরও গভীর সংকটের পূর্বাভাস দেয়। এই প্রবণতা বিশ্বজুড়ে পরিবেশগত বিপর্যয়ের ঝুঁকি বাড়িয়ে দিয়েছে, যা বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও দুর্যোগের তীব্রতা বাড়ানোর সম্ভাবনা তৈরি করছে। বাংলাদেশ, জার্মানওয়াচের জলবায়ু ঝুঁকি সূচকে শীর্ষ ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে স্থান পেয়েছে, যা দেশের কৃষি ও মানবিক অবস্থা সম্পর্কে গভীর উদ্বেগের সৃষ্টি করছে। এ পরিস্থিতি আরও প্রকট হলে বাংলাদেশের কৃষির ভবিষ্যত নিয়ে শঙ্কা আরও বাড়বে, কারণ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে কৃষি উৎপাদন, খাদ্য নিরাপত্তা এবং জীবিকা ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হতে পারে। অস্থিরতায় লাভ-ক্ষতির খেলা : ভুট্টা ও পাট কিছুটা লাভজনক হলেও, তা অত্যন্ত অনিশ্চিত। বারি'র তথ্য অনুযায়ী, সামান্য তাপমাত্রা ও ঈঙ২ বৃদ্ধির ফলে কিছু অঞ্চলে ভুট্টার ফলন ১৫% পর্যন্ত বেড়েছে। তবে আবহাওয়ার অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন এবং উৎপাদন খরচের বৃদ্ধির কারন এই লাভ স্থায়ী হচ্ছেনা। খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (ঋঅঙ)-এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত পাঁচ বছরে উৎপাদন ব্যয় ১৮-২৫% বেড়েছে, যার ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন প্রান্তিক কৃষকরা, যারা দেশের প্রায় ৮০%। ২০২৩ সালে হাওর অঞ্চলে আকস্মিক বন্যায় ৪৫০ কোটি টাকার ধান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ২০২৪ সালের বন্যায় ১১টি জেলায় ৫.৮ মিলিয়ন মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হন এবং ৩ লাখ হেক্টরেরও বেশি জমি ডুবে যায়। এর ফলস্বরূপ, সরকারকে ৫ লাখ টন চাল আমদানি করতে হয় বাজার নিয়ন্ত্রণে রাখতে। এই ধরনের ক্ষয়-ক্ষতি বাংলাদেশে কৃষির প্রতি ঝুঁকি এবং অনিশ্চয়তা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে, যা কৃষকদের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিচ্ছে।

বিজ্ঞান এগিয়ে আসছে কৃষকের পাশে : ব্রি ও বারি উদ্ভাবিত জলবায়ু সহনশীল জাত, এই সংকট কাটাতে সাহায্য করছে। ব্রি ধান ৯৬ এবং ৯২ লবণাক্ততা ও খরা সহনশীল, যা সাতক্ষীরা ও পটুয়াখালীতে চাষ হচ্ছে। ব্রি ধান ৯৬ লবণাক্ততা ৮ ফঝ/স পর্যন্ত সহ্য করে, এবং প্রতিকূলতায়ও ৪.৫৫ টন ফলন দেয়। বারি উদ্ভাবিত বারি গম-৩৩ (তাপ সহনশীল গম) ও বারি মুগ-৮ (মুগডাল) রাজশাহী ও দিনাজপুরে জনপ্রিয় হচ্ছে। বারি গম-৩৩-এর চাষ ২০২১ সালে ১৬ হাজার হেক্টর থেকে বেড়ে ২০২৩ সালে ২৫ হাজার হেক্টরে পৌঁছেছে। এছাড়া কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন (কএঋ)-এর অর্থায়নে লবণাক্ততা সহনশীল সয়াবিন ও স্মার্ট ডালের মাঠপর্যায়ের পরীক্ষা হচ্ছে নোয়াখালী ও বরিশালে, যা জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে চলতে সহায়তা করবে। ডিজিটাল কৃষির হাত ধরে আশার আলো : অও, ওড়ঞ এবং মোবাইলভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করে কৃষকদের তথ্যভিত্তিক সহায়তা প্রদান করছে এ-টু-আই (ধ২র)। ২০২৩ সালে, এসব প্ল্যাটফর্ম ১২ লাখ কৃষককে বাস্তবসম্মত আবহাওয়া তথ্য এবং পরামর্শ প্রদান করেছে, যার ফলে ফসলের ক্ষতি ২০% পর্যন্ত কমেছে। এই প্রযুক্তি কৃষকদের অনিশ্চয়তা হ্রাস করতে এবং সময়মতো সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে, ফলে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায় এবং কৃষি খাতে উন্নতি সম্ভব হচ্ছে। কৃষক-কেন্দ্রিক নীতিমালা জরুরি : ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ ও জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা (ঘঅচ) থাকলেও বাস্তবায়নে গতি আনা জরুরি। জলবায়ু সহনশীল জাত, পানি সাশ্রয়ী প্রযুক্তি ও ডিজিটাল সেবা বাড়াতে হবে। মোবাইলভিত্তিক আবহাওয়া পূর্বাভাস এবং বৈচিত্র্যময় ও স্বল্পমেয়াদি জাতের চাষে উৎসাহ দেওয়া দরকার। সৌরচালিত সেচ ও ড্রিপ সেচে ভর্তুকি বাড়াতে হবে। কৃষির সঙ্গে জড়িয়ে থাকা ক্ষুদ্র কৃষকদের জন্য ফসল বীমা চালু করা জরুরি। ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতির সময় এখনই : জলবায়ু পরিবর্তন আর ভবিষ্যতের সমস্যা নয়, এটি আমাদের বর্তমানের কঠিন চ্যালেঞ্জ। তবে এই সংকটের মধ্যে রয়েছে সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত। গবেষণা, বিনিয়োগ এবং কার্যকর শাসনব্যবস্থার মাধ্যমে বাংলাদেশ কৃষির স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে বিশ্বের সামনে একটি শক্তিশালী উদাহরণ স্থাপন করতে পারে। এখনই সময়, সাহসী ও যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত নেওয়ার। [লেখক : টেকনিক্যাল স্পেশালিস্ট ও রিসার্চ অ্যাডভাইজার, কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন ]

# বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্ক : অতীত বর্তমান

**খন্দকার হাসনাত করিম**

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় দু'টি ভ্রাতৃপ্রতীম দেশ বাংলাদেশ ও পাকিস্তান। ইতিহাসের শিকড়ে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত এই দু'টি দেশের বন্ধুত্বের সম্ভাবনা এবং উভয়ের জন্য উভয়ের পরিপূরকতার ক্ষেত্র অসংখ্য। বাংলাদেশে ভারতের বশংবদ আওয়ামী স্বৈরাচার উৎখাত ও উচ্ছেদের পর দুই দেশের জনগণ ভারতীয় আধিপত্যবাদের ফাঁদ থেকে বেরিয়ে এসেছে। 'শত্রুর শত্রু আমার বন্ধু' এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে ভারতের আজন্ম শত্রু পাকিস্তান সঙ্গতকারণেই আমাদের মিত্র হওয়ার এবং মিত্র থাকার যাবতীয় বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। জনগণের সম্পর্কের নিরিখে পাকিস্তানের জনগণ ও বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে কখনোই বিরোধ-সঞ্জাত ছিল না। কারণ আমাদের বিরুদ্ধে গণহত্যা ও সমগ্র যুদ্ধ চালিয়েছিল পাকিস্তানের গণতন্ত্র হত্যাকারী প্রতিরক্ষা বাহিনী; আমরাও স্বাধীনতা পাওয়ার জন্য পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ৯ মাসের আট মাসের মধ্যেই পাকিস্তান বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে ফেলি। ৩ ডিসেম্বর ১৯৭১-এ প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর পাক-ভারত যুদ্ধের ঘোষণার পর বিপর্যস্ত পাকবাহিনী যে ১৩ দিন যুদ্ধ করেছে, সেই যুদ্ধেও অগ্রসেনানি ছিল আমাদের বীর প্রতিরক্ষা অফিসার ও জওয়ান, ইপিআর, মুজাহিদ, আনসার ও দেশজুড়ে লাখ লাখ প্রশিক্ষিত ও সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধারা। দেশের জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন ও সহযোগিতায় এই যুদ্ধে তৎকালীন বিশ্বের চতুর্থ শক্তিশালী পাকবাহিনীর যুদ্ধের অবস্থান আক্রমণাত্মক থেকে রক্ষণাত্মক পর্যায়ে নেমে আসে।

শেষপর্যায়ে তারা তৃতীয় কোনো দেশ বা জাতিসঙ্ঘের মধ্যস্থতায় আত্মসমর্পণের জন্য তৈরি হতে থাকে। কিন্তু যুদ্ধের সেই প্রলয়ের মধ্যেও পাকিস্তানের জনগণ তাদের ইতিহাস, সংস্কৃতি, লোকাচার ও কৃষ্টির প্রতি এ দেশের জনগণের মধ্যে কোনো গালমন্দ, কটাক্ষ, অপপ্রচার বা হিংসা-বিদ্বেষের লক্ষণ দেখেনি, যেটি হয়েছে দেশ স্বাধীনের পর আওয়ামী-বাকশালী ও ভারতীয় আধিপত্যবাদের তৈরি করা বিষাক্ত বয়ানে এবং পাকিস্তানবিরোধী, পাকিস্তানের জনগণের বিরুদ্ধে বিষোদগারে। এরা ধরেছিল হিটলারের যুদ্ধমন্ত্রী গোয়েবলসের সেই নীতি, যদি তুমি একটি মিথ্যা হাজারবার বলতে থাকো তাহলে মিথ্যাটিই সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত হবে।

আগেই বলেছি, বাংলাদেশের সাথে সুসম্পর্ক ও সদ্ভাব বাড়ানোর আঙ্গিনা অনেক বড় এবং সুবিধাও বিস্তর। এর মধ্যে রয়েছে ১. প্রতিরক্ষা সহযোগিতা, ২. দুই দেশের জনগণের মধ্যে প্রত্যক্ষ সংযোগ, ৩. বাণিজ্য, পর্যটন; ৪. শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিনিময়; ৫. ক্ষুধা অপুষ্টি ও রোগ বিমারির বিরুদ্ধে যৌথভাবে প্রকল্পভিত্তিক উদ্যোগ গ্রহণ; ৬. বিজ্ঞান, তথ্যপ্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষা; ক্রীড়া সহযোগিতা; ৭. অবকাঠামো উন্নয়নে সহযোগিতা; ৮. গণতান্ত্রিক প্রথা-প্রতিষ্ঠানের মান উন্নয়নে যৌথ প্রয়াস; ৯. চীন-পাকিস্তান-বাংলাদেশ নিয়ে আঞ্চলিক জোট গঠনপূর্বক 'সার্কে'র চেতনা পুনরুদ্ধার; ১০. ভারতীয় আধিপত্যবাদ রুখে দিতে বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক গঠন ও মজবুত করা; ১১. দুই দেশের মধ্যে বিবদমান সব ঝুলন্ত ইস্যুর ন্যায়সঙ্গত সুরাহা করা; ১২. যুব সংহতি ও সম্প্রীতি গড়ে তোলা; ১৩. অতীতের সব ভুলভ্রান্তি ভুলে গিয়ে মুসলিম উম্মাহর ঐক্য এবং বৃহত্তর মুসলিম ঐক্যের মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের সুপ্রতিবেশীসুলভ সম্প্রীতি গঠনে ব্রতী হওয়া তথা অতীতের দায় বর্তমানের ওপর চাপিয়ে দেয়ার মানসিকতা বদলে ফেলার মাধ্যমে আঞ্চলিক ইসলামী ঐক্যের নববিন্যাস সাধন করা ইত্যাদি ছাড়াও সময়ে সময়ে উদ্ভূত সুযোগ গ্রহণ ও চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করা।

অতীতের রক্তরঞ্জিত স্মৃতি পাশ কাটিয়ে এমন বহু নজির আছে দু'টি দেশ নতুন করে সুসম্পর্ক এবং দ্বিপক্ষীয়, আঞ্চলিক ও বহুপক্ষীয় প্রীতিবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার। যে ভিয়েতনাম ও যুক্তরাষ্ট্র ২১ বছর ধরে যুদ্ধ করেছে তারা এখন এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় থিয়েটারে অন্যতম প্রধান মিত্র। জাপান ও কোরিয়া রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের স্মৃতি নিয়েও আজ দূরপ্রাচ্যের সুসম্পর্কের বড় দৃষ্টান্ত। ইরান-ইরাকের মধ্যে প্রায় ১০ বছর ধরে চলেছে প্রাণঘাতী যুদ্ধ। আজকের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ইরাকের সাথে ইরান পরম বন্ধু। ইরান ও চীন জগতের ক্ষমতা ভারসাম্য বদলানোর ক্ষেত্রে বন্ধু হয়ে কাজ করছে। রেড ইন্ডিয়ানদের কাছ থেকে কার্যত টেক্সাস ছিনিয়ে নিয়েছিল আমেরিকা। আজ সেই টেক্সাস যুক্তরাষ্ট্রের গর্বিত অঙ্গরাজ্য। যেমন- লুইজিয়ানা অঙ্গরাজ্যও। যে রাশিয়া আমেরিকার চরম বৈরী তাদের কাছ থেকে আলাস্কা কিনে নিয়েছিল আমেরিকা। স্পেন ও আমেরিকা ছিল চরম বৈরী অথচ সেই স্পেন আজ আমেরিকার পরম মিত্র। হিটলার-মুসোলিনির অক্ষশক্তিভুক্ত দেশগুলোর প্রায় সব ক'টা দেশই এখন 'ন্যাটো' মৈত্রী জোটের সদস্য। কাজেই ভূরাজনীতির কৌশলপটে স্থায়ী বন্ধু যেমন কিছু নেই; স্থায়ী শত্রু বলেও কিছু নেই। রাষ্ট্রের স্বার্থে, এলাকার স্বার্থে, আদর্শ ও মতবাদের স্বার্থে বন্ধুত্ব এবং বৈরিতার পারদ ওঠানামা করেই। এটিকেই বলে উুহধসরপং ড়ভ ঋড়ৎবরমহ চড়ষরপু (বা বিদেশ নীতির গতি-প্রকৃতি)। জগতজুড়ে যখন এটিই প্রচলিত ধারা তখন বাংলাদেশ ও পাকিস্তান অতীতের তিক্ততা ভুলে নতুন আঞ্চলিক মিত্র হতে বাধা কোথায়? বাধা একটি প্রবলভাবেই বিদ্যমান আর সেই বাধার প্রাচীরের নামটিই হলো আগ্রাসী ও আধিপত্যবাদী হিন্দু শাসনাধীন ভারত। আজ সময় এসেছে সেই ভারতীয় আগ্রাসন রুখে দিতে চীন, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ, নেপাল, ভুটান মিলে একটি দক্ষিণ-পূর্ব সামরিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আঞ্চলিক জোট গঠনের ডাক দেয়া। এই আহ্বানটি আজ ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে মালদ্বীপ সৈকত থেকে নেপালের গিরিপর্বত পর্যন্ত। কেননা, দেশের জনগণকে ভুখানাঙ্গা রেখেও ভারত গত ৬২ বছর ধরে প্রবল সামরিক শক্তিধর আগ্রাসী রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। তাদের ক্রমবর্ধমান সামরিক শক্তি, একের পর এক দেশ দখল ও এলাকা দখলের বাসনা উদগ্র হয়ে উঠছে যাকে খুব সঙ্গতকারণেই ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলো তাদের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব এবং ন্যায্য অধিকারের ওপর হুমকি বলে মনে করছে। বাংলাদেশ নিয়ে ভারতের যে মহাপরিকল্পনা, তাকে শতাব্দীর নিকৃষ্টতম ধ্রুপদ আধিপত্যবাদ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলোর সামনে এখন একটিই পথ খোলা : শক্তি অর্জন ও ঐক্যের মাধ্যমে আপন আপন রাষ্ট্রস্বার্থ সুরক্ষিত করা। এই আত্মরক্ষা প্রয়াসে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ নতুন নজির স্থাপন করতে যাচ্ছে এবং ইনশা আল্লাহ করতে পারবে। আমাদের উভয় দেশের রাষ্ট্র চালন বাহনের স্টিয়ারিংয়ে বসা এখন দুই দেশের তরুণ-যুবসমাজ। রাজপথে তারাই : জাতিগঠন ও রাজনীতির পুনর্বিন্যাসেও তারাই রাহাগির। তাদের কাছে অতীতটা ধূলিধূসর; বর্তমান বাস্তবতার কষাঘাতটাই তাদের অনুভূমিতে প্রবল। তা যেমন বাংলাদেশে, তেমনি পাকিস্তানে। এরাই আজকের তরুণ তুর্কি (ণড়ঁহম ঞঁৎশং)। এরাই আমাদের ভবিষ্যৎ এরাই স্বৈরাচার ও সামরিক ক্ষমতাবলয়ের বাইরে নতুন বাস্তবতার কাণ্ডারি।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশবাদের জিঞ্জির থেকে উপমহাদেশের মুসলমানদের স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন পাকিস্তানের রাজনীতিবিদরা। এমনকি ১৪ আগস্ট ১৯৪৭ স্বাধীনতা লাভের পরপরই ভারতে থেকে যাওয়া ব্রিটিশ সেনারা ফিল্ড মার্শাল অচিনলেকের নেতৃত্বে কাশ্মিরে পাকিস্তানের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, তখন সেই সঙ্কটকালও মোকাবেলা করেছিলেন রাজনীতিবিদরা। অথচ পাকিস্তানের সামরিক নেতারা রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করার যে ষড়যন্ত্র শুরু করে তার শিকার হন খোদ পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা কায়েদে আজম মো: আলী জিন্নাহ এবং প্রধানমন্ত্রী নবাবজাদা লিয়াকত আলী খান। যে হায়দারাবাদ পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রথম তহবিল জোগান দিয়েছিল, সেই স্বাধীন প্রিন্সলি অঙ্গরাজ্য জবরদখল করে নেয় ভারত। সেই সাথে প্রায় ৪৫০টি স্বাধীন রাজ্য, যেগুলোতে ২০০ বছরে ব্রিটিশ পতাকা ওঠেনি, সেগুলোকেও ছলেবলে-কলেকৌশলে দখল করে নেয় আগ্রাসী ভারত, যেমন স্বাধীন ফিলিস্তিন ও জর্দান নদীর পশ্চিম তীর ও গোলান মালভূমি ছলেবলে-কলেকৌশলে দখল করে নেয় আগ্রাসী ইহুদিবাদী রাষ্ট্র ইসরাইল।

স্বাধীনতা, স্বাধিকার বা কনফেডারেশন যে পথেই হোক স্বাধীনতা আমরা ঠিকই পেতাম। কিন্তু পাকিস্তানি সামরিক নেতৃত্বের কারণেই লাখ লাখ মানুষকে প্রাণ দিতে হয়েছে। ধর্ষিতা হতে হয়েছে আমাদের অসংখ্য মা-বোনকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এত প্রাণহানি ও ধ্বংসলীলার জন্য দায়ী পাকিস্তানি সামরিক কর্মকর্তাদের আত্মঘাতী ভূমিকা। তারা পাকিস্তানের সেই প্রদেশের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে যে প্রদেশের মানুষই ভোট দিয়ে পাকিস্তান এনেছিল, '৬৫ সালের যুদ্ধে রণাঙ্গণে প্রাণপণ লড়াই করে, ভারতীয় ট্যাংকের সামনে বুকে মাইন পেতে খেমকরণ রণাঙ্গণে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ট্যাংকের বধ্যভূমির মতো ভারতীয় ট্যাংক বহরের গোরস্তান বানিয়েছে। পাকিস্তানের সাধারণ মানুষকে তারা জানতেও দেয়নি বাংলাদেশে কী ঘটেছিল ১৯৭১ সালে। বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধ চালানোর দায়ে বিচারপতি হামুদুর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত বিচার ট্রাইব্যুনালের তদন্তপত্রও প্রকাশ করতে দেয়নি পাক সামরিক বাহিনী। ষড়যন্ত্রের নাটের গুরু জুলফিকার আলী ভুট্টোকে ফাঁসির দড়িতে ঝুলে তার অপকর্ম ও ক্ষমতালিপ্সার প্রায়শ্চিত্য করে যেতে হয়েছে। কিন্তু ভারতীয় আধিপত্যবাদের বয়ানে বিভ্রান্ত হয়ে আমরা দেশ হিসেবে পাকিস্তানের প্রতি বৈরিতাকে (চধঃযফড়মরপধষ ঐধঃৎবফ) আর এক দিনও অব্যাহত রাখতে রাজি নই। বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর এই দুই রাষ্ট্রের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্বের কোনো ঘাটতি থাকার সামান্যতম কারণ নেই। বরং নেপাল, শ্রীলঙ্কা, ভুটান, মালদ্বীপ বা আফগানিস্তানের তথা 'সার্ক' ঐক্যজোটের মধ্যে পাকিস্তানের সাথে সদ্ভাব, সুসম্পর্ক, ভ্রাতৃত্ব ও পিপল-টু-পিপল সম্পর্কের উন্নয়নই এখন সামরিক, রাজনৈতিক, কূটনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বিচার্য বিষয়। অভিন্ন ইতিহাস, ধর্মীয় বন্ধন, ক্ষুধা-বিমারের যৌথ প্রতিকার সংগ্রাম আমাদের দুই দেশের সম্পর্কের আদর্শিক ভিত্তি

স্বাধীনতা, স্বাধিকার বা কনফেডারেশন যে পথেই হোক স্বাধীনতা আমরা ঠিকই পেতাম। কিন্তু পাকিস্তানি সামরিক নেতৃত্বের কারণেই লাখ লাখ মানুষকে প্রাণ দিতে হয়েছে। ধর্ষিতা হতে হয়েছে আমাদের অসংখ্য মা-বোনকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এত প্রাণহানি ও ধ্বংসলীলার জন্য দায়ী পাকিস্তানি সামরিক কর্মকর্তাদের আত্মঘাতী ভূমিকা। তারা পাকিস্তানের সেই প্রদেশের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে যে প্রদেশের মানুষই ভোট দিয়ে পাকিস্তান এনেছিল, '৬৫ সালের যুদ্ধে রণাঙ্গণে প্রাণপণ লড়াই করে, ভারতীয় ট্যাংকের সামনে বুকে মাইন পেতে খেমকরণ রণাঙ্গণে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ট্যাংকের বধ্যভূমির মতো ভারতীয় ট্যাংক বহরের গোরস্তান বানিয়েছে। পাকিস্তানের সাধারণ মানুষকে তারা জানতেও দেয়নি বাংলাদেশে কী ঘটেছিল ১৯৭১ সালে। বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধ চালানোর দায়ে বিচারপতি হামুদুর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত বিচার ট্রাইব্যুনালের তদন্তপত্রও প্রকাশ করতে দেয়নি পাক সামরিক বাহিনী।

ষড়যন্ত্রের নাটের গুরু জুলফিকার আলী ভুট্টোকে ফাঁসির দড়িতে ঝুলে তার অপকর্ম ও ক্ষমতালিপ্সার প্রায়শ্চিত্য করে যেতে হয়েছে। কিন্তু ভারতীয় আধিপত্যবাদের বয়ানে বিভ্রান্ত হয়ে আমরা দেশ হিসেবে পাকিস্তানের প্রতি বৈরিতাকে (চধঃযফড়মরপধষ ঐধঃৎবফ) আর এক দিনও অব্যাহত রাখতে রাজি নই। বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর এই দুই রাষ্ট্রের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্বের কোনো ঘাটতি থাকার সামান্যতম কারণ নেই। বরং নেপাল, শ্রীলঙ্কা, ভুটান, মালদ্বীপ বা আফগানিস্তানের তথা 'সার্ক' ঐক্যজোটের মধ্যে পাকিস্তানের সাথে সদ্ভাব, সুসম্পর্ক, ভ্রাতৃত্ব ও পিপল-টু-পিপল সম্পর্কের উন্নয়নই এখন সামরিক, রাজনৈতিক, কূটনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বিচার্য বিষয়। অভিন্ন ইতিহাস, ধর্মীয় বন্ধন, ক্ষুধা-বিমারের যৌথ প্রতিকার সংগ্রাম আমাদের দুই দেশের সম্পর্কের আদর্শিক ভিত্তি। এই সুসম্পর্ককে আরো অনেকটা উচ্চতায় নিয়ে যাওয়াই এখন সময়ের দাবি। পাকিস্তানের সাথে আমাদের সুসম্পর্কের আরেক বড় নিয়ামক হলো গণচীন। চীন আমাদের বন্ধু; পাকিস্তানেরও পরীক্ষিত বন্ধু। প্রতিরক্ষার কৌশলপটে আমাদের এই দুই ভ্রাতৃপ্রতীম দেশ বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের সম্পর্কে নতুন বিন্যাস বা নবজন্ম সূচনার এখনই সময় যে সুসম্পর্ক অব্যাহত থাকবে প্রজন্ম পরম্পরায়। লেখক : সিনিয়র সাংবাদিক

# বালকের হাতে বাইক নয় একা একা পড়ে গেলেও মৃত্যু!

**প্রফেসর ড. মো. ফখরুল ইসলাম**

ঈদুল ফিতরের ছুটিতে ফোর লেনের মহাসড়কে ছোট মোটরগাড়িতে চেপে গ্রামের বাড়িতে যাচ্ছিলাম। নগর পেরিয়ে বাইরের রাস্তায় তেমন জনভীড় নেই। বড় যানজট নেই। যেখানে যেখানে ব্রিজ ও ফ্লাইওভারের কাজ চলছে শুধু সেখানেই বিকল্প পথের দুই মুখে গাড়ির জটলা। অসংখ্য এসব নির্মাণ কাজের সরু রাস্তায় গিয়ে কে আগে সামনে যাবে ও মূল রাস্তায় উঠবে তা নিয়ে পারাপারি চলছিল। সেসব নির্মাণাধীন জায়গায় ইট বিছানো পাটাতন ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে লাল ধুলো তৈরি হয়েছে। সঙ্গে রাস্তার পাশে রাখা শুকনো মাটির স্তূপ, বালু-ধুলো উড়িয়ে একাকার হয়ে যাচ্ছিল। ঈদের ছুটিতে শ্রমিকরা চলে যাওয়ায় ধুলোবালিতে কেউ পানি ছিটায়নি। কোন কোন স্থানে ধূলিময়তায় দৃষ্টিসীমা বিঘ্নকারী রাস্তার দৈর্ঘ্য ২-৩ কি:মি:। রাস্তায় ট্রাকের সংখ্যা বাসের চেয়ে দ্বিগুণ মনে হলো। কারণটা হলো- রাজধানীর সন্নিকট থেকে পোশাক ও অন্যান্য শ্রমিককরা ছোট-বড় খোলা ট্রাক, পিকআপ ভাড়া করে ঈদুল ফিতরের ছুটিতে বাড়ি ফিরছেন। তারা রোজা ছিলেন। সেহরি খেয়ে ব্যাগ-বস্তা সাথে নিয়ে ছাদবিহীন ট্রাকে চড়ে বাড়ির পথে নেমেছেন। সকাল হতেই চৈত্রের প্রখর রোদের উত্তাপ তাদেরকে বেশ ভুগিয়ে তোলে। বিশেষ করে নারী শ্রমিক-যাত্রীদেরকে। রোদের পাশাপাশি ব্রিজ ও ফ্লাইওভারের কাজ চলা জায়গায় গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় যখন লাল ধুলো-বালু উড়িয়ে একাকার হয়ে যাচ্ছিল তখন কোন গাড়িকে ঠিকমতো দেখা যাচ্ছিল না। ছাদবিহীন ট্রাকে চড়া যাত্রীদের দেহ, পোশাক সবকিছুই মলিন, রঙিন হয়ে উঠে এক করুণ অবস্থা সৃষ্টি করছিল। গরম ও ধুলাবালির চোটে অনেকে বমি করছিল। পানি পানি করে চিৎকার করে দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল। জীবনের চরম নিরাপত্তাহীন এসব যাত্রা দেখে পাশের এসি বাস-গাড়ির যাত্রীদের কিছুই করার ছিল না। কারণ খোলা পিকআপ, ট্রাকের সংখ্যা ও আক্রান্ত যাত্রীদের সংখ্যা ছিল বহুগুণ বেশী। মজার ব্যাপার হলো- রাজধানী ও অন্যান্য শহর থেকে এবারের ঈদে ঘরমুখো যাত্রীদের মধ্যে পরিবার ও মাল-সামানা নিয়ে মোটর বাইকে চড়ে দ্রুতগতিতে বাড়ি ফিরতে চাওয়াদের সংখ্যাও অগণিত! মোটর বাইকের গতি সব ধরনের গাড়ির গতিকে হার মানিয়ে রাস্তার চিত্র বদলিয়ে দিয়েছে এবারের মহাসড়কগুলো। তারা কাউকেই পরোয়া করছিল না। বার বার ওভারটেক করে পিছনে বসা নারী যাত্রী ও মাঝে বসিয়ে নেয়া কোলের শিশুর নিরাপত্তার দিকটি বিবেচনা না করে উর্ধ্বশ্বাসে শো শো করে ছুটে চলছিল। এসব মোটর বাইক উভয় দিক দিয়ে ওভারটেক করে। একটু ফাঁক পেলে সেদিক দিয়ে ভোঁ দৌড় চালিয়ে দেয়- যা খুবই ভয়ংকর! যমুনা সেতু থেকে শুরু করে বগুড়া-রংপুর মহাসড়কে অনেকগুলো নির্মাণাধীন ব্রিজ, ফ্লাইওভারের জায়গায় গাড়ির সারি দীর্ঘসময় ধরে দাঁড়িয়ে থাকলো। এসময় আমাদের সামনের এট বাসের পিছনে লেখা একটি লম্বা বাক্যের দিকে বার বার চোখ যেতে থাকায় আমার মনোযোগ বিশেষভাবে আকৃষ্ট হলে আমি আমাদের ড্রাইভারকে লাইনটি পড়ে শোনালাম। এবং মোবাইল ফোন লেখাটার দিয়ে ছবি তুলে নিলাম। তা হলো-'ছেলেকে জীবন দাও বাইক নয়, মেয়েকে শিক্ষা দাও মোবাইল নয়'। বাসটির নাম কি তা দেখা যাচ্ছিল না। লেখাটিই বা কে কার পছন্দের আদেশে লিখেছেন তা জানা যায়নি। তবে আমাদের ছোট্ট গাড়ির ভেতরে থাকা সদস্যদের মধ্যে সেটি বেশ আলোচনার খোরাক যুগিয়েছিল। ড্রাইভার সাহেব বসে থাকতে থাকতে নিজের বিরক্তি কাটাতে আমাদের আলোচনা শুনে শরিক হয়ে গেলেন। তিনি বললেন, বালককে কোন বাইক নয়। কারণ, 'একা একা পড়ে গেলেও মৃত্যু অবধারিত।' আজকাল অল্প বয়সের শিশু-কিশোরদেরকে রাস্তায় মোটর বাইক চালাতে দেখা যায়। তারা দামী মোটর বাইকের গতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। আজকাল বড়রাই মোটর বাইক নিয়ন্ত্রণ করতে হিমশিম খান। এসব বাইক উচ্চগতিতে চালানোর সময় নিজেকে হিরো ভাবতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কুপোকাত হয়ে যান। কোন কারণে রাস্তায় একা একা উল্টে পড়লেও মৃত্যু! আসলেও তাই। ক'দিন আগে গৌরনদীর রাস্তায় অটোরিকশাকে সাইড দিতে গিয়ে তিনভাই উল্টে পড়ে গিয়ে একসঙ্গে মারা গিয়েছিল। গাছের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে প্রতিদিন কোথাও না কোথাও বাইকারদের মৃত্যুর কথা শোনা যায়। কিশোর-তরুণ বাইকারদের ক্ষেত্রে এসব করুণ দশা ঘটতে দেখা যায়। আজকাল তরুণ বাইকাররা বাইক নিয়ে মজা করে। নিত্যনতুন মডেলের উচ্চগতির মোটর বাইক তাদের নিকট খুব প্রিয়। শুধু শহরাঞ্চল নয়- গ্রামগঞ্জের বিত্তশালী পরিবারের ছেলেরা নানা অজুহাতে অভিভাবকদেরকে পটিয়ে দামী বাইক কিনে ফেলে। তাদের অনেকে ঠিকমতো পড়াশুনা করে না। অনেক্ে অনলাইনে ফ্রিফায়ার গেম খেলে সময় নষ্ট করে। অনেকে কোনো চাকুরি করেন না, ব্যবসাও করেন না! বাপের কৃষিকাজ দেখাশোনা বা বাড়ির জন্য বাজার করার কাজও করেন না। তারা বাপের হোটেলে বসে বসে খায় আর বাইক নিয়ে ঘুরে বেড়াতে পছন্দ করে। তাহলে জনমনে প্রশ্ন হলো- এতো স্পিডে বাইক চালিয়ে জরুরিভাবে কোথায় যায়? কেউ কেউ বলেন, ওরা অনেকে প্রেম করে। আবার কেউ বলেন, বাই নিয়ে তারা মাদকদ্রব্য কিনতে যায়, মাদক ব্যবসা করে, মাদক সেবন করে। কারো কারো ধারণা তারা বাই চালিয়ে পথচারী বা রাস্তার রিকশা, অটোযাত্রীদের হাতব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে দ্রুতগতিতে সটকে পড়ে। সম্প্রতি রাজধানী ঢাকার একটি অভিজাত এলাকায় রিকশা আরোহী একজন জনপ্রিয় ছাত্র-সমন্বয়কের হাতব্যাগ ছিনিয়ে নিয়েছে বাইকাররা। তারা একটি বাইকে দু'জন ছিল। পিছনে বসাজন রিকশা মধ্যে বসা ছাত্র-সমন্বয়কের হাতব্যাগটি ছিনিয়ে নিয়ে বাইকের স্পিড বাড়িয়ে সবার সামনে দিয়ে দ্রুত পালিয়ে যায়। অনেক চেষ্টা তদবির করে এখনও তার ব্যাগে রক্ষিত ল্যাপটপ, গবেষণার কাগজপত্র কিছুই উদ্ধার করা যায়নি। বাইকাররা ছিনতাইকারী হলে অনেক সময় জনতার ধাওয়া খেয়ে দ্রুত পালাতে গিয়ে মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটিয়ে থাকে। তারা নিজেরাও মারা যায়, পথচারীকেও মেরে যায়। এধরনের ঘটনায় একজন আক্ষেপ করে বলেছেন, 'অনুরোধ করে বলি: উঠতি বয়সি প্রিয় কিশোর এবং যুবকভাইয়েরা আমার..! নিজে গতি নিয়ন্ত্রণ করে গাড়ি চালান, অপরকেও চালাতে বলেন। নইলে জীবন গেলে আপনার যাবে, আপনাকে দেখে অন্যরা ছবি তুলতে ব্যস্ত থাকবে। ... এবার পবিত্র ঈদুল ফিতর-২০২৫ এর ৯দিনের ছুটির মধ্যে ৩৪০টি দুর্ঘটনায় ৩৫২ জন মারা গেছেন। যার মধ্যে ১৩৫টি মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় ১৩৮ জনই নিহত হয়েছেন।' রোড সেফটি ফাউন্ডেশন ও বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআরটিএ) তথ্য অনুসারে, গত দুই সপ্তাহে দেশব্যাপী সড়ক দুর্ঘটনা বেড়েছে, যার মূল কারণ ঈদ ভ্রমণ।

# বিশ্ববাজারে সোনার দাম ৩৭০০ ডলারে উঠতে পারে

**আন্তর্জাতিক ডেস্ক :**ট্রাম্পের পাল্টা শুল্কে বাড়ছে সোনার ঝলক, বছর শেষে দাম ছুঁতে পারে আউন্সপ্রতি ৩ হাজার ৭০০ ডলার। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পাল্টা শুল্কের প্রভাব পড়েছে বিশ্ববাজারে আর এতে বাড়তে শুরু করেছে সোনার দাম। বিনিয়োগ ব্যাংক গোল্ডম্যান স্যাক্স আশঙ্কা করছে, চলতি বছরের শেষ নাগাদ সোনার দাম আউন্সপ্রতি ৩ হাজার ৭০০ ডলারে পৌঁছাতে পারে। এর আগে তারা সোনার দামের পূর্বাভাস দিয়েছিল ৩ হাজার ৩০০ ডলার। তবে সর্বশেষ পূর্বাভাসে তা সংশোধন করে বলেছে, সোনার দাম ৩ হাজার ৬৫০ থেকে ৩ হাজার ৯৫০ ডলারের মধ্যে উঠানামা করতে পারে। **কেন বাড়বে সোনার দাম?** গোল্ডম্যান স্যাক্স বলছে, বিশ্বের কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো সোনা কেনায় আগ্রহ দেখাচ্ছে। পাশাপাশি সোনাভিত্তিক ইটিএফ (এক্সচেঞ্জ ট্রেডেড ফান্ড) তহবিলে বিনিয়োগ বাড়ার সম্ভাবনা আছে। মূলত এই দুই কারণে সোনার দাম বাড়তে পারে। **মন্দা এলে কী হবে?** বিশ্ববাজারে যদি অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দেয়, তাহলে সোনার দাম আরো লাফিয়ে বেড়ে আউন্স প্রতি ৩ হাজার ৮৮০ ডলার পর্যন্ত উঠতে পারে, এমনটাই বলছে রয়টার্সে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে। তবে গোল্ডম্যান স্যাক্স বলছে, যদি বাজারে রাজনৈতিক বা নীতিগত অনিশ্চয়তা দূর হয়, তাহলে বিনিয়োগকারীরা আরো হিসেব করে বিনিয়োগ করবে। তখন সোনার দাম এতটা না বাড়লেও, আউন্স প্রতি ৩ হাজার ৫৫০ ডলার পর্যন্ত উঠতে পারে বলে তাদের ধারণা। **সোনার চাহিদা কতটা বাড়ছে?** বিশ্বজুড়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর সোনার চাহিদাও বাড়ছে। চলতি বছর বিশ্বের কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর সোনার চাহিদা প্রতি মাসে ৮০ মেট্রিক টনে ওঠার পূর্বাভাস রয়েছে, যা আগের বছর ছিল ৭০ মেট্রিক টন। ওয়ার্ল্ড গোল্ড কাউন্সিলের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালে বিশ্বে সোনা বেচাকেনা হয়েছে ৪ হাজার ৯৭৪ টন আর ২০২৪ সালে টানা তৃতীয় বছরের মতো কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো ১ হাজার টনের বেশি সোনা কিনছে। গত বছর সবচেয়ে বেশি সোনা কিনেছে পোল্যান্ডের কেন্দ্রীয় ব্যাংকড়মোট ৯০ টন। **সোনার বর্তমান দাম কেমন?** গোল্ডপ্রাইস ডট অর্গ-এর তথ্যমতে, আজ বিশ্ববাজারে সোনার দাম সামান্য কমেছে। বর্তমানে সোনার দাম আউন্সপ্রতি ৩ হাজার ৩১৫ ডলার। গত এক মাসে বেড়েছে ২৭৯ ডলার আর গত এক বছরে বেড়েছে ৯২৬ ডলার। বিশ্ববাজারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দেশীয় বাজারেও সোনার দাম বাড়ছে। বিনিয়োগকারীরা নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে সোনার দিকে ঝুঁকছেন।

# ইতালিতে দ্বিতীয় দফা আলোচনায় বসেছে ইরান-যুক্তরাষ্ট্র

**আন্তর্জাতিক ডেস্ক :**ইতালির রাজধানী রোমে ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে দ্বিতীয় দফার 'পরোক্ষ আলোচনা' শুরু হয়েছে। ইরনা জানিয়েছে, এই আলোচনায় ইরানের বেসামরিক পারমাণবিক কর্মসূচি এবং দেশটির বিরুদ্ধে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার নিয়ে আলোচনা হবে। এর আগে, ইতালিতে অবস্থিত ওমান দূতাবাস আয়োজিত দ্বিতীয় দফার আলোচনার জন্য গতকাল শনিবার ভোরে রোমে পৌঁছান পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাকচি। রোমে তেহরান-ওয়াশিংটন পরোক্ষ আলোচনার ফাঁকে ইরানের আব্বাস আরাঘচি ইতালীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গেও সাক্ষাত করেছেন। সাক্ষাতকালে আরাঘচি সকল পক্ষের এই 'সুযোগের সদ্ব্যবহার' করার প্রয়োজনীয়তার কথা স্মরণ করিয়ে দেন, যাতে তারা একটি যৌক্তিক এবং যুক্তিসঙ্গত বোঝাপড়ায় পৌঁছাতে পারে। তিনি উল্লেখ করেন, ইরানের বৈধ অধিকারকে সম্মান করার এবং নিপীড়ক ও অবৈধ নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করার পাশাপাশি, স্বেচ্ছাসেবী আস্থা তৈরির মাধ্যমে ইরানের শান্তিপূর্ণ পারমাণবিক কর্মসূচি সম্পর্কে যে কোনো সন্দেহ দূর করা সম্ভব। ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচির শান্তিপূর্ণ প্রকৃতির ওপর জোর দিয়ে আরাঘচি বলেন, ইরানিদের ধর্মীয় ও জাতীয় মূল্যবোধ এবং ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের প্রতিরক্ষা মতবাদ অনুসারে গণবিধ্বংসী অস্ত্র প্রত্যাখ্যান করা হয়। পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত মধ্যপ্রাচ্য অর্জনের পথে ইহুদিবাদী শাসনব্যবস্থাই একমাত্র বাধা। তিনি বলেন, ইসরায়েলি সরকার গণহত্যা, আইন লঙ্ঘন এবং আঞ্চলিক দেশগুলোর বিরুদ্ধে আগ্রাসনের মাধ্যমে ইরানোফোবি-য়াকে ইন্ধন জোগাতে এবং মধ্যপ্রাচ্যে নিরাপত্তাহীনতা বাড়াতে চাইছে। ইউরোপ এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে আরোপিত 'স্টেরিওটাইপ' (গতবাধা ধারণা) থেকে দূরে সরে একটি দায়িত্বশীল অবস্থান গ্রহণ করতে হবে।

ইতালীয় শীর্ষ কূটনীতিক ইরান ও ইতালির মধ্যে সম্পর্কের দীর্ঘ ইতিহাসের কথাও স্মরণ করেন, দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক জোরদারে ইতালির আগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি ইরান-মার্কিন আলোচনার সাফল্যের জন্য প্রয়োজনীয় যে কোনো সহায়তা প্রদানের জন্য দেশটির দৃঢ় সংকল্পের ওপরেও জোর দেন। প্রসঙ্গত, এর আগে গত ১২ এপ্রিল ওমানে ইরানি ও আমেরিকান প্রতিনিধিদলের প্রথম দফা আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

# দ্বিতীয় সর্বোচ্চ কর্মকর্তার সঙ্গে বৈঠকে ভ্যাটিকানে পৌঁছেছেন ভ্যান্স

**আন্তর্জাতিক ডেস্ক :**যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স হলি সির দ্বিতীয় সর্বোচ্চ কর্মকর্তার সঙ্গে বৈঠকের উদ্দেশ্যে গতকাল শনিবার সকালে ভ্যাটিকানে পৌঁছেছেন। ভ্যাটিকান সিটি থেকে এএফপি জানায়, ক্যাথলিক ধর্মে ধর্মান্তরিত ভ্যান্স ও তার প্রতিনিধিদল স্থানীয় সময় সকাল ১০টা (০৮০০ জিএমটি) নাগাদ পোপের সরকারি বাসভবন অ্যাপোস্টলিক প্রাসাদে পৌঁছেন। জেডি ভ্যান্সের ভ্যাটিকানের স্টেট সেক্রেটারি কার্ডিনাল পিয়েত্রো প্যারোলিন এবং ভ্যাটিকানের পররাষ্ট্র সম্পর্কবিষয়ক সচিব পল রিচার্ড গ্যালাঘারের সঙ্গে বৈঠকের কথা রয়েছে। উল্লেখ্য, মাত্র দুই মাস আগেই পোপ ফ্রান্সিস নতুন মার্কিন প্রশাসনকে কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেন। এর আগের দিনই ভ্যান্স ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনির সঙ্গে বৈঠক করেন। সেই বৈঠকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আরোপিত বাণিজ্য শুল্ক নিয়ে আলোচনা হয়। ভ্যান্স আশা করছেন, বিশ্বের ১৪০ কোটি ক্যাথলিকের নেতা পোপ ফ্রান্সিসের সঙ্গেও তিনি সাক্ষাৎ করতে পারবেন। বর্তমানে পোপ জীবনঘাতী নিউমোনিয়া থেকে সেরে উঠছেন এবং হাসপাতালের প্রায় ৪০ দিন কাটানোর পর বিশ্রামে আছেন। ৪০ বছর বয়সী ভ্যান্স, তাঁর স্ত্রী ও তিন সন্তান ইতালির প্রধানমন্ত্রী মেলোনির সঙ্গে বৈঠকের পর সেন্ট পিটার্স ব্যাসিলিকায় গুড ফ্রাইডের প্রার্থনায় অংশ নেন। ভ্যান্স ইস্টার রবিবারের প্রার্থনায় উপস্থিত থাকবেন কি না, সে বিষয়ে কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়া হয়নি। তবে ওই দিন পোপ ফ্রান্সিসের উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে, যখন হাজারো ধর্মপ্রাণ ক্যাথলিক ভ্যাটিকানে জড়ো হবেন।

# দিল্লিতে চারতলা ভবন ধসে নিহত ৪, আটকা অনেকে

**আন্তর্জাতিক ডেস্ক :**ভারতের দিল্লিতে একটি চারতলা ভবন ধসে কমপক্ষে চারজন নিহত হয়েছেন। ভবনের ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়া ১৪ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। ধ্বংসস্তূপের নিচে এখনও অনেকে আটকে আছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। খবর এনডিটিভির। গতকাল শনিবার ভোরে দিল্লির মুস্তাফাবাদে এ ঘটনা ঘটে। জ্যেষ্ঠ পুলিশ কর্মকর্তা সন্দীপ লাম্বা জানান, ভোর ৩টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। এরপর জাতীয় দুর্যোগ প্রতিক্রিয়া বাহিনী (এনডিআরএফ), দিল্লি ফায়ার সার্ভিসেস এবং দিল্লি পুলিশের উদ্ধারকারী দল অভিযান শুরু করে। সংবাদ সংস্থা এএনআইকে সন্দীপ লাম্বা বলেন, '১৪ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে এবং চারজন মারা গেছেন। এখনও প্রায় ৮-১০ জন আটকা পড়ে আছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।'

# আফগান নাগরিকদের ফেরত পাঠানোর মধ্যে কাবুলে পাক-পররাষ্ট্রমন্ত্রী

**আন্তর্জাতিক ডেস্ক :**আফগান নাগরিকদের ফেরত পাঠানোর মধ্যেই গতকাল শনিবার আফগানিস্তানে তালেবান কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে বসতে কাবুলে পৌঁছেছেন পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী। গত দুই সপ্তাহেরও কম সময়ে পাকিস্তান থেকে ৮৫ হাজারের বেশি আফগান নাগরিককে বহিষ্কার করা হয়েছে, যাদের বেশিরভাগই শিশু। কাবুল থেকে এএফপি জানায়, ইসলামাবাদ ঘোষণা দিয়েছে, এপ্রিল মাস শেষ হওয়ার আগেই তারা আবাসিক অনুমতি বাতিল করা হয়েছে এমন ৮ লাখের

বেশি আফগানকে ফেরত পাঠাবে, এর মধ্যে কেউ কেউ পাকিস্তানে জন্মগ্রহণ করেছেন বা কয়েক দশক ধরে বসবাস করছেন। প্রতিদিনই আফগান পরিবারগুলো গ্রেপ্তার, অভিযান কিংবা পরিবারের সদস্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আশঙ্কায় সীমান্তের দিকে ছুটছে। পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দারের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল আফগান তালেবান সরকারের শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করবেন, যার মধ্যে প্রধানমন্ত্রী হাসান আখুন্দ রয়েছেন। পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রকাশিত এক ভিডিও অনুযায়ী, আফগানিস্তানের উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী (অর্থ ও প্রশাসনিক দায়িত্বে) মোহাম্মদ নাঈম তাকে বিমানবন্দরে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। গত শুক্রবার সংবাদ সম্মেলনে পাকিস্তানের উপ-স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তালাল চৌধুরী বলেন, 'নির্ধারিত সময়সীমার কোনো প্রকার শিথিলতা বা সময় বাড়ানো হবে না।' তিনি আরও বলেন, 'আপনি যদি কোনো কাগজপত্র ছাড়া আসেন, তবে সেটি শুধু সন্দেহই বাড়ায়ড়আপনি মাদক পাচারের সঙ্গে যুক্ত কি না, সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন করছেন কি না বা অন্য কোনো অপরাধ করছেন কি না।' চৌধুরী আগেও আফগান নাগরিকদের 'সন্ত্রাসী ও অপরাধী' বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। তবে বিশ্লেষকদের মতে, এটি একটি রাজনৈতিক কৌশল, যার মাধ্যমে তালেবান সরকারের ওপর ক্রমবর্ধমান নিরাপত্তা সংকট নিয়ে চাপ প্রয়োগ করা হচ্ছে। গত শুক্রবার তিনি জানান, এপ্রিলের শুরু থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ৮৫ হাজার আফগান পাকিস্তান থেকে সীমান্ত পেরিয়ে নিজ দেশে ফিরেছেন, যাদের বেশিরভাগের কোনো বৈধ কাগজপত্র নেই।

জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থা শুক্রবার জানায়, ফেরত যাওয়া এই আফগানদের অর্ধেকেরও বেশি শিশুড় যাদের এমন এক দেশে প্রবেশ করতে হচ্ছে, যেখানে মেয়েরা মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা থেকে বঞ্চিত এবং বহু খাতে নারীদের কাজ করার ওপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। গতকাল শনিবার আফগান শরণার্থী মন্ত্রণালয়ের একজন মুখপাত্র এএফপিকে জানান, ১ এপ্রিল থেকে ১৮ এপ্রিল পর্যন্ত পাকিস্তান সীমান্তের দুটি প্রধান প্রবেশপথ দিয়ে প্রায় ৭১ হাজার আফগান প্রত্যাবর্তনকারীকে তালেবান কর্তৃপক্ষ নথিভুক্ত করেছে।

**বহিষ্কারের দ্বিতীয় ধাপ** জাতিসংঘ বলছে, আফগানিস্তানের বিভিন্ন সংঘাত থেকে পালিয়ে প্রায় ৩০ লাখ আফগান পাকিস্তানে আশ্রয় নিয়েছে। ১৯৯০-এর দশকে তালেবান সরকারের প্রথম মেয়াদে পাকিস্তান ছিল তিনটি দেশগুলোর একটি, যারা সরকারটিকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। পরে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে ন্যাটো বাহিনীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহে গোপনে তালেবানকে সহায়তা করার। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দুই দেশের সম্পর্কে টানাপোড়েন বেড়েছে, বিশেষত সীমান্তবর্তী অঞ্চলে সহিংসতা বাড়ার পর। গত বছর পাকিস্তানে এক দশকের মধ্যে সবচেয়ে প্রাণঘাতী ছিল, এবং ইসলামাবাদ কাবুলকে দায়ী করে বলেছে, সন্ত্রাসীরা আফগানিস্তানে আশ্রয় নিয়ে সেখান থেকেই হামলার পরিকল্পনা করছে। তালেবান সরকার এ অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

# বিশ্বের অন্যতম বিলাসবহুল প্রাসাদ অ্যান্টিলিয়ায় সত্যিই এসি নেই?

**আন্তর্জাতিক ডেস্ক :**বাকিংহাম প্রাসাদের পরই বিশ্বের অন্যতম মূল্যবান বাড়ি বলে ধরা হয় অ্যান্টিলিয়াকে। ভারতের সবচেয়ে দামি বাড়ি এটি, যার মালিক রিলায়্যান্সের কর্ণধার মুকেশ আম্বানি। মুম্বাইয়ের আল্টামাউন্ট রোডের ২৭ তলার এই প্রাসাদটি প্রায় চার লাখ বর্গফুটের। উচ্চতায় ৫৬৮ ফুট। দাম প্রায় ১৫ হাজার কোটি রুপি। পৃথিবীতে এর থেকে দামি ব্যক্তিগত বাস-ভবন আর তেমন নেই। আটলান্টিক মহাসাগরের একটি দ্বীপের নামে নামাঙ্কিত অ্যান্টিলিয়াতেই স্ত্রী নীতা আম্বানি, বড় ছেলে আকাশ, বড় পুত্রবধূ শ্লোকা, ছোট ছেলে অনন্ত ও ছোট পুত্রবধূ রাধিকা এবং নাতি-নাতনিকে নিয়ে থাকেন মুকেশ। তার বাড়িতে রয়েছে জিম, স্পা, বিউটি পার্লার, বলরুম, তিনটি সুইমিং পুল, ৫০ আসনবিশিষ্ট সিনেমা হল, তিনটি হেলিপ্যাডসহ নানা সুযোগ-সুবিধা। যোগাসন ও নাচের জন্য আলাদা স্টুডিওর ব্যবস্থাও রয়েছে। অ্যান্টিলিয়া এমনভাবে নকশা করা হয়েছে, ভূমিকম্পের মাত্রা রিখটার স্কেলে আট হলেও এই বাড়ি ভেঙে পড়বে না। এ ছাড়া ২৭ তলার এই বাড়িটির কোনো একটি তলার সঙ্গে অন্য তলার মিল নেই। ৫৬৮ ফুট উঁচু ২৭ তলা এই বাড়িটি তৈরি করেছে শিকাগোর নির্মাণ সংস্থা ওয়েল অ্যান্ড পারকিনস। দুবাইয়ের বুর্জ খলিফার চেয়েও উঁচু এই বাড়িজুড়ে শুধুই ঐশ্বর্যের হাতছানি। মুকেশ ও নীতার স্বপ্ননীড়ের অন্দরসজ্জা দেখলে যে কারো চোখ ধাঁধিয়ে যেতে বাধ্য। বাড়িটি নকশা করা হয়েছে ক্রিস্টাল, মার্বেল ও মুক্তা দিয়ে। গোটা বাড়ির বাইরের অংশ কাচ ও মার্বেল দিয়ে মোড়া। বিলাস ও বাহুল্যের চূড়ান্ত নিদর্শন এই অ্যান্টিলিয়াকে নিয়ে রয়েছে বিস্তর জল্পনা ও গুজব। শোনা যায়, আম্বানি পরিবারের বাসভবনে নাকি শীতাতপ নিয়ন্ত্রক যন্ত্রের কোনো স্থান নেই। বিষয়টি সম্পূর্ণ ভুল নয়। অ্যান্টিলিয়ার বাইরের অংশে শীতাতপ যন্ত্রের আউটডোর ইউনিটের দেখা মেলে না।

## বিনোদন

# হাসপাতালে সৃজিত, শ্বাসকষ্ট ও বুকে ব্যথা নিয়ে ভর্তি

**বিনোদন ডেস্ক :** দুই বাংলার জনপ্রিয় ও গুণী চলচ্চিত্র নির্মাতা সৃজিত মুখার্জিকে শ্বাসকষ্ট ও বুকে ব্যথা অনুভবের পর কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। চিকিৎসকদের পরামর্শে বর্তমানে তাকে নিবিড় পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে (আইসিইউ) রাখা হয়েছে। এ খবরে টলিউডে সৃষ্টি হয়েছে চরম উদ্বেগ, প্রার্থনায় মুখর হয়েছে তার সহকর্মী ও অসংখ্য অনুরাগী।

ঘটনা সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার রাত সাড়ে ১২টার দিকে হঠাৎ করেই শ্বাসকষ্ট এবং বুকে অস্বস্তি অনুভব করেন সৃজিত। সাথে সাথে তাকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে তাকে আইসিইউতে স্থানান্তর করা হয়। রাতেই তার বেশ কয়েকটি মেডিকেল টেস্ট করানো হয়, যেগুলোর ফলাফল শনিবারের মধ্যে আসার কথা রয়েছে। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, রিপোর্ট অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে তার চিকিৎসার পরবর্তী ধাপ ও হাসপাতাল থেকে ছাড়ার সময়সীমা।

হাসপাতাল সূত্রে খবর, আপাতত সৃজিতের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে। তবে পুরোপু-রি সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত তাকে নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা হবে বলে জানানো হয়েছে।

সৃজিত মুখার্জির শারীরিক অসুস্থতা এমন এক সময়ে এলো, যখন তিনি সদ্যই নিজের নির্মিত 'অতি উত্তম' চলচ্চিত্র দিয়ে লিমকা বুক অব রেকর্ডসে স্থান করে নিয়েছেন। এ অর্জনের কথা গর্বভরে শেয়ারও করেছিলেন তিনি নিজের ইনস্টাগ্রামে। এছাড়া সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে তার নতুন সিনেমা 'কিলবিল সোসাইটি'। জুন মাস থেকে 'লহো গৌরাঙ্গের নাম রে' ছবির শুটিং এবং একটি নাটকের মহড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন এই ব্যস্ত পরিচালক। এমন কর্মব্যস্ততার মাঝেই হঠাৎ শরীর খারাপ হওয়ায় তার অনুরাগী ও সহকর্মীরা বেশ উদ্বিগ্ন।

পরিচালকের দ্রুত আরোগ্য কামনা করে সামাজিক মাধ্যমে শুভেচ্ছার জোয়ার বইছে। টলিউডের অনেক তারকাই তার প্রতি সহানুভূতি ও ভালোবাসা প্রকাশ করেছেন।

# তিনগুণ শো, দুই কোটি আয় ঈদের পরেও হাউসফুল 'জংলি' মুক্তি পাচ্ছে দেশের বাইরেও

**বিনোদন ডেস্ক :** ঈদুল ফিতরে মুক্তিপ্রাপ্ত এম রাহিম পরিচালিত 'জংলি' সিনেমাটি প্রমাণ করে দিয়েছে যে, দর্শকদের ভালোবাসা আর চাহিদার কাছে কোনো বাধাই দীর্ঘস্থায়ী নয়। মুক্তির প্রথম দিন থেকেই হাউসফুল শো, টিকিট না পেয়ে হল থেকে ফিরতে হওয়া দর্শক, আর সামাজিক মাধ্যমে সিনেমা নিয়ে ইতিবাচক আলোচনা– সব মিলিয়ে বাংলা সিনেমায় যেন নতুন এক জোয়ার এনেছে 'জংলি'। প্রথম সপ্তাহে স্টার সিনেপ্লেক্স-এ মাত্র ১১টি শো দিয়ে যাত্রা শুরু করলেও, দর্শকের প্রবল চাহিদা দেখে দ্বিতীয় সপ্তাহে দ্বিগুণ করা হয় শো সংখ্যা। তৃতীয় সপ্তাহে এসে সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে তিনগুণে। এখন প্রতিদিন স্টার সিনেপ্লেক্সের সব শাখা মিলিয়ে 'জংলি' দেখানো হচ্ছে ২১টি শো-তে। একই সঙ্গে যমুনা ব্লকবাস্টারে ৪টি এবং লায়ন সিনেমাসে ৩টি শো চালু রয়েছে– সব মিলিয়ে মাল্টিপ্লেক্সে ২৮টি শো প্রতিদিন। মাল্টিপ্লেক্সের পাশাপাশি সিঙ্গেল স্ক্রিনেও সিনেমাটি জমিয়ে চলেছে। মুক্তির সময় মাত্র তিনটি হলে চললেও, এখন 'জংলি' প্রদর্শিত হচ্ছে ২১টি সিঙ্গেল স্ক্রিনে– যা শাকিব খান অভিনীত 'বরবাদ'র পর সর্বোচ্চ। টাইগার মিডিয়ার কর্ণধার জাহিদ হাসান অভি জানান, "আমার বিশ্বাস, 'জংলি' লম্বা রেসের ঘোড়া। 'পরাণ' পরিবেশনার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি– এই সিনেমাটিও ইতিহাস গড়তে পারে।"

সিনেমাটির কেন্দ্রীয় চরিত্রে রয়েছেন জনপ্রিয় অভিনেতা সিয়াম আহমেদ। একাধিক ভিন্ন লুকে তিনি পর্দায় হাজির হয়েছেন। তার বিপরীতে অভিনয় করেছেন প্রার্থনা ফারদিন দীঘি ও শবনম বুবলী। দর্শকদের ভাষ্যমতে, সিনেমায় অভিনয়ের পাশাপাশি গল্প, আবেগ ও সংগীতের মেলবন্ধন একে করেছে পারিবারিক বিনোদনের অনন্য উদাহরণ। নির্মাতা এম রাহিম বলেন, "'জংলি' এখন শুধু একটি সিনেমা নয়, এটি হয়ে উঠেছে প্রতিটি পরিবারের গল্প। পরিবার-পরিজন একসঙ্গে হাসছে, কাঁদছে– এটাই আমাদের পরম সার্থকতা।" ১৬ দিনের প্রদর্শনী শেষে সিনেমাটি আয় করেছে প্রায় ২ কোটি ৬ লাখ টাকা। এছাড়া, দেশে দারুণ সাড়া ফেলার পর, 'জংলি' এবার মুক্তি পাচ্ছে বিদেশেও, ২৫ এপ্রিল থেকে। প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান টাইগার মিডিয়া জানিয়েছে, প্রবাসী বাংলাদেশিদের মাঝেও সিনেমাটি নিয়ে বিপুল আগ্রহ তৈরি হয়েছে। ঈদের অন্য আলোচিত সিনেমাগুলোর মধ্যে 'বরবাদ' এখনও সবচেয়ে বেশি শো নিয়ে চলছে (মাল্টিপ্লেক্সে ৩৫টি ও সিঙ্গেল স্ক্রিনে শতাধিক)। তবে 'দাগি' মাল্টিপ্লেক্সে কিছুটা জমলেও সিঙ্গেল স্ক্রিনে ব্যর্থ হয়েছে– মাত্র চারটি হলে প্রদর্শিত হচ্ছে সিনেমাটি। সেই তুলনায় 'জংলি'র সাফল্য অধিক স্থায়ী ও বিস্তৃত মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

# বিতর্কের মুখে পরিবারের নিরাপত্তায় প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইলেন অনুরাগ কাশ্যপ

**বিনোদন ডেস্ক :** ভারতের জনপ্রিয় পরিচালক অনুরাগ কাশ্যপ ফের উঠে এসেছেন বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে। অনন্ত মহাদেবন পরিচালিত আসন্ন ছবি 'ফুলে' নিয়ে বিতর্কের সূত্র ধরে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়কে উদ্দেশ করে দেয়া তার এক মন্তব্য সামাজিক মাধ্যমে ঝড় তোলে। বিষয়টি নিয়ে দেশজুড়ে সমালোচনার পাশাপাশি শুরু হয় তাকে এবং তার পরিবার-পরিজনকে হুমকি দেওয়া। একপর্যায়ে পরিচালকের বাড়ির মেয়েসহ ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সহকর্মীদের ধর্ষণ ও প্রাণনাশের হুমকি পর্যন্ত দেওয়া হয়– যা পরিস্থিতিকে করে তোলে অত্যন্ত ভয়াবহ। পরিস্থিতির ভয়াবহতা বুঝে অনুরাগ কাশ্যপ শেষ পর্যন্ত সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশ্যে ক্ষমা চান। তিনি বলেন, "আমি যা বলেছি, তা সচেতনভাবেই বলেছি এবং বেশিরভাগ মন্তব্য ফিরিয়ে নিতে চাই না। তবে একটি বাক্য, যা প্রসঙ্গের বাইরে গিয়ে বলা হয়েছিল– সেটি নিয়ে আমি দুঃখিত।" তার অনুরোধ, "আমাকে যা খুশি বলুন, কিন্তু আমার পরিবার-পরিজন, বন্ধু ও সহকর্মীদের এই আক্রোশ থেকে মুক্ত রাখুন।" তিনি আরও যোগ করেন, "আমার বক্তব্যে যদি কেউ আঘাত পেয়ে থাকেন, তবে আমি ক্ষমাপ্রার্থী। তবে এই আঘাতের প্রতিক্রিয়া যদি হয় ধর্ষণ ও খুনের হুমকি– তাহলে সেটা আমাদের সমাজের সংস্কারক নামধারীদের আসল চেহারা প্রকাশ করে।" এই বিতর্কের সূত্রপাত হয় প্রতীক গান্ধী ও পত্রলেখা অভিনীত ছবি 'ফুলে' ঘিরে।

# জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০২৩: কারা উঠছেন সম্মানের শীর্ষে

**বিনোদন ডেস্ক :** বাংলাদেশের চলচ্চিত্র অঙ্গনের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ স্বীকৃতি হিসেবে পরিচিত জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার। প্রতিবারই এই পুরস্কার নতুন চমক ও আলোচনার জন্ম দেয়। এবার ২০২৩ সালের জন্য সেই প্রতীক্ষিত পুরস্কারের সম্ভাব্য বিজয়ীদের তালিকা তৈরি করেছে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত চার সদস্যবিশিষ্ট জুরি বোর্ড। তারা সম্প্রতি তাদের চূড়ান্ত মতামত ও নম্বর জমা দিয়েছেন মন্ত্রণালয়ে, এবং খুব শিগগিরই প্রকাশিত হবে আনুষ্ঠানিক প্রজ্ঞাপন।

জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের আজীবন সম্মাননা বিভাগে যৌথভাবে পুরস্কৃত হতে পারেন দুই বর্ষীয়ান অভিনয়শিল্পী–শবনম ও জাভেদ। জুরি বোর্ডের এক সদস্য জানিয়েছেন, "দুজনেই দেশের চলচ্চিত্রে ব্যাপক অবদান রেখেছেন। বিশেষ করে জাভেদের বর্তমান শারীরিক অবস্থার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে।

# নিখোঁজের কয়েক মাস পর পাওয়া গেল জাপানি অভিনেতার মরদেহ

**বিনোদন ডেস্ক :** জাপানের বিনোদন জগতের তরুণ তারকা, অভিনেতা ও সংগীতশিল্পী মিজুকি ইতাগাকি আর নেই। চলতি বছরের জানুয়ারিরর শেষ দিকে নিখোঁজ হওয়ার পর দীর্ঘ কয়েক মাসের অনিশ্চয়তার অবসান ঘটিয়ে, অবশেষে তার মরদেহ উদ্ধার হয়েছে টোকিও থেকে। মাত্র ২৪ বছর বয়সেই থেমে গেল সম্ভাবনাময় এক প্রতিভার জীবন। মালয়েশিয়াভিত্তিক সংবাদমাধ্যম দ্য স্টার জানায়, গত বৃহস্পতিবার মিজুকির পরিবার ইনস্টাগ্রাম স্টোরির মাধ্যমে তার মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে। পরিবারের প্রকাশিত বিবৃতিতে জানানো হয়, দীর্ঘদিন ধরে মানসিক স্বাস্থ্যজনিত চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি ছিলেন মিজুকি। তবু, কঠিন সময়ের মাঝেও তিনি চেষ্টা করেছেন তার অভিনয়ের মাধ্যমে দর্শকদের মুখে হাসি ফোটাতে। বিবৃতিতে বলা হয়, "তিনি ধীরে ধীরে কাজে ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে, তার জীবন এর আগেই থেমে গেল। এমন পরিণতি হয়তো সে নিজেও কখনো কল্পনা করেনি। মিজুকির পরিবার তার অগণিত ভক্ত ও শুভাকাঙ্ক্ষীর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে।

# আবারও ওটিটিতে চমক আনতে ফিরছেন নাগা চৈতন্য, আসছে 'মায়াসভা'

**বিনোদন ডেস্ক :** দক্ষিণ ভারতের জনপ্রিয় অভিনেতা নাগা চৈতন্য আবারও ওটিটি প্ল্যাটফর্মে ফিরছেন নতুন রূপে, নতুন গল্পে। ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে মুক্তিপ্রাপ্ত 'ধূথা' ওয়েব সিরিজে তার অনবদ্য অভিনয় দর্শক-সমালোচক সকলের মন জয় করেছিল। সেখানেই প্রথমবারের মতো তিনি ওটিটিতে কাজ করেন এবং একজন অনুসন্ধানী সাংবাদিক সাগরের চরিত্রে তার অভিনয় ছিল দারুণ প্রশংসিত। সেই সিরিজটি 'বেস্ট সাউথ ওটিটি শো অফ ২০২৩' খেতাবও পেয়েছিল।

এই সাফল্যের ধারাবাহিকতায় এবার নাগা চৈতন্যকে নিয়ে আসা হচ্ছে 'মায়াসভা'সহ নামের নতুন একটি ওয়েব সিরিজে। পরিচালক দেবা কাট্টা সম্প্রতি এই সিরিজের ঘোষণা দিয়েছেন, যেটি হতে যাচ্ছে রাজনৈতিক থ্রিলার এবং ক্রাইম ড্রামার সংমিশ্রণে তৈরি এক মৌলিক কাহিনি। যদিও এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে কাস্ট ঘোষণা করা হয়নি, তবে বিভিন্ন সূত্র বিনোদন সংবাদমাধ্যম পিঙ্কভিলা–দাবি করছে, নাগা চৈতন্যই হতে যাচ্ছেন 'মায়াস-ভা'র প্রধান মুখ। পরিচালক নিজেই ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, তিনি তার 'পছন্দের' একজন অভিনেতাকে এই চরিত্রে কাস্ট করছেন–যা থেকেই অনুরাগীরা ধরে নিয়েছেন যে নাগার নামই সেই তালিকায় রয়েছে। 'মায়াসভা'র প্রথম সিজনের মোট দৈর্ঘ্য হবে প্রায় ৪০০ মিনিট, অর্থাৎ গড়ে প্রতিটি পর্বই হবে দীর্ঘ, গভীর ও জটিল কাহিনি বিশ্লেষণে পরিপূর্ণ। সিরিজটি মুক্তি পাবে ২০২৫ সালের শেষ ত্রৈমাসিকে, যা ইতোমধ্যেই দর্শকদের আগ্রহের কেন্দ্রে চলে এসেছে। ওটিটিতে সাফল্যের পাশাপাশি নাগা চৈতন্যের চলচ্চিত্র ক্যারিয়ারও দারুণ গতিতে এগোচ্ছে। তার সর্বশেষ সিনেমা 'থান্ডেল' বক্স অফিসে সফলতা পেয়েছে। বর্তমানে তিনি ব্যস্ত আছেন 'এনসি২৪' নামের একটি মিথোলজিক্যাল থ্রিলার ছবির শুটিংয়ে, যা পরিচালনা করছেন কার্তিক ভার্মা ডান্ডু। এই সিনেমাকে ধরা হচ্ছে নাগা চৈতন্যের ক্যারিয়ারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসেবে। একাধারে বড়পর্দা ও ওটিটিতে সফলতা পাওয়া এই দক্ষিণী সুপারস্টারকে নিয়ে ভক্তদের আগ্রহ এখন চূড়ায়। '

মায়াসভা' সিরিজটি কেবল তার ক্যারিয়ারে নতুন মাত্রা যোগ করবে না, বরং দক্ষিণী কনটেন্টকে ওটিটি দুনিয়ায় আরও দৃঢ় অবস্থানে পৌঁছে দেবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

# নতুন চমক ও রোমাঞ্চ নিয়ে ফিরছে 'লাভ, ডেথ + রোবটস' নেটফ্লিক্সে ১৫ মে মুক্তি পাচ্ছে চতুর্থ সিজন

**বিনোদন ডেস্ক :** নেটফ্লিক্সের বহুল প্রশংসিত ও জনপ্রিয় অ্যানিমেটেড অ্যান্থোলজি সিরিজ 'লাভ, ডেথ + রোবটস' আবারও পর্দায় ফিরছে। আগামী ১৫ মে মুক্তি পেতে যাচ্ছে সিরিজটির চতুর্থ সিজন, যেখানে থাকছে নতুন রূপে ১০টি রোমাঞ্চকর অ্যানিমেটেড শর্ট ফিল্ম।

সদ্য প্রকাশিত ট্রেলারেই মিলেছে নতুন মৌসুমের রোমাঞ্চের আভাস। পূর্ববর্তী সিজনগুলোর মতো এবারও থাকছে সাহসী ও দৃষ্টিনন্দন ভিজ্যুয়াল, চিন্তাশীল গল্প এবং ভিন্নধর্মী চরিত্রের সমাহার। ডাইনোসর গ্ল্যাডিয়েটর, ভবিষ্যদ্রষ্টা বিড়াল ও পাপেট রকস্টার – এমন অভিনব চরিত্রগুলো এবার চমকে দেবে দর্শকদের। জাঁকজমক প্রযোজনা ও সৃজনশীল দল চতুর্থ সিজনের প্রযোজনায় রয়েছেন বিখ্যাত দুই নির্মাতা– 'ডেডপুল'-খ্যাত টিম মিলার এবং 'মাইন্ডহান্টার'-এর নির্মাতা ডেভিড ফিঞ্চার। পুরো সিজনের সুপারভাইজিং ডিরেক্টর হিসেবে আছেন 'কুং ফু পান্ডা ২'-এর পরিচালক জেনিফার ইউ নেলসন, যিনি তার দৃষ্টিনন্দন ও গতিশীল নির্মাণশৈলীর জন্য সুপরিচিত। ২০১৯ সালে যাত্রা শুরু করা এই সিরিজটি ইতোমধ্যে ১৫টি এমি অ্যাওয়ার্ডে মনোনয়ন পেয়ে ১৩টি পুরস্কার জিতেছে। সর্বশেষ মৌসুমে 'জিবারো' নামে একটি পর্বের জন্য ব্যাপক প্রশংসা কুড়ায় এবং পুরস্কারও জিতে নেয়।

হাটে বিক্রির জন্য নৌকা বোঝাই করে আনারস আনা হয়েছে। সমতা ঘাট, বনরূপা, রাঙামাটি।

# প্রতিটি চুমুকে নতুন অভিজ্ঞতা 'ম্যাজিক চা'

**বরিশাল প্রতিবেদক :** প্রতিটি চুমুকেই ম্যাজিক চা দিচ্ছে এক নতুন অভিজ্ঞতা। চায়ের স্বাদের পাশাপাশি বাহারি মশলাদার পান যা স্থানীয়ভাবে পরিচিত হয়ে উঠেছে 'পাহাড়ি পান' ও 'আগুন পান' নামে। দেশের বিভিন্নপ্রান্ত থেকে সাগর কন্যা কুয়াকাটায় ভ্রমনে আসা পর্যটকদের আকৃষ্ট করছে ম্যাজিক চা ও বাহারি পান। পাশাপাশি এখানে মিলছে অনন্য পরিবেশ ও মনভোলানো দৃশ্য। ম্যাজিক চায়ের পয়েন্টটি গড়ে উঠেছে ঢাকা-কুয়াকাটা মহাসড়কের পটুয়াখালীর লেবুখালী পায়রা সেতুর পাশে। পায়রা পয়েন্ট মার্কেটে গড়ে ওঠা এই ব্যতিক্রমধর্মী চায়ের আসর এখন দেশের বিভিন্নপ্রান্ত থেকে আসা পর্যটকদের প্রথম পছন্দ। কুয়াকাটা কিংবা পায়রা সেতু ভ্রমনে আসা পর্যটকদের কাছে নতুন করে যোগ হয়েছে এক চমকপ্রদ ভ্রমণ গন্তব্য 'ম্যাজিক চা পয়েন্ট'। পায়রা সেতুর সৌন্দর্য উপভোগ করতে আসা মানুষগুলো এখন আর শুধু ব্রিজে নয়; কিছুটা সময় কাটাচ্ছেন 'ম্যাজিক চা পয়েন্টে'। এখানে চায়ের স্বাদের পাশাপাশি বাহারি মশলাদার 'পাহাড়ি পান' বিক্রি হচ্ছে ৩০ টাকায় আর অনন্য স্বাদের আগুন পান বিক্রি হচ্ছে ১০০ টাকায়। তিনটি স্বাদের ম্যাজিক চায়ের মধ্যে স্পেশাল মালাই ৫০ টাকা, রেগুলার ও মিনি চা ২০ টাকা করে বিক্রি হচ্ছে। তবে দামের চেয়ে চায়ের স্বাদ, পরিবেশনা আর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যই এখানে সবচেয়ে বড় আকর্ষণ। নদী, সেতু আর প্রকৃতির নিসর্গে ঘেরা পায়রা পয়েন্ট এখন যেন হয়ে উঠেছে এক খোলা বাতায়ন। যেখানে প্রতিটি চুমুকে লুকিয়ে আছে স্বাদ, গল্প আর আবেগ। দোকানিদের ভাষ্যমতে, এই চায়ের বিশেষত্ব হলো প্রতিটি কাপে তারা দিচ্ছেন একধরনের ভ্রমণের অনুভূতি। কেউ উপভোগ করছেন ঘণ দুধের মালাই চা, কেউবা ঝাল-মিষ্টি মশলার মিশেলে তৈরি স্পেশাল ম্যাজিক চায়ের স্বাদ। অভিনব পরিবেশনা আর অতিথি আপ্যায়নের ধরন চা প্রেমীদের কাছে এটি করে তুলেছে অবিস্মরণীয়। ঢাকা, বরিশাল, খুলনাসহ দেশের নানাপ্রান্ত থেকে পর্যটকরা কুয়াকাটার পথে কিংবা ফেরার সময় থেমে কিছুটা সময় কাটাচ্ছেন ম্যাজিক চায়ের পয়েন্টে। অনেকেই বলছেন, শুধু চা নয়। প্রকৃতির মাঝে বসে চায়ের স্বাদ গ্রহণ করা যেন হয়ে উঠেছে জীবনের এক অনন্য অভিজ্ঞতা। পর্যটক জিয়াউল হক বলেন, স্ব-পরিবারে পায়রা সেতু দেখতে এসেছিলাম। এখানে এসে 'ম্যাজিক চা' পান করে মনটাই ভরে গেল। এমন স্বাদ, এমন পরিবেশ জীবনে প্রথম। তিনি আরও বলেন, চায়ের কাপেও যে ভ্রমণের রসনা থাকতে পারে, তার বাস্তব উদাহরণ এখন পায়রা পয়েন্ট মার্কেটের এই ম্যাজিক চা। যা এখন রিতীমতো পর্যটকদের আরও সমৃদ্ধ করছে। তেমনি স্থানীয় অর্থনীতিতেও ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। নদী আর সেতুর সৌন্দর্য ঘেরা পায়রা পয়েন্ট মার্কেট যেন এখন মিশরের কায়রো। দিন-কিংবা রাতে মানুষের ভিড় লেগেই রয়েছে ওই মার্কেটের ম্যাজিক চা পয়েন্টে। পায়রা সেতু যেমন যাত্রীদের যাত্রা সহজ করেছে, তেমনি তার পাশে গড়ে ওঠা চা বাজার হয়ে উঠেছে এক ব্যতিক্রমী ভ্রমণ গন্তব্য। যেখানে প্রতিটি চুমুকে থাকে গল্প, স্বাদ ও ভালোলাগা।

## শিশু জুঁই হত্যার প্রতিবাদে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভা

**চাটমোহর; পাবনা প্রতিনিধি :** নাটোরের বড়াইগ্রাম উপজেলার বড় গাড়ফা উত্তরপাড়া গ্রামের মালয়েশিয়া প্রবাসী জাহিরুল ইসলামের মেয়ে ও গাড়ফা আজেদা নূরানী কিন্ডার গার্টেনের শিক্ষার্থী শিশু আকলিমা আরা জুঁই (৭) হত্যার প্রতিবাদে,হত্যাকারীদের গ্রেফতার ও শাস্তির দাবিতে শনিবারও (১৯ এপ্রিল) মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পাবনা-৩ আসনের বিএনপি'র মনোয়নপ্রত্যাশী,বিশিষ্ট সমাজসেবক আলহাজ্ব মোঃ হাসানুল ইসলাম রাজার আয়োজনে নিহত শিশু জুঁই'র নিজ গ্রাম বড়গারফা বাড়ির পাশে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। একইসাথে হাসানুল ইসলাম রাজা নিহত জুঁইয়ের মায়ের হাতে নগদ ১৫ হাজার টাকা তুলে দেন। মানববন্ধন চলাকালে বক্তব্য দেন,জাসাসের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সমাজসেবক,পাবনা-৩ আসনে বিএনপি'র মনোনয়নপ্রত্যাশী আলহাজ্ব মোঃ হাসানুল ইসলাম রাজা,বড়াইগ্রাম উপজেলার চান্দাই ইউনিয়ন বিএনপি'র সভাপতি হাসিনুর রহমান,সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল টিপু,সাবেক সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান,চাটমোহরের সাইফুল ইসলাম মাস্টার,জহুরুল হক,রফিকুল ইসলাম রফিক প্রমুখ। এসময় বিএনপি ও অঙ্গ সহযোগি সংগঠণের নেতা-কর্মী উপস্থিত ছিলেন। প্রসঙ্গত, গত ১৪ এপ্রিল দাদীর বাড়িতে যাওয়ার জন্য বের হয়ে নিখোঁজ হয় গাড়ফা গ্রামের মালেয়েশিয়া প্রবাসী জাহিরুল ইসলামের শিশুকন্যা জুঁই। পরদিন বাড়ির অদুরে চাটমোহর উপজেলার রামপুর গ্রামের একটি ভুট্টা খেতে তার বিবস্ত্র ও মুখমণ্ডল অ্যাসিডে ঝলসানো লাশ পাওয়া যায়।

## চাটমোহরে সড়ক দূর্ঘটনায় বৃদ্ধ নিহত

**চাটমোহর; পাবনা প্রতিনিধি :** পাবনার চাটমোহরে শ্যালোইঞ্জিন চালিত করিমনের চাপায় এক বৃদ্ধ নিহত হয়েছেন। ঘটনাটি ঘটেছে চাটমোহর-বাঘাবাড়ি সড়কের চাটমোহর উপজেলার গুনাইগাছা এলাকায়। নিহত বৃদ্ধ হলেন গুনাইগাছা ইউনিয়নের চরপাড়া গ্রামের আব্দুল প্রামানিকের ছেলে খোদাবক্স প্রমিনিক (৭০)। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান,গুনাইগাছা ইউনিয়নের পরিষদ কমপ্লেক্সের সামনে বৃদ্ধ খোদাবক্স সড়ক পার হচ্ছিলেন। এসময় দ্রুতগামী একটি নসিমন গাড়ি তাকে চাপা দেয়। লোকজন তাকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে এলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষনা করেন। চাটমোহর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোঃ মনজুরুল আলম দূর্ঘটনা ও নিহতের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

## কিশোরগঞ্জে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ ৩য় পর্যায় প্রকল্পের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

**কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি :** কিশোরগঞ্জ জেলায় হিসাব সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর/ ইউপি প্রশাসনিক কর্মমর্তাগণদের সাথে গ্রাম আদালত বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিশোরগঞ্জ জেলা প্রশাসন ও বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ ৩য় পর্যায় প্রকল্পের আয়োজনে বাংলাদেশে গ্রাম আদালত কার্যক্রমকে আরো সক্রিয়করণ করতে ০৪ দিন ব্যাপী ০২ টি প্রশিক্ষণ ব্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। ১৫-১৮ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে ০২ ব্যাচ গ্রাম আদালত বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৫-১৮ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে মঙ্গল-শুক্রবার উজান ভাটি রেস্টুরেন্ট এন্ড আবাসিক হোটেল, গৌরাঙ্গবাজার, কিশোরগঞ্জ এবং গাংচিল কনভেনশন সেন্টার, সতাল কিশোরগঞ্জ-এ ০২ ব্যাচ প্রশিক্ষণ ২ টি ভেন্যুতে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে সভাপতিত্ব করেন মমতাজ বেগম, উপপরিচালক (উপসচিব), স্থানীয় সরকার, কিশোরগঞ্জ এবং প্রধান অথিতি ছিলেন জেলা প্রশাসক ফৌজিয়া খান। গ্রাম আদালত বিষয়ক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন হিসাব সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর/ ইউপি প্রশাসনিক কর্মমর্তাগণ। যে সকল ইউনিয়ন পরিষদে হিসাব সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর পদ শূণ্য আছে, সে সকল ইউনিয়ন পরিষদ থেকে ইউপি প্রশাসনিক কর্মমর্তাগণ অংশগ্রহণ করেছেন।

# রূপসায় মৎস্য ঘেরে বিষ প্রয়োগ করে মাছ লুট ও মিথ্যা মামলার প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন

**খুলনা প্রতিনিধি :** রূপসা উপজেলার ঘাটভোগ ইউনিয়নের চাঁদপুর গ্রামের মাছের ঘেরে বিষ প্রয়োগ করে মাছ লুট করা এবং মিথ্যা মামলায় জড়ানোর প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন করেছেন কাজদিয়া গ্রামের পানু বিশ্বাসের পুত্র তুষার বিশ্বাস। রূপসা প্রেসক্লাব মিলনায়তনে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সংবাদ সম্মেলনে তুষার বিশ্বাস জানান, গ ঘাটভোগ ইউনিয়নের চাঁদপুর গ্রামের মৃত হাবি শেখের পুত্র মুজিবর শেখ, ফিরোজ হালদারের পুত্র পারভেজ হালদার এবং আলী শিকদারের পুত্র আশিকুর সিকদার চাঁদপুর গ্রামে অবস্থিত ৩টি মাছের ঘেরে বিষ প্রয়োগ করে মাছ লুট করে। যার ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৪ লাখ টাকা। যাদের ঘেরের মাছ লুট করেছে তারা হলেন আমিসহ পিঠাভোগ গ্রামের মৃত মতিলাল পালের পুত্র চিত্ত পাল এবং কাজদিয়া গ্রামের ইসরাইল খানের পুত্র জিয়া খান। ঘটনার সময় জিয়া খান মুজিবর শেখকে ধরে ফেলেন। পরবর্তীতে ঘাটভোগ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত) আজিজুল ইসলাম নন্দুর উপস্থিতিতে একটি সালিশি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সালিশি বৈঠকে ঘেরে বিষ প্রয়োগ করে মাছ লুটের ঘটনার সাথে মুজিবর শেখ তার সাথে থাকা দুই সহযোগী পারভেজ হালদার ও আশিকুর শিকদার এর জড়িত থাকার কথা অকপটে স্বীকার করে। সে সময় উক্ত দুই যুবকসহ তাদের পিতাদের শালিশী বৈঠকে আনা হয়। এ সময় ৩ যুবক সকল ঘটনা স্বীকার করে উপস্থিত জনতার সামনে ক্ষমা প্রার্থনাসহ ক্ষতিপুরণ প্রদানের অঙ্গিকার করে। কিন্তু উক্ত দুষ্কৃতকারীরা এলাকার প্রভাবশালী চোর সিন্ডিকেটের নির্দেশে ক্ষতি পূরণের টাকা প্রদান না করে পারভেজ হালদারের পিতা ফিরোজ হালদার বাদী হয়ে বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এর আমলী আদালতে একটি মিথ্যা মামলা দায়ের করে। মামলায় যাদের আসামী করা হয়েছে তারা হলেন জিয়া খান, পিতা-ইসমাইল খান, কাজদিয়া, শরীফ শেখ, পিতা-শহীদ শেখ, সাজ্জাদ সেখ, পিতা-শহীদ শেখ, আসিফ শেখ, পিতা-আকবর শেখ, জিহাদ হালদার, পিতা-রহিম হালদার, বাইজিদ হালদার, পিতা-ইউসুফ হালদার সর্ব সাং নারিকেলী চাঁদপুর । তিনি আরো জানান, চোর সিন্ডিকেটের হোতারা বিজ্ঞ আদালতে মামলা করার পর স্থানীয় চেয়ারম্যান আবারও তাদেরকে ডেকে আনেন তার পরিষদে। এসময় মামলা করা ভুল হয়েছে বলে স্বীকার করে তা তুলে আনার ব্যাপারে অঙ্গিকার করে। এর দু'দিন পর উক্ত চোর সিন্ডিকেটের হোতাদের নির্দেশে ফিরোজ হালদার খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হয় এবং পরবর্তীতে রূপসা থানায় আরও একটি লিখিত অভিযোগ করে।

নৌকা চালিয়ে ধানের বস্তা নিয়ে বাড়ি ফিরছেন একজন। লতা খামার, ডুমুরিয়া, খুলনা।

# সরিষাবাড়ীতে কিশোরীকে ধর্ষণ ও গর্ভপাতের ঘটনায় ধর্ষক গ্রেপ্তার

**জামালপুর প্রতিনিধি :** জামালপুরের সরিষাবাড়ীতে ১৪ বছর বয়সী এক কিশোরীকে ভয়ভীতি দেখিয়ে ক্রমাগত ধর্ষণের পর ঔষধ খাইয়ে সাত মাসের অন্ত:স্বত্বা কিশোরীকে গর্ভপাত করানো হয়েছে। এই ঘটনায় অভিযুক্ত ধর্ষক জাহিদুল ইসলাম (২৩) কে গ্রেপ্তার করেছে জামালপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি- ১)। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সরিষাবাড়ী উপজেলার আওনা ইউনিয়নের নাথেরপাড়া গ্রামের সোহেল রানার অষ্টম শ্রেণীতে পড়ুয়া ১৪ বছরের কিশোরী মেয়েকে প্রতিবেশী সাইদুর রহমানের পুত্র বিবাহিত জাহিদুল ইসলাম গত বছরের ১২ আগস্ট দুপুরে ভয়ভীতি দেখিয়ে তার নির্মানধীন ভবনের ভেতর নিয়ে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। তারপর থেকে জাহিদুল ইসলাম ওই কিশোরীকে ভয়ভীতি দেখিয়ে ক্রমাগত দিনের পর দিন ধর্ষণ করতে থাকে। একপর্যায়ে কিশোরী গর্ভবতী হয়ে পড়ে। বিষয়টি টের পেলে ধর্ষক জাহিদুল ইসলাম তার ছোট বোন সুর্বণা আক্তারের সহযোগীতায় কিশোরীকে গর্ভপাতের উদ্দেশ্যে কৌশলে ঔষুধ খাওয়ায়। পরবর্তীতে গত ১১ এপ্রিল ওই কিশোরী সাত মাসের মৃত পুত্র সন্তানের জন্ম দেয়। বর্তমানে গুরুত্বর অসুস্থ্য অবস্থায় কিশোরী ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। জামালপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি- ১) এর ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো: নাজমুস সাকিব বলেন, গত ১২ এপ্রিল নির্যাতনের শিকার কিশোরীর পিতা সোহেল রানা বাদী হয়ে ধর্ষক জাহিদুলের বিরুদ্ধে সরিষাবাড়ী থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। মামলা দায়েরের পর থেকেই জেলা গোয়েন্দা শাখা (ডিবি- ১) ছায়া তদন্ত শুরু করে। শুক্রবার (১৮ এপ্রিল) রাতে তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় গোয়েন্দা পুলিশের একটি দল গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর থানার টাওয়ার মার্কেট এলাকার খোকন মিয়ার বাড়ীতে অভিযান চালিয়ে ধর্ষক জাহিদুল ইসলামকে গ্রেফতার করা হয়। এ বিষয়ে সরিষাবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) চাঁদ মিয়া জানান, গোয়েন্দা পুলিশ আসামীকে হ সরিষাবাড়ী থানায় স্তান্তর করেছে। শনিবার দুপুরে তাকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে বলে জানান।

## বাউফলে দেড় বছরের শিশুর রহস্যজনক মৃত্যু

**বাউফল, পটুয়াখালী প্রতিনিধি :** বাউফলে আয়শা নামে দেড় বছর বয়সী এক শিশুর মৃত্যু নিয়ে রহস্যের দানা বেধেছে। ওই শিশুকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। আয়শা নওগাঁ জেলার সদর উপজেলার দিনমজুর রোমান সাহেদের মেয়ে। হাসপাতালে নিয়ে আসার পর ডাক্তারের কাছে দেওয়া শিশুটির মায়ের বক্তব্যে অমিল পাওয়ায় ডাক্তার বিষয়টি পুলিশকে জানালে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে পোস্টমর্টের জন্য পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজে পাঠানো হয়েছে। শিশুটির মা মীম আক্তার (২০) বলেন, তিন বছর আগে নওগাঁ সদরের রোমান সাহেদের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। পরে তিনি বাউফলের রায় তাঁতেরকাঠি গ্রামে বাবার বাড়িতে বসবাস শুরু করেন। এখানেই দেড়বছর আগে কন্যা সন্তানের মা হয় মীম আক্তার। শুক্রবার বিকালে বিছানায় বসে শিশুটি খেলা করছিল। এসময় খাট থেকে পরে শিশুটি অসুস্থ্য হয়ে পড়লে তাকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসা হয়। বাউফল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেক্সের সহকারী সার্জন শাম্মী ইসলাম তরণ বলেন, শিশুর মা শুক্রবার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে শিশুটিকে হাসপাতালে নিয়ে আসেন। আমরা শিশুকে মৃত অবস্থায় পেয়েছি।

# স্ন্দুরবন আন্তঃ রেঞ্জ ভলিবল খেলায় খুলনা রেঞ্জ চ্যাম্পিয়ন

**কয়রা, খুলনা প্রতিনিধি :** বাঙালির প্রানের উচ্ছাস বাংলা নববর্ষ ১৪৩২ উদযাপন উপলক্ষে সুন্দরবন পশ্চিম বন বিভাগের আয়োজনে আন্তঃ রেঞ্জ ভলিবল খেলায় সাতক্ষীরা রেঞ্জকে পরাজিত করে খুলনা রেঞ্জ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। কয়রার কাশিয়বাদ ফরেষ্ট স্টেশন মাঠে শত শত দর্শক আনন্দঘন পরিবেশে খেলাটি উপভোগ করেন। খেলা শেষে পুরুস্কার বিতরন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সুন্দরবন পশ্চিম বন বিভাগের ডিএফও এজেডএম হাছানুর রহমান। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন খুলনা অঞ্চলের বন সংরক্ষক ইমরান আহমেদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন খুলনা রেঞ্জের সহকারি বন সংরক্ষক (এসিএফ) মোঃ শরিফুল ইসলাম ও সাতক্ষীরা রেঞ্জের সহকারি বন সংরক্ষক (এসিএফ) মোঃ মশিউর রহমান। পুরুস্কার বিতরন অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন কাশিয়াবাদ স্টেশন কর্মকর্তা মোঃ সাদিকুজ্জামান, বানিয়াখালী স্টেশন কর্মকর্তা মামুন মাতববর,খুলনা রেঞ্জ সহযোগী মোঃ ইসমাইল হোসেন, সাতক্ষীরা রেঞ্জ সহযোগী মোঃ হাবিবুর রহমান, কয়রা আদালতের বন মামলা পরিচালক মনিরুল ইসলাম, বুড়িগোয়ালীনি স্টেশন কর্মকর্ত মোঃ জিয়াউর রহমান, নলিয়ান স্টেশন কর্মকর্তা মোঃ সমশের আলী, কালাবগী স্টেশন কর্মকর্তা প্রেমানন্দ মজুমদার, কোবাদক স্টেশন কর্মকতা মোঃ আনোয়ার হোসেন, কৈখালী স্টেশন কর্মকর্তা এমকেএম আব্দুস সুলতান,সুতারখালী স্টেশন কর্মকর্তা দেওয়ান মিজানুর রহমান, কাশিয়াবাদ স্টেশনের সহযোগি স্টেশন কর্মকর্তা মোঃ আল আমিন সহ বিভিন্ন স্টেশন ও টহল ফাঁড়িতে কর্মরত বন কর্মিরা। খেলা পরিচলনা করেন বেদকাশি কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক মিহির কুমার মন্ডল। সহযোগী ছিলেন সিপিজি সদস্য বিল্লাল হোসেন ও মৎস্য ব্যবসায়ী শাহাজুল ইসলাম। খেলায় সেরা খেলোয়ার নিবার্চিত হন চুনকড়ি টহল ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা স্বজল মজুমদার ।

## বাঘায় পুকুরে ডুবে বৃদ্ধার মৃত্যু

**বাঘা, রাজশাহী প্রতিনিধি :** রাজশাহীর বাঘায় পুকুরে ডুবে সাহ-ারা বেগম ( ৬২) নামের এক বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছে। ঘটনা ঘটেছে। সাহ-ারা বেগম উপজেলার আলাইপুর মহাজনপাড়া গ্রামের চেরু প্রামানিকের স্ত্রী। এ বিষয়ে বৃদ্ধার চাচাতো ভাই শরিফুল ইসলাম বলেন, আমার বোন বাড়ির পাশে দুপুরে খুদু প্রামানিকের পুকুরে গোসল করতে যায়। বয়সের কারনে তার শারীরিক সমস্যা ছিল। এরপরও পুকুরে গোসল করতে গিয়ে আর ফিরে আসেনি। পরে তাকে পুকুরে পাওয়া যায়। বিকাল সাড়ে ৫টার জানাযার নামাজ শেষে স্থানীয় কবরস্থানে দাফন করা হয়।

## বাউফলে ইয়াবাসহ স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা গ্রেপ্তার

**বাউফল, পটুয়াখালী প্রতিনিধি :** পটুয়াখালীর বাউফলে ইয়াবাসহ স্বেচ্ছাসেবক দলের এক নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। উপজেলার আদাবাড়িয়া ইউনিয়নে লিটন খন্দকারের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারকৃত লিটন খন্দকার আদাবাড়িয়া ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক। জানা যায়, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শনিবার ভোরে পুলিশের একটি টিম লিটন খন্দকারের বাড়িতে অভিযান চালায়। সে সময় তার নিকট থেকে ৫০০ পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। এ ব্যাপারে থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। বাউফল থানার ওসি কামাল হোসেন বলেন, লিটন খন্দকার একজন পেশাদার মাদক ব্যবসায়ী। তার বিরুদ্ধে মাদকের একাধিক মামলা রয়েছে।

## চট্টগ্রামে চাক্তাই খালে মিলল রিকশা থেকে পড়া শিশুর নিথর দেহ

**চট্টগ্রাম প্রতিনিধি :** চট্টগ্রাম শহরের চকবাজার এলাকায় রিকশা থেকে পড়ে হিজড়া খালে নিখোঁজ শিশু সেহরিশের নিথর দেহ প্রায় ৫ কিলোমিটার দূরে চাক্তাই খালে মিলেছে। শনিবার সকাল ১০টার দিকে চাক্তাই খালের চামড়ার গুদাম এলাকা থেকে ওই মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। এ সময় পরিবারের সদস্যদের কান্নায় এলাকাবাসীও চোখের পানি ধরে রাখতে পারেননি। শিশু সেহরিশ আছদগঞ্জের শুঁটকিপট্টি এলাকার মো. শহিদ ও সালমা বেগম দম্পতির সন্তান। কাপাসগোলায় শিশু সেহরিশের ফুফুর বাসায় যাওয়ার জন্য আছদগঞ্জের শুঁটকিপট্টি এলাকা থেকে রওনা দেন শিশুর মা ও দাদী। এর আগে, সন্ধ্যা ছয়টার পরে শহরে আধাঘণ্টার বৃষ্টি হয়। এতে কাপাসগোলা নবাব হোটেল লাগোয়া হিজড়া খালে পাশের সড়কটি হাঁটু পানিতে ডুবে যায়। এজন্য তারা সিএনজিচালিত ট্যাক্সি থেকে নেমে একটি ব্যাটারিচালিত রিকশাযোগে গলিতে যাওয়ার সময় রিকশাটি হঠাৎ উল্টে হিজড়া খালে পড়ে যায়। এ সময় স্থানীয় ও পথচারীরা সেহরিশের মা ও দাদিকে উদ্ধার করতে পারলেও সেহরিশ পানি স্রোতে তলিয়ে যায়। এই খবর পেয়ে রাত সাড়ে আটটার দিকে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে আসেন। যোগ দেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্ন কর্মীরাও। রাত সোয়া ১০টার দিকে স্ক্যাভেটরের সহায়তায় উদ্ধার করা হয় খালে পড়া ব্যাটারিরিকশাটি । শিশুটির সন্ধানে তন্ন তন্ন করে তল্লাশি চালায় ফায়ার সার্ভিস ও নৌবাহিনীর ডুবুরিরা। পরবর্তীতে শিশু নিখোঁজের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। এ সময় তিনি সাংবাদিকদের বলেন, বেপরোয়া গতিতে রিকশা চালানোর কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে।' এ সময় তিনি শিশুটিকে যারা উদ্ধার করতে পারবে তাদেরকে সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে ৫০ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়ার কথাও ঘোষণা করেন।

সবুজ ধানের খেত পরিচর্যায় ব্যস্ত একজন কৃষক। গাছপাড়া, পাবনা।

## কয়রায় পলিথিন ও প্লাষ্টিক দূষণ প্রতিরোধে কমিউনিটি পর্যায়ে গনশুনানী

**কয়রা, খুলনা প্রতিনিধি :** উপকূলবর্তী উপজেলা খুলনার কয়রায় পলিথিন ও প্লাষ্টিক দূষণ প্রতিরোধে কমিউনিটি পর্যায়ে গনশুনানী অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শনিবার (১৯ এপ্রিল) সকাল ১০ টায় ৩নং কয়রা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের হলরুমে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা রুপান্তরের সহযোগীতায় ও ইয়ুথ ফর দি সুন্দরবন কয়রার আয়োজনে এই গনশুনানি অনুষ্ঠিত হয়। কয়রা কপোতাক্ষ কলেজের অবসার প্রাপ্ত অধ্যাপক আ,ব,ম আব্দুল মালেকের সভাপতিত্বে ও ইয়ুথ ফর দি সুন্দরবনের টিম লিডার নিরাপদ মুন্ডার সঞ্চালনায় গনশুনানিতে আলোচনায় বক্তৃতা করেন সাংবাদিক সদর উদ্দিন আহমেদ, মোঃ রিয়াছাদ আলী, রুপান্তরের অনুপ রায়, যুব ফোরামের সদস্য মহিনুর রহমান, ফরহাদ হোসেন, খাদিজা সুলতানা সাথী, স্থানীয় অধিবাসী আব্দুস সবুর সরদার, শাহারিয়া রহমান, সাধনা মুন্ডা, নাছিমা খাতুন, নারগিস বেগম প্রমুখ। অনুষ্ঠানে স্থানীয় অধিবাসীরা উপস্থিত ছিলেন।

## ত্রিশালে হজ্জ ও উমরাহ প্রশিক্ষণ কর্মশালা

**ত্রিশাল, ময়মনসিংহ প্রতিনিধি :** ময়মনসিংহের ত্রিশালে হজ্জ ও উমরাহ প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ত্রিশাল কমিউনিটি সেন্টারে কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় শতাধিক হজ্জ যাত্রী অংশ গ্রহণ করে। এ সময় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ত্রিশাল উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও উপজেলা বিএনপি সাবেক সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব জয়নাল আবেদীন। কর্মশালায় দিকনির্দেশনা মূলক বক্তব্য রাখেন, সালামত হজ্জ ট্রাভেলস এন্ড ট্যুরস পরিচালক আব্দুল্লাহিল ওয়াহীদ মাদানী, ত্রিশাল সিকদার হজ্জ কাফেলা পরিচালক আব্দুল কদ্দূস সিকদার, অধ্যাপক আলহাজ্ব আবু তাহের মেছবাহ, হযরত মাওলানা সাকিরুল ইসলাম, শেখ আবদুল আজিজ প্রমূখ।

## ভোলায় রেমিট্যান্স যোদ্ধা প্রবাসীর বাড়িতে হামলা ভাংচুর

**দৌলতখান, ভোলা প্রতিনিধি :** ভোলার বোরহানউদ্দিনে জমাজমি বিরোধকে কেন্দ্র করে রেমিট্যান্স যোদ্ধা প্রবাসীর বাড়িতে হামলা, ভাংচুর ও লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে। এঘটনায় ইসমাইল নামে একজন গুরুতর আহত হলে তাকে ভোলা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। হামলাকারীরা ভুক্তভোগী ওই প্রবাসীকে ফের ওমান যেতে দেবেনা বলে হুমকি দেয়ায় সে বাড়িতে নিরাপত্তা হীনতায় ভুগছেন বলে জানিয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে উপজেলার বড় মানিকা ইউনিয়নের উত্তর বাটামারা গ্রামের ৫নং ওয়ার্ডের নজির আহমেদের বাড়িতে। এঘটনায় ভুক্তভোগী প্রবাসী মোঃ আকতার হোসেনের ভাই নজরুল ইসলাম সংঘটিত ঘটনা উল্লেখ পূর্বক প্রবাসীর পুলিশি নিরাপত্তা চেয়ে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে। পরদিন শুক্রবার এসআই জাফরের নেতৃত্বে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। অভিযোগকারী নজরুল ইসলাম জানান, পাশের বাড়ির আবদুল খালেক গংদের এর সাথে জমাজমির বিরোধ দীর্ঘদিন ধরে। স্থানীয় শালিস মিমাংসা ফয়সালার রায় না মানায় তাদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়। এতে আবদুল খালেক ও জেবল গং এর নেতৃত্বে রায়হান, জসিম, জাকিরসহ দশ বারোজন বাড়িতে হামলা চালিয়ে ব্যাপক ভাংচুর ও লুটপাট করে। যাওয়ার সময় তারা প্রাণ নাশের হুমকি -ধামকি দেয়। সরজমিন শুক্রবার হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত ওই বাড়িতে গেলে প্রবাসী আকতারের ভাই খোকন মা ফখরুন নেছা ও আকতারের স্ত্রী ফারজানা ইতি জানান, হামলা কারীরা ঘরের দরজা ভেঙে সুকেচ আসবাবপত্র ভাংচুর করে নগদ টাকা স্বর্ণালংকার নিয়ে যায়। এসময় একটি মোটরসাইকেল ও ভাংচুর করে তারা। আকতার হোসেন জানান, গত পনেরো বছর যাবৎ ওমান থাকি। আমার ছুটির মেয়াদ শেষ। আগামী পনেরো দিনের মধ্যে আমাকে ফের ওমান যেতে হবে। তারা আমাকে হুমকি দেয়ায় ভয়ে বাড়ি থেকে বের হতে পারছিনা। শুক্রবারও মসজিদে যেতে পারিনি। অভিযুক্ত আবদুল খালেক জানান, হামলা, লুটপাট ও ভাংচুরের ঘটনা সত্য নয়। আমাদের পক্ষের লোকজনের সাথে তাদের কথা কাটাকাটি হলে আমি সেখান থেকে আমাদের লোকজনকে সরিয়ে নিয়ে আসি। বোরহানউদ্দিন থানা অফিসার ইনচার্জ ছিদ্দিকুর রহমান জানান, এঘটনায় থানায় অভিযোগ করা হয়েছে।

## নাজিরপুরে ম্যারাথন দৌড় ও উন্নয়ন মেলা এবং পুরস্কার বিতরণী

**নাজিরপুর, পিরোজপুর প্রতিনিধি :** কৈশোর কর্মসূচির উদ্যোগে উপজেলা পর্যায়ের ম্যারাথন দৌড়, উন্নয়ন মেলা এবং ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান। পিরোজপুরের নাজিরপুর উপজেলার সরকারী টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজে পিকেএসএফ এবং ডাক দিয়ে যাই এর অর্থায়নে টেকসই দারিদ্র বিমোচনের অভিপ্রায়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে মানুষের সুকুমার বৃত্তির চর্চাকে সম্পৃক্ত করে সুস্থ সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে একটি সংস্কৃতিমনস্ত সমাজ ও জাতি গঠনের লক্ষ্যে কিশোর-কিশোরীদের জন্যওকৈশোর কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। এর ই ধারাবাহিকতায় উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ডাক দিয়ে যাই নাজিরপুর উপজেলার নয় টি ইউনিয়নে ইউনিয়ন পর্যায়ে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা সম্পন্ন করে ইউনিয়ন পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের নিয়ে উপজেলা পর্যায়ে প্রতিযোগিতা এবং সেই সাথে ম্যারাথন দৌড় ও উন্নয়ন মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

নাজিরপুর সরকারী টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ মুস্তাফিজুর রহমান খানের সভাপতিত্বে ও কৈশোর কর্মসূচির প্রোগ্রাম অফিসার লাবনী পারভীনের সঞ্চালনায়, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) কৌশিক আহমেদ, ডাক দিয়ে যাই সংস্থার প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তা মোহাম্মদ জাকির হোসাইন, সিনিয়ার সমন্বয়কারী শিশির কুমার বিশ্বাস, নাজিরপুর এলাকা ব্যবস্থাপক মোঃ আবুল কাশেম, অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, দৈনিক নয়া দিগন্তের প্রতিনিধি আল-আমিন হোসাইন, সমাজ সেবক মোঃ কামরুল ইসলাম, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব মোঃ শাকিল আহমেদ ও সোনিয়া খানম প্রমুখ। এ উন্নয়ন মেলায় ম্যারাথন দৌড়, ১০০ মিটার দৌড়, উন্নয়ন মেলা, কবিতা আবৃত্তি, নৃত্য ও দেশত্ববোধক গান পরিবেশন করা হয়। অনুষ্ঠান শেষে প্রধান অতিথির উপস্থিতিতে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

নৌকা থেকে মোকামে নামানো হচ্ছে ধানের বস্তা। ভৈরব, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

# শিরোপা স্বপ্নে বড় ধাক্কা: রোনালদোর আল নাসরের হতাশাজনক হার

### আল কাদসিয়ার বিপক্ষে পরাজয়ে পয়েন্ট তালিকায় আরও পিছিয়ে গেলো আল নাসর

**স্পোর্টস ডেস্ক :** সৌদি প্রো লিগের শিরোপার লড়াই ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠছে ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর ক্লাব আল নাসর-এর জন্য। শুক্রবার রাতে আল কাদসিয়ার মাঠে ২-১ গোলে হেরে গিয়ে রীতিমতো পেছনে পড়ে গেলো তারা, পয়েন্ট তালিকার তৃতীয় স্থানেই রয়ে গেলো তাদের অবস্থান। ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক খেলার চেষ্টা করলেও গোলের দেখা পাচ্ছিল না আল নাসর। দলের প্রধান তারকা রোনালদো ছাড়াও ছিলেন জন ডুরান, ওতাভিও, মার্সেলো বোজোভিচের মতো অভিজ্ঞ ফুটবলাররা। তবু গোলের খরা কাটাতে পারেননি কেউই। কোচ স্টেফানি পিওলি নামিয়েছিলেন পূর্ণশক্তির একাদশ, তবু কাঙ্ক্ষিত সাফল্য আসেনি। ৩৫ মিনিটে স্বাগতিক আল কাদসিয়া এগিয়ে যায় তুর্কি আল আম্মারের গোলে। দীর্ঘ সময় পিছিয়ে থাকার পর ৮৪ মিনিটে সমতায় ফেরান সাদিও মানে, যিনি এক সময় লিভার-পুলের হয়ে মাঠ কাঁপিয়েছেন। তখন মনে হচ্ছিল ম্যাচ অন্তত এক পয়েন্ট নিয়ে শেষ করবে আল নাসর। কিন্তু ঠিক তিন মিনিট পর, ৮৭তম মিনিটে আল নাসরের স্বপ্নভঙ্গ করেন পিয়েরে-এমেরিক অবামেয়াং। তার গোলে ২-১ ব্যবধানের জয় নিশ্চিত করে আল কাদসিয়া, আর আল নাসরের শিরোপা স্বপ্নে নামে কালো ছায়া।

এই পরাজয়ের পর ২৮ ম্যাচে ৫৭ পয়েন্ট নিয়ে তালিকার তৃতীয় স্থানে আছে আল নাসর। দ্বিতীয় স্থানে থাকা আল হিলাল তাদের চেয়ে চার পয়েন্ট এগিয়ে (৬১), আর শীর্ষে থাকা আল ইত্তিহাদ আরও আট পয়েন্ট এগিয়ে (৬৫)। বাকি ম্যাচগুলোতে জিতলেও সরাসরি শিরোপা জয়ের পথটা কঠিন হয়ে উঠেছে রোনালদোর দলের জন্য।

ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর উপস্থিতি সৌদি ফুটবলের প্রতি নতুন দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, এবং ক্লাব আল নাসরের কাছ থেকে সমর্থকদের প্রত্যাশার পারদও ছিল অনেক উঁচুতে। তবে গুরুত্বপূর্ণ সময়গুলোতে দলের বারবার হোঁচট খাওয়া সমর্থকদের হতাশ করছে। মাঠে রোনালদোর লড়াকু মানসিকতা থাকলেও, তা জয় এনে দিতে পারছে না। লিগের শেষ ভাগে এসে প্রতিটি ম্যাচ এখন আল নাসরের জন্য হয়ে উঠছে 'অবশ্য জেতার ম্যাচ'। শিরোপা দৌড়ে টিকে থাকতে হলে শুধু জয়ই নয়, প্রতিপক্ষের হোঁচটের দিকেও তাকিয়ে থাকতে হবে রোনালদোদের।

# ফিলিপসের ইনজুরিতে সুযোগ পেলেন দাসুন

**এফএনএস স্পোর্টস:** ইনজুরির কারণে আইপিএল ২০২৪ থেকে ছিটকে গেছেন নিউজিল্যান্ডের ফর্মে থাকা ক্রিকেটার গ্লেন ফিলিপস। তাঁর পরিবর্তে গুজরাট টাইটান্স দলে জায়গা পেয়েছেন শ্রীলংকার সাবেক অধিনায়ক দাসুন শানাকা। এটা শানাকার জন্য গুজরাট টাইটান্সের জার্সিতে দ্বিতীয় দফায় খেলার সুযোগ। মাত্র দশ দিন আগেই সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিপক্ষে বদলি হিসেবে মাঠে নেমেছিলেন গ্লেন ফিলিপস। কিন্তু ফিল্ডিংয়ের সময় কুঁচকির ইনজুরি তাঁকে আইপিএল থেকে ছিটকে দেয়। দুর্ভাগ্যজনকভাবে একটি বলও ব্যাট হাতে না নিয়েই আইপিএল মিশন শেষ হয়ে যায় তাঁর। বর্তমানে দারুণ ফর্মে থাকা এই কিউই ব্যাটারের হার অবশ্যই গুজরাট টাইটান্সের জন্য বড় ধাক্কা। ফিলিপসের জায়গা পূরণে গুজরাট টাইটান্স এবার ভরসা রাখছে দাসুন শানাকার ওপর। তাঁকে ৭৫ লাখ রুপিতে দলে অন্তর্ভুক্ত

করেছে টিম ম্যানেজমেন্ট। আইপিএলে এর আগে মাত্র একবার, ২০২৩ মৌসুমে খেলেছিলেন শানাকা, যেখানে তিন ম্যাচে করেছিলেন মাত্র ২৬ রান। এবার তাঁর সামনে থাকছে নিজেকে প্রমাণ করার নতুন সুযোগ। বর্তমানে গুজরাটের বিদেশি কোটায় রয়েছেন: জশ বাটলার (ইংল্যান্ড) শেরফানে রাদারফোর্ড (ওয়েস্ট ইন্ডিজ) রশিদ খান ও করিম জানাত (আফগানিস্তান) জেরাল্ড কুৎসিয়া (দক্ষিণ আফ্রিকা) শানাকার সংযোজন বিদেশি বিভাগে আনে আরও ভারসাম্য। তবে দক্ষিণ আফ্রিকার পেসার কাগিসো রাবাদা ব্যক্তিগত কারণে দেশে ফিরে যাওয়ায় তাঁর ফেরা এখনো অনিশ্চিত। এখন পর্যন্ত ছয় ম্যাচে ৮ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট টেবিলের দ্বিতীয় স্থানে অবস্থান করছে ২০২২ সালের চ্যাম্পিয়ন গুজরাট টাইটান্স। শিরোপার দৌড়ে ভালোভাবেই টিকে রয়েছে দলটি, তবে গুরুত্বপূর্ণ সময়গুলোতে খেলোয়াড় পরিবর্তনের বিষয়টি মাঠের পারফরম্যান্সে কতটা প্রভাব ফেলবে, তা দেখার বিষয়।

# শান্তর কণ্ঠে টেস্ট ক্রিকেটে নতুন পথচলার বার্তা

*জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে সিরিজ দিয়ে 'নতুন' কিছু দেখানোর আশ্বাস বাংলাদেশ অধিনায়কের*

**স্পোর্টস ডেস্ক :** দীর্ঘ এক বছর ধরে বাংলাদেশ টেস্ট দলের নেতৃত্বে থাকা নাজমুল হোসেন শান্ত যেন আজকাল সংবাদ সম্মেলনের নিয়মিত মুখ। তবে এবারের উপস্থিতি একটু ভিন্নরকম। নেতৃত্ব ধরে রাখার বিষয়ে অনিশ্চয়তা, পরিবর্তনের ইঙ্গিত আর নতুন কিছু দেখানোর আশ্বাস–সব মিলিয়ে শান্তর কণ্ঠে ভেসে এল এক নতুন পথচলার বার্তা। সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে শুরু হচ্ছে বাংলাদেশ-জিম্বাবুয়ে দুই টেস্টের সিরিজ। প্রায় চার বছর পর দুই দলের মধ্যকার এই টেস্ট লড়াইয়ের আগে সংবাদ সম্মেলনে শান্তর বক্তব্য ছিল স্পষ্ট, আত্মবিশ্বাসী ও ভবিষ্যতমুখী। সংবাদ সম্মেলনের শুরুতেই শান্ত জানালেন টেস্ট সংস্কৃতি না গড়ে ওঠার হতাশা– "এত বছর টেস্ট খেলার পরেও যখন এই সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা করতে হয়, এটা দুঃখজনক। তবে হতাশার মধ্যে আশার আলো দেখিয়েছেন অধিনায়ক। স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন গত বছরের চারটি জয়ের কথা–পাকিস্তানে দুটি, ওয়েস্ট ইন্ডিজে একটি এবং নিউজিল্যান্ডকে হারানো ঐতিহাসিক সিলেট টেস্ট। নতুন কোচের আগমনের পর বদলে যাচ্ছে চিন্তার ধারা, জানালেন শান্ত। "কোচের নিজের কিছু পরিকল্পনা আছে, যেগুলো আমাদের সঙ্গে শেয়ার করেছেন। আমরা খেলোয়াড়রাও মত দিয়েছি। আশা করছি, এ বছর পাঁচ-ছয়টি টেস্টে নতুন কিছু দেখতে পাবেন ইনশাআল্লাহ। কী সেই 'নতুন'? এই প্রশ্নে শান্ত স্পষ্ট করেন, জয়ের মানসিকতা নিয়েই মাঠে নামা হবে এবার। দলীয় স্বার্থে একসঙ্গে লড়াই করার প্রস্তুতি নিচ্ছে পুরো দল।

দুই দশকে খুব বেশি উন্নতি হয়নি বাংলাদেশের টেস্ট পারফরম্যান্সে, এ বাস্তবতা মেনেই শান্ত বললেন– "এই জায়গায় পরিবর্তন দরকার। এই পরিবর্তনটাই আমাদের সামনে এগিয়ে নিতে পারে। শুধু কৌশল নয়, মনোভাবেও পরিবর্তন চাইছেন অধিনায়ক। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে জয়ের সময় দলের আগ্রাসী শরীরী ভাষা ছিল তার উদাহরণ– "২০ উইকেট নিতে হলে বোর্ডে রান রাখতে হবে, ব্যাটিং ইউনিটকে দায়িত্ব নিতে হবে। জেতার ক্ষুধা, শরীরী ভাষায় সেটা প্রতিফলিত হওয়া জরুরি। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি শেষেই শান্তর অধিনায়কত্ব শেষ হওয়ার কথা থাকলেও, অন্তত এই সিরিজে তিনি থাকছেন বলে

# হামজার সাহসী ট্যাকল, তিন ম্যাচ পর জয়ে ফিরল শেফিল্ড ইউনাইটেড

**স্পোর্টস ডেস্ক :** টানা তিন হারের হতাশা, প্রিমিয়ার লিগে সরাসরি উত্তরণের সম্ভাবনায় ছন্দপতন–সব মিলিয়ে চ্যাম্পিয়নশিপের শেষভাগে এসে বড় ধাক্কার মুখেই ছিল শেফিল্ড ইউনাইটেড। কিন্তু ঘরের মাঠে ঘুরে দাঁড়ানোর দৃঢ় সংকল্প নিয়ে মাঠে নামে তারা, আর সেই প্রত্যাবর্তনের ম্যাচে জয়ের নায়ক হয়ে ওঠেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মিডফিল্ডার হামজা চৌধুরী।

শুক্রবার রাতে কার্ডিফ সিটির বিপক্ষে ২-০ গোলের গুরুত্বপূর্ণ জয় তুলে নিয়েছে শেফিল্ড। ম্যাচের প্রথম থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলে প্রতিপক্ষকে কোণঠাসা করে রাখে স্বাগতিকরা। একের পর এক আক্রমণ চালালেও গোলের মুখ খুলছিল না। শেষ পর্যন্ত ৩৩ মিনিটে গুস্তাভো হ্যামারের দুর্দান্ত শটে এগিয়ে যায় শেফিল্ড ইউনাইটেড। দ্বিতীয়ার্ধেও মাঠে নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখে শেফিল্ড। মাঝমাঠে নিয়ন্ত্রক ভূমিকায় ছিলেন হামজা। ম্যাচের ৬৯ মিনিটে প্রতিপক্ষের সম্ভাব্য গোল বাঁচাতে দূর থেকে ছুটে এসে তিনি করেন এক নাটকীয় ট্যাকল–যেটি থেকে গোল হওয়া বা পেনাল্টি দুটোই হতে পারত। কিন্তু নির্ভুল সেই ট্যাকলে দলকে রক্ষা করেন তিনি। যদিও এতে দেখা পড়ে হলুদ কার্ড।

ম্যাচের ৮৭ মিনিটে বেন ব্রেরেটন দিয়াজ দ্বিতীয় গোলটি করে জয় নিশ্চিত করেন শেফিল্ড ইউনাইটেডের। পুরো ৯০ মিনিট মাঠে থেকে দারুণ পারফরম্যান্স উপহার দিয়েছেন হামজা চৌধুরী। তার গতিশীলতা, ট্যাকলিং এবং পজিশনিং ছিল চোখে পড়ার মতো। এই জয়ের ফলে ৪৩ ম্যাচে ৮৬ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে উঠে এসেছে শেফিল্ড ইউনাইটেড। সমান ম্যাচে ৯১ পয়েন্ট করে নিয়ে গোল ব্যবধানে এগিয়ে শীর্ষে আছে লিডস ইউনাইটেড এবং দ্বিতীয়স্থানে বার্নলি। চ্যাম্পিয়নশিপ লিগ থেকে সরাসরি প্রিমিয়ার লিগে উঠবে শীর্ষ দুই দল। তৃতীয় থেকে ষষ্ঠ অবস্থানে থাকা দলগুলো খেলবে প্লে-অফ, যেখানে একটি দল পাবে প্রিমিয়ার লিগে ওঠার শেষ টিকিট। এই মুহূর্তে শেফিল্ডের হাতে রয়েছে আর মাত্র তিন ম্যাচ–বার্নলি, স্টোক সিটি ও ব্ল্যাকবার্ন রোভার্সের বিপক্ষে।

# বাংলাদেশের বিশ্বকাপের টিকিট ঝুলে আছে থাইল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচে

**স্পোর্ট ডেস্ক :** নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের বাছাইপর্বে দুর্দান্ত শুরু করেও এখন শঙ্কার মুখে বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলের বিশ্বকাপে খেলার স্বপ্ন। পাকিস্তানের বিপক্ষে ৭ উইকেটের বড় পরাজয়ের পর সবকিছুই এখন নির্ভর করছে আরেকটি ম্যাচের ফলাফলের ওপর–থাইল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়েস্ট ইন্ডিজের জয় কত বড় ব্যবধানে হয়, তার উপরেই নির্ভর করছে বাংলাদেশের বিশ্বকাপ যাত্রা। বাছাইপর্বে শুরুটা ছিল দারুণ। প্রথম তিন ম্যাচে জয় তুলে নিয়ে নিগার সুলতানার দল রীতিমতো ছুটছিল পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে। তবে শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিপক্ষে হোঁচট খেয়েছে দলটি। প্রথমে হারে ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে, এরপর লাহোরে পাকিস্তানের বিপক্ষেও হেরে বসেছে ৬২ বল হাতে রেখে ৭ উইকেটের বিশাল ব্যবধানে। পাঁচ ম্যাচে তিন জয়ে বাংলাদেশের সংগ্রহ ৬ পয়েন্ট। তাদের নেট রান রেট দাঁড়িয়েছে +০.৬৩৯। অন্যদিকে ওয়েস্ট ইন্ডিজের এখন পর্যন্ত পয়েন্ট ৪, তাদের নেট রান রেট -০.২৮৩। যদি ক্যারিবীয়রা শেষ ম্যাচে থাইল্যান্ডকে বড় ব্যবধানে হারিয়ে সমান ৬ পয়েন্ট অর্জন করে, তবে বিশ্বকাপের টিকিট পাবে নেট রান রেটে এগিয়ে থাকা দল। পাকিস্তানের বিপক্ষে টস জিতে ব্যাট করতে নামে বাংলাদেশ। শুরুতেই হোঁচট–২১ রানের মধ্যেই সাজঘরে ফেরেন তিন ব্যাটার: ওপেনার ফারজানা হক (০), দিলারা আক্তার (১৩) ও অধিনায়ক নিগার সুলতানা (১)। একটু স্থিতি আনেন শারমিন আক্তার (২৪) ও ঋতু মনি। ৪৭ রানের এক গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলেন ঋতু, সঙ্গে অপরপ্রান্তে ফাহিমা খাতুন করেন ৪৪ রানের অপরাজিত ইনিংস। নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৯ উইকেটে বাংলাদেশের সংগ্রহ দাঁড়ায় ১৭৮। বল হাতে পাকিস্তানের হয়ে সাদিয়া ইকবাল ২৮ রানে ৩ উইকেট নেন। ফাতিমা সানা ও ডায়ানা বেগ পান দুটি করে উইকেট। জবাবে পাকিস্তান শুরুতেই হারায় শাওয়াল জুলফিকারকে (২), যাকে এলবিডব্লিউ করেন

মারুফা আক্তার। কিন্তু এরপরই ঘুরে দাঁড়ায় পাকিস্তান। মুনিবা আলী (৬৯) এবং সিদরা আমিন (৩৩) গড়েন ৮০ রানের জুটি। রাবেয়া খাতুন সিদরাকে ফিরালেও ততক্ষণে ম্যাচ অনেকটাই পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণে। শেষ পর্যন্ত আলিয়া রিয়াজ (৫২*) ও নাতালিয়া পারভেজ (১৩*) ৩৯.৪ ওভারে পাকিস্তানকে পৌঁছে দেন জয়ের বন্দরে।

ফলে পাঁচ ম্যাচে পাঁচ জয় নিয়ে স্বাগতিকরা হয়ে যায় টুর্নামেন্ট চ্যাম্পিয়ন এবং নিশ্চিত করে ওয়ানডে বিশ্বকাপের মূলপর্বের টিকিট। বাংলাদেশের বিশ্বকাপ যাত্রা এখন ঝুলে আছে একটি সমীকরণের ওপর। যদি ওয়েস্ট ইন্ডিজ থাইল্যান্ডকে খুব বড় ব্যবধানে হারাতে না পারে, তাহলে নেট রান রেটে এগিয়ে থেকে বাংলাদেশই পাবে বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ। তবে সেই ম্যাচে ক্যারিবীয়দের বড় জয় টাইগ্রেসদের স্বপ্নভঙ্গও ঘটাতে পারে। দুই ম্যাচে দুটি বড় হার এই বাছাইপর্বে বাংলাদেশের মানসিক প্রস্তুতি ও চাপ সামলানোর সক্ষমতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে। তবে শেষ পর্যন্ত ভাগ্য যদি সহায় হয়, তাহলে নিগার সুলতানার দলকেই দেখা যাবে ভারতের মাটিতে আয়োজিত বিশ্বকাপে

## আইটি

# ফোনের চার্জ দীর্ঘস্থায়ী করতে মেনে চলুন এই টিপসগুলো

**আইটি ডেস্ক :** বর্তমান ডিজিটাল যুগে স্মার্টফোন আমাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু স্মার্টফোন ব্যবহার করতে গিয়ে সবচেয়ে বড় সমস্যাগুলোর একটি হলো ব্যাটারি দ্রুত শেষ হয়ে যাওয়া। তবে কিছু সহজ নিয়ম মেনে চললে ফোনের চার্জ অনেকক্ষণ স্থায়ী করা সম্ভব। চলুন জেনে নেওয়া যাক ফোনের চার্জ দীর্ঘক্ষণ ধরে রাখার কিছু উপায়-

**স্ক্রিনের উজ্জ্বলতা কমিয়ে রাখুন** স্ক্রিন হলো ফোনের সবচেয়ে বেশি চার্জ খরচকারী অংশগুলোর একটি। অপ্রয়োজনীয় বেশি উজ্জ্বলতা ব্যাটারি দ্রুত ফুরিয়ে দেয়। তাই ফোনের অটো ব্রাইটনেস অপশন চালু করুন অথবা নিজে থেকে স্ক্রিনের উজ্জ্বলতা কমিয়ে ব্যবহার করুন। **অপ্রয়োজনীয় অ্যাপ ও ফিচার বন্ধ রাখুন** অনেক সময় ব্যাকগ্রাউন্ডে অনেক অ্যাপ চালু থাকে যেগুলো ব্যাটারি খরচ করে। তাই ব্যবহার শেষে অ্যাপগুলো ক্লোজ করে দিন। এছাড়া ব্লুটুথ, ওয়াইফাই, লোকেশন ও মোবাইল ডাটা প্রয়োজন না হলে বন্ধ রাখুন। **ব্যাটারি সেভার মোড ব্যবহার করুন** প্রায় সব স্মার্টফোনেই এখন ব্যাটারি সেভার বা পাওয়ার সেভিং মোড ফিচার থাকে। এটি চালু করলে ফোনের কিছু কার্যক্রম সীমিত হয়, যার ফলে চার্জ দীর্ঘক্ষণ থাকে। **অটোমেটিক অ্যাপ আপডেট বন্ধ করুন** গুগল প্লে স্টোর বা অ্যাপ স্টোরে অটো আপডেট চালু থাকলে, ব্যাকগ্রাউন্ডে ডেটা ব্যবহার হয়ে চার্জ দ্রুত ফুরিয়ে যায়। তাই অটো-আপডেট অ্যাপস অপশনটি বন্ধ রাখুন। **লাইভ ওয়ালপেপার ও অ্যানিমেশন বন্ধ করুন** লাইভ ওয়ালপেপার বা অ্যানিমেটেড ট্রানজিশনগুলো ফোনের প্রসেসরকে বেশি ব্যস্ত রাখে এবং এতে ব্যাটারি খরচ বেড়ে যায়। তাই এগুলো ব্যবহার না করাই ভালো। **নোটিফিকেশন নিয়ন্ত্রণ করুন**

প্রতিটি অ্যাপ থেকে বারবার নোটিফিকেশন এলে তা শুধু বিরক্তিকর নয়, ব্যাটারির জন্যও ক্ষতিকর। অপ্রয়োজনীয় অ্যাপগুলোর নোটিফিকেশন বন্ধ করে দিন। **অপটিমাইজড চার্জিং ব্যবহার করুন** অনেক ফোনে এখন অপটিমাইজড চার্জিং ফিচার আছে, যা ফোনের ব্যাটারিকে অতিরিক্ত চার্জিং থেকে রক্ষা করে এবং দীর্ঘমেয়াদে ব্যাটারির আয়ু বাড়ায়। **উন্নত মানের চার্জার ব্যবহার করুন** লোকাল বা নকল চার্জার ফোনের ব্যাটারির ক্ষতি করে ও চার্জের স্থায়িত্ব কমিয়ে দেয়। তাই ব্র্যান্ডেড ও অরিজিনাল চার্জার ব্যবহার করুন। **ফোনের সফটওয়্যার আপডেট রাখুন** সফটওয়্যার আপডেটের মাধ্যমে ফোনের ব্যাটারি ব্যবস্থাপনা উন্নত হয়। তাই নিয়মিত সিস্টেম আপডেট চেক করুন ও ইনস্টল করুন। **অপ্রয়োজনীয় উইজেট সরিয়ে দিন** হোম স্ক্রিনে অনেক বেশি উইজেট থাকলে তা ফোনের র‍্যাম এবং ব্যাটারি উভয়কেই চাপ দেয়। তাই শুধু দরকারি উইজেট রাখতে পারেন।

# এবার নেটফ্লিক্সে যুক্ত হচ্ছে এআই সুবিধা

**আইটি ডেস্ক :** ওটিটিতে সিনেমা, বিভিন্ন সিরিজ বা নাটক দেখতে পছন্দ করেন বেশিরভাগ মানুষ। বর্তমানে টিভি চ্যানেলগুলোর চেয়ে ওটিটি প্ল্যাটফর্মগুলোতে বেশি ঝুঁকছে মানুষ। ওটিটির সবচেয়ে বড় প্ল্যাটফর্ম হচ্ছে নেটফ্লিক্স। তাই এবার নেটফ্লিক্সে যুক্ত হচ্ছে এআই সুবিধা। নেটফ্লিক্স দেখতে বসে সংশয়ে ভোগেন কী দেখবেন তা নিয়ে? টিভি শো হোক বা সিনেমা, কী দেখবেন বুঝে পাচ্ছেন না? আসলে আপনার মুড অনুযায়ী সঠিক শো বা সিনেমা বাছাটা একটা কঠিন কাজ। কিন্তু এবার সেই কাজ আপনার হয়ে করে দেবে এআই! এই মুহূর্তে তা নিয়েই চলছে পরীক্ষা-নিরীক্ষা। সব কিছু ঠিক থাকলে শিগগিরি ব্যবহারকারীরা পাবেন এই সুযোগ। এই মুহূর্তে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডে কিছু ব্যবহারকারীকে এই সুবিধা দেওয়া হয়েছে পরীক্ষামূলকভাবে। এই কাজে আপনাকে সাহায্য করবে চ্যাটজিপিটি। এর আগে ২০২১ সালে নেটফ্লিক্স 'প্লে সামথিং বাটন' চালু করেছিল। সেই বাটন ব্যবহারকারীর 'ভিউয়িং হিস্ট্রি' খতিয়ে দেখে 'সাজেস্ট' করত পছন্দের শো বা সিনেমা। এবার সেই কাজ করা হবে এআই-নির্ভর সার্চ প্রযুক্তি। বর্তমানে যে সার্চ সিস্টেম রয়েছে সেখানে টাইটেল অথবা অভিনেতা/অভিনেত্রীর নাম দিয়ে সার্চ করা যায়। কিন্তু এবার এআইকে আরও যথাযথভাবে কমান্ড দিলে আরও নিখুঁত বাছাইয়ের সুযোগ থাকছে। যেমন 'আমাকে দ্য অফিস-এর মতো ডার্ক কমেডি সিরিজ দেখাও।' কিংবা 'প্যারিসের পটভূমিতে নির্মিত রোম্যান্টিক ছবি খুঁজে দাও।'

# স্মার্টফোন ব্যবহারে লাগাম টানবে এই অ্যাপগুলো

**আইটি ডেস্ক :** স্মার্টফোন ছাড়া আমাদের এক মুহূর্তও চলে না। যখন ঘুমিয়ে থাকেন ততক্ষণই বিশ্রাম স্মার্টফোনটির। বাকি সময় কোনো না কোনো কাজে ব্যস্ত থাকছে স্মার্টফোনে। কখনো সোশ্যাল মিডিয়া কখনো বা ইউটিউবে সিনেমা, নাটক দেখছেন। তবে এই স্মার্টফোন আসক্তি আপনার একদিকে যেমন সময় নষ্ট করছে তেমনি স্বাস্থ্যের ক্ষতি করছে। দীর্ঘসময় স্মার্টফোন ব্যবহারে মানবদেহে নানান ধরনের সমস্যা দেখা দিচ্ছে। যেমন-চোখে কম দেখা, বমিভাব, মাথা ব্যথাসহ নানান মানসিক সমস্যা। চাইলেও অনেকে স্মার্টফোন আসক্তি কমাতে পারছেন না। এবার আপনাকে এই ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে মোবাইল অ্যাপ। এই সমস্যা কাটানোর জন্য মোবাইল ডিটক্স খুবই জরুরি। এই ডিটক্সের জন্য সবার আগে জরুরি, কতক্ষণ আপনি সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘোরাফেরা করছেন সেটা মেপে নেওয়া। এজন্য গুগল ও অ্যাপলে বেশ কিছু সুযোগ রয়েছে। আই ফোনের সেটিংসে রয়েছে 'স্ক্রিন টাইম' নামে একটা অপশন। সেখানে গিয়ে সহজেই দেখে নেওয়া যায়, ফোনে আপনি কতটা সময় কাটাচ্ছেন। এই অপশন থেকেই লিমিট সেট করা যায়। সেই সময়ের লিমিট পার হলেই অ্যালার্ট করবে আইফোন। এতে নিয়ন্ত্রিত হবে স্ক্রিন টাইম। বেশ কিছু অ্যান্ড্রয়েড ফোনের সেটিংসে গুগলের ডিজিটাল ওয়েলবিং টুল আছে। সেটি দিয়েও ফোন ও অ্যাপে গতিবিধি মাপতে পারেন। পাশাপাশি কিছু অ্যাপ রয়েছে, যা ডিটক্স করতে খুবই সাহায্য করবে। আইফোন ব্যবহারকারীরা ডাম্প ফোন অ্যাপ ট্রাই করতে পারেন। এই অ্যাপটি ফোনের হোম স্ক্রিন এতটাই বোরিং করে দেয়, যে সেটা হাত দিতেই বিরক্ত লাগে। এছাড়া রয়েছে অপা১। এই অ্যাপ দেখায় স্ক্রিন টাইম কতটা। এটি নিয়ম করে দেখায়, কতক্ষণ আপনি স্ক্রিন টাইম থেকে নিজেকে বিরত রাখলেন। এতে আয়ু কতটা বাড়ল।

ডিটক্স করতে ফরেস্ট নামেও একটি ভালো অ্যাপ রয়েছে। এই অ্যাপটি গেমের মডেল মেনে চলে। আপনাকে একটা গাছের বীজ লাগাতে বলা হয়। সেই বীজটি লাগানোর পর যতক্ষণ আপনি ফোন থেকে দূরে থাকবেন, সেই গাছ তত বড় হবে। সময় না মানলেই চোখের সামনে দেখবেন, গাছ মরে যাচ্ছে। আর যদি গাছ বড় করতে পারেন, ভার্চুয়াল পয়েন্ট পাবেন। আরও আছে। কোনো গাছ বড় করতে পারলে, ফরেস্ট অ্যাপের পক্ষ থেকে বিশ্বের কোথাও না কোথাও একটি গাছ লাগানো হয়। তাই এই অ্যাপে ডিটক্স সঙ্গে সবুজায়ন, দু'টি কাজ একসঙ্গে হয়। স্মার্টফোন আসক্তি কমাতে ফিচার ফোন ব্যবহার করতে পারেন। এখনো বাজারে বেশ কিছু ফিচার ফোন পাওয়া যায়।

# মেমোরি ফুল? হোয়াটসঅ্যাপ স্টোরেজ কমানোর সহজ টিপস

**আইট ডেস্ক :** সারাক্ষণই হোয়াটসঅ্যাপে চ্যাট করছেন। ফাইল, ছবি-ভিডিও আদান-প্রদান করছেন। অসংখ্য ছবি-ভিডিও দিয়ে ভরে যাচ্ছে ফোনের স্টোরেজ। ব্যবহারকারীদের অভিজ্ঞতা উন্নত করার জন্য এবং বার্তা আদানপ্রদান আরও সহজতর করার জন্য একাধিক ফিচার প্রদান করে থাকে হোয়াটসঅ্যাপ। এর মধ্যে অন্যতম হলো ডাউনলোড হওয়া মিডিয়া ফাইল নিজে নিজেই স্টোরে থেকে যায়। যেমন-ছবি, ভিডিও এবং ডকুমেন্ট ব্যবহারকারীর গ্যালারিতে সেভ থেকে যায়। এটা অনেক সময় সহায়ক হয়ে ওঠে ঠিকই, কিন্তু অযাচিতভাবে নানা রকম সমস্যাও বয়ে আনে। কারণ সব মিডিয়া তো আর সেভ করে রাখার মতো জরুরি হয় না। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো পর্যাপ্ত স্টোরেজ ফোনে না থাকলে মেসেজ রিসিভ করা কিংবা সেন্ড করা যাবে না। কিন্তু এই সমস্যার সমাধান হবে কীভাবে? এর জন্য ধন্যবাদ দিতে হয় প্ল্যাটফর্ম সেটিংসকে। এর কারণে ফোনের গ্যালারিতে অপ্রয়োজনীয় মিডিয়া ফাইল আর নিজে থেকেই সেভ হবে না। অর্থাৎ অটো সেভড হবে না। সেটা সব চ্যাট অথবা নির্দিষ্ট চ্যাটের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য থাকবে। স্পেস সেভ করার জন্য মিডিয়া ফাইল অটো-ডাউনলোড যাতে না হয়, তার জন্য নিম্নলিখিত ধাপগুলি অনুসরণ করতে হবে। >> প্রথমে নিজের ডিভাইসে হোয়াটসঅ্যাপ খুলতে হবে। >> উপরের ডান দিকের কোণায় থাকা থ্রি-ডট মেন্যু থেকে মোর অপশনস খুঁজে নিতে হবে। >> ড্রপ-ডাউন মেন্যু থেকে সেটিংসে ক্লিক করতে হবে। >> এবার চ্যাটসে যেতে হবে। >> মিডিয়া ভিসিবিলিটি অপশন স্যুইচ অফ করে দিতে হবে। আর যারা আইফোন ব্যবহারকারী, তাদের সেভ টু ফটোস অপশনটি টগল অফ করা উচিত। আসলে মিডিয়া ভিজিবিলিটি যখন বন্ধ করা থাকে, তখন এই পরিবর্তনের পরে যে কোনো নতুন মিডিয়া ফাইল ডাউনলোড করা হলেও সেটা ব্যবহারকারীর ফোনের গ্যালারিতে দেখা যাবে না।

তবে এই পরিবর্তনের আগে কোনো কিছু ডাউনলোড করা হলে সংশ্লিষ্ট সেটিং কিন্তু সেই মিডিয়া ফাইলের উপর কোনো রকম প্রভাব ফেলবে না।

# ভুয়া অ্যাকাউন্টের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিলো ফেসবুক

**আইটি ডেস্ক :** বিশ্বের সবচেয়ে বড় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুক এখনও ভুয়া অ্যাকাউন্টের দৌরাত্ম্যে ভুগছে। সম্প্রতি প্রকাশিত মেটার এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, গত বছরের শেষ প্রান্তিকে (অক্টোবর-ডিসেম্বর) ফেসবুকের মাসিক সক্রিয় ব্যবহারকারীর প্রায় ৩ শতাংশই ছিল ভুয়া প্রোফাইল। মেটা জানিয়েছে, ২০২৪ সালের হিসাব অনুযায়ী ফেসবুকে সক্রিয় ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৩০০ কোটির (৩ বিলিয়ন) গণ্ডি পেরিয়েছে। এর মধ্যে শুধু গত বছরের শেষ প্রান্তিকে বিভিন্ন কারণেই প্রায় ১৪০ কোটি অ্যাকাউন্টের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ভাষ্য, স্বয়ংক্রিয় প্রযুক্তি এবং মানব পর্যবেক্ষণের সমন্বয়ে নিয়মিতভাবে ভুয়া অ্যাকাউন্ট শনাক্ত এবং অপসারণের কাজ চললেও, প্রতিনিয়ত

নতুন পদ্ধতিতে গড়ে ওঠা ভুয়া প্রোফাইলগুলো চ্যালেঞ্জ হিসেবে থেকেই যাচ্ছে। মেটা জানায়, কিছু অ্যাকাউন্ট ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের নীতিমালা লঙ্ঘনের উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়। পাশাপাশি এমন অনেক প্রোফাইল রয়েছে, যেগুলো প্রকৃত ব্যক্তি নয় বরং ব্যবসা, প্রতিষ্ঠান কিংবা পোষা প্রাণী উপস্থাপন করে। এর বাইরে, স্প্যাম ছড়ানো, ভুল তথ্য প্রচার, বট নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সমন্বিত ভুয়া কার্যকলাপে জড়িত থাকা এবং অন্যের পরিচয়ে প্রভাব বিস্তার – এসবই ভুয়া অ্যাকাউন্ট চিহ্নিত হওয়ার মূল কারণ। বিশ্বব্যাপী সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হওয়া সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম হওয়া সত্ত্বেও, ভুয়া অ্যাকাউন্ট ফেসবুকের জন্য বহুদিন ধরেই বড় সমস্যা। ২০১৯ সাল থেকে মেটা প্রতি প্রান্তিকে গড়ে এক বিলিয়নের বেশি ভুয়া অ্যাকাউন্ট মুছে দিয়েছে। তবে প্রতিষ্ঠানটি জানিয়েছে, ২০২৩ সাল থেকে ভুয়া প্রোফাইল শনাক্তের হার কিছুটা কমে এসেছে। মেটা স্পষ্ট করেছে, ভুয়া অ্যাকাউন্টের মধ্যে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে।